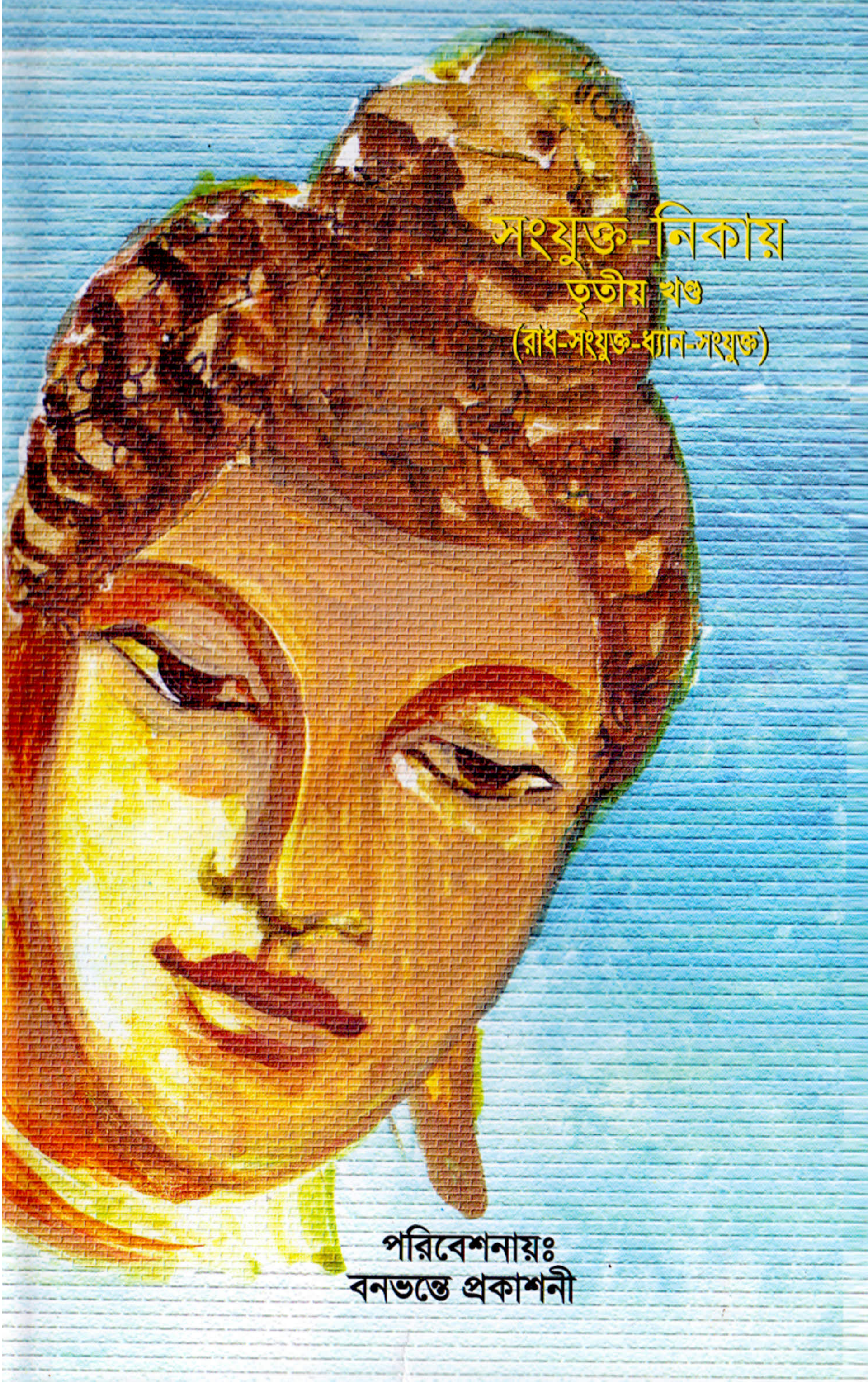

সংযুক্ত-নিকায়

তৃতীয় খণ্ড

(রাধ-সংযুক্ত-ধ্যান-সংযুক্ত)

পরিবেশনায়ঃ
বনভন্তে প্রকাশনী

সংযুক্ত-নিকায়

স্কন্ধ বর্গ

(রাধ সংযুক্ত–ধ্যান সংযুক্ত)

পরিবেশনায় ঃ

বনভন্তে প্রকাশনী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংযুক্ত-নিকায়

স্কন্ধ বর্গ

(রাধ সংযুক্ত—ধ্যান সংযুক্ত)

প্রকাশকাল : পরম পূজ্য বনভন্তের ৯১তম শুভ জন্মদিন
২৫৫২ বুদ্ধাব্দের বা বুদ্ধবর্ষের
৮ জানুয়ারী ২০১০ খৃষ্টাব্দ,
২৫ পৌষ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

অনুবাদকবৃন্দ :
ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির,
ভদন্ত আদিকল্যাণ ভিক্ষু, শ্রীমান শিবক শ্রামণ।

প্রকাশনায় : বনভন্তে প্রকাশনী
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

কম্পিউটার কম্পোজ : ভদন্ত রত্নাংকুর ভিক্ষু।

গ্রন্থস্বত্ব : বনভন্তে প্রকাশনী কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ : শিল্পী কনকচাঁপা চাকমা
ধানমণ্ডী, ঢাকা।

মুদ্রণে : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।
ফোনঃ ০৩৫১-৬২১৫৮; ৬১০৩৩
E-mail: rajbana@bttb.net.bd

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎসর্গ

বাংলাদেশ-ভারত
এই উপমহাদেশের বর্তমানসময়ে
বুদ্ধ শাসনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ভিক্ষুকুল
গৌরব রবি, বুদ্ধপুত্র, মহান শ্রাবকবুদ্ধ, দুঃখমুক্তির
পথপ্রদর্শক, মদীয় পরম কল্যাণমিত্র, পারমার্থিক গুরুদেব
সর্বজনপূজ্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)
মহোদয়ের ৯১তম শুভ জন্মদিনে
শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে
এবং
বহু পিটকীয় গ্রন্থে অনুবাদক,
লেখক, পণ্ডিতপ্রবর, সুদেশক, আমাদের
পালি শিক্ষাদাতা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মাহস্থবির মহোদয়ের
দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের প্রত্যাশায় সর্বান্তঃকরণে উৎসর্গিত হল।

—অনুবাদকবৃন্দ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিরং তিট্‌ঠাতু বুদ্ধ সাসনম্‌

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।

ভূমিকা

সুমহান বুদ্ধবাণীর ধারক পবিত্র ত্রিপিটকের সুত্তপিটকভুক্ত সংযুক্ত নিকায়ের স্কন্ধবর্গের বাংলা অনুবাদ সংযুক্ত নিকায় ৩য় খণ্ডরূপে এবার প্রকাশিত হলো সর্বজনপূজ্য বনভন্তের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত অনুবাদক শিষ্যজ্ঞের উদ্যোগে। পুজ্য বনভন্তের ঐকান্তিক ইচ্ছা ৫০/৬০ জন দক্ষ অনুবাদকের যৌথ উদ্যোগে বিশুদ্ধ পরিশীলিত অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় অবশিষ্ট ত্রিপিটকগ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হোক। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সেই সদিচ্ছার বাস্তবায়নের শুভযাত্রা মনে হয় এই প্রথম শুরু হলো আয়ুষ্মান ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির, সুমন স্থবির, আদিকল্যাণ ভিক্ষু এবং শিবক শ্রামণ – এই চারজনের যৌথ অনুবাদ উদ্যোগের মাধ্যমে। ইতিপূর্বে আমার নিকটে পালিভাষা শিক্ষাকারী আরো অর্ধডজন মতো ভিক্ষু অনুবাদকর্মে অগ্রসর হয়েছিলেন নিজের একক কৃতিত্বের পরিচয় দানের অভিলাষে। এতে করে অবসাদগ্রস্ত হয়ে কেহ কেহ ইতিমধ্যে এই দুরুহ অনুবাদকার্য হতে সরে দাঁড়িয়েছেন। এক্ষেত্রে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিই সত্য হলো – **"সংসারে যে একা, তার শক্তি যত বিশালই হোক, তা অতি ক্ষুদ্র। যাদের ঐক্য নাই, তারা অতি তুচ্ছ।"** একক প্রচেষ্টার পরিণতি এমনই হয়। ব্যক্তি যতই শক্তিমান হোক, তার ব্যক্তিত্ব যত বিশালই হোক; তা একান্তই সীমাবদ্ধ। ব্যক্তির মৃত্যুতে অথবা চিত্তভাব পরিবর্তনে সেই শক্তি ও সদিচ্ছার অবসান হতে বাধ্য। তাই যৌথ সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই উত্তম, শ্রেষ্ঠ, বরণীয়। সঙ্ঘবদ্ধ অভিযাত্রা অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তাদের উদ্যোগও নিশ্চিত সাফল্যের রাজ্যে পৌঁছে যায় অনায়াসে; যদি উদ্যম পরাক্রম সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অটুট থাকে। মহান তথাগত বুদ্ধ সেকারণেই সঙ্ঘশক্তির মহনীয়তা এ বলেই ঘোষণা করেছেন –

পঠবী সাগরো মেরু খযং যন্তি যুগে যুগে;
কপ্পানি সতসহস্‌সানি সঙ্ঘে দিন্নং ন নস্‌সতি।

আয়ুষ্মান ইন্দ্রগুপ্ত, সুমন, আদিকল্যাণ এবং শিবকের এই যৌথ অনুবাদ উদ্যোগ এদেশের মাটিতে এ-ই প্রথম বলতে হবে। কারণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইতিপূর্বে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির এবং ভদন্ত অনোমদর্শী ভিক্ষুর যৌথ উদ্যোগে পিটকীয় গ্রন্থ **ধম্মপদ**-এর গল্প সংক্ষেপসহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল কোলকাতা হতে; বাংলাদেশের মধ্যে নহে। আর তাঁদের সেই উদ্যোগটি এই একটি প্রকাশনার পরে আর দেখা যায়নি ভিক্ষু অনোমদর্শী মহোদয়ের পশ্চাতগমনের কারণে। আমরা আশা করবো আয়ুষ্মান ইন্দ্রগুপ্তদের এই মহতী যৌথ উদ্যোগ ক্রমে যেন পূজ্য বনভন্তের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সক্ষম হয়, অনুবাদকের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সাঙ্ঘিক সাধনায় উন্নীত হয়ে। এতে করে তারা অনুবাদের প্রতিটি শব্দদ্বারা বুদ্ধকে এবং বনভন্তেকে অকৃত্রিম পূজাদানে সক্ষম হবে। সেই আমিও তখন ভাবতে পারবো আমার দ্বারা তাদেরকে পালিভাষা শিক্ষাদানটা সার্থক হলো। আমি তাদেরকে আন্তরিকভাবে পুণ্যদান করে প্রার্থনা করি আমাদের আশা-প্রত্যাশা তাদের দ্বারা যেন পূর্ণ হয়।

পালিভাষা আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন একটি ভাষা। ইহা ভারতবর্ষের মগধ অঞ্চলের লোমুখে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাসমূহের অন্যতম হলেও প্রায় হাজার বছর ধরে শুধু পালি ত্রিপিটক শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় অনুবাদকালে প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া মাঝে মাঝে দুরূহ হয়ে পড়ে। কারণ পালিভাষার ইংরেজী, বাংলা অভিধানসমূহ এযাবত যা প্রকাশিত হয়েছে, তাদের শব্দসম্ভার ততো সমৃদ্ধ নহে। আর একারণেই প্রয়োজন পালি ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদকালে পালিভাষা, ইংরেজীভাষা এবং বাংলাভাষা; এই তিন ভাষায় দক্ষতাসম্পন্ন একটি অনুবাদক দল। সংযুক্ত-নিকায়ের স্কন্ধবর্গের বর্তমান অনুবাদক চতুষ্টয়ের এই যৌথ শুভযাত্রা একসময়ে সেই অভাব পূরণে সক্ষম হবে খুব সম্ভব অচিরেই।

এবারে আসা যাক বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পর্যালোচনায়। সংযুক্ত-নিকায়ভুক্ত খন্ধকবগ্গোটির শুরু হয়েছে 'রাধ-সংযুক্ত' নামক বিষয়টি দিয়ে। এই সংযুক্তে বুদ্ধ মার, ভবতৃষ্ণা, সত্ত্ব, পরিজ্ঞেয়, শ্রামণ, স্রোতাপন্ন, অরহত্ত্ব, ছন্দরাগ, অনিত্য এই শিরোনামে নয়টি সুত্ত দেশনা করেছেন আয়ুষ্মান রাধ স্থবিরকে। এসকল সুত্তে লোভ-দ্বেষ-মোহ- এই তিনটি দুঃখের উৎস ধ্বংস করে কিভাবে মার্গফল তথা নির্বাণ অধিগত করা যায়, সেসকল উপায় প্রদর্শন করেছেন। যেমন– তিনি মার সুত্তে রাধকে এই বলে উপদেশ দিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে রাধ! তুমি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানকে মার বলিয়া, মৃত্যু বলিয়া, গণ্ড বলিয়া, শল্য বলিয়া, দুঃখ বলিয়া এবং যাবতীয় দুঃখোৎপত্তির কারণ বলিয়া দর্শন কর। যাহারা এইভাবে দর্শন করে, তাহাদের দর্শন হয় যথার্থ দর্শন (সম্মদস্‌সন)।"

এখানে চক্ষু দ্বারা রূপ তথা যে সকল বস্তু দর্শন করা হয়, সে সকল বস্তুকে 'আমি' দেখছি, এমন একটি মিথ্যা ধারণাপ্রসূত দাবী করার সাথে সাথে প্রাণীর মনে অতিসূক্ষ্মভাবে তিনটি বেদনা তথা অনুভূতির যে কোন একটি উৎপন্ন হয়। দর্শনকারী প্রাণী দৃশ্যমান বস্তুটির প্রতি হয়তো বা আকর্ষণ অনুভব করবে; নতুবা বিরক্তিভাব অনুভব করবে; অথবা কোন প্রকার মনযোগ না দিয়ে উপেক্ষা অনুভূতির মাধ্যমে দেখাটা সম্পন্ন করবে। সাধারণ মানুষ ঠিক এভাবেই তার চক্ষু দ্বারা বস্তু, কর্ণ দ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ, দেহের চর্ম দ্বারা স্পর্শ এবং মন দ্বারা চিন্তা-কল্পনাসমূহে আসক্তি, বিরক্তি এবং উপেক্ষা এই তিনটি অনুভূতির যে কোন একটির দ্বারা সম্পর্ক সৃস্টি করে থাকে। ষড়-ইন্দ্রিয় দ্বারা স্ব স্ব বিষয়ে এভাবে যেই সম্পর্ক হয়, তাতে আসব নামক চারটি দুঃখের বীজ জীবনে বপিত হয়। অবিদ্যাসব, দৃষ্টি আসব, কামাসব এবং ভবাসব-এই চারি দুঃখের বীজ মানুষসহ সমস্ত প্রাণীকে বর্তমান জীবনে লোভ-দ্বেষ-মোহ–এই তিনটি প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত করে বহু দুঃখ, বহু উপদ্রব-অশান্তির স্বীকার যেমন করে থাকে, একইভাবে মৃত্যুর পরেও চিত্তকে দুঃখদায়ক পুনর্জন্ম গ্রহণে বাধ্য করে। জন্ম-মৃত্যুর এই রহস্য উদ্ঘাটন শক্তি মানব প্রাণী ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীর সৌভাগ্যে সম্ভব হয় না। শুধুমাত্র এই মানুষই পারে আপন মেধার বিকাশের দ্বারা লোভ-দ্বেষ-মোহ নামক চিত্তপ্রবৃত্তি ত্রয়কে আপন মনের মাঝে চিহ্নিত করতে করতে ধ্যানময় গভীর চিত্ত-একাগ্রতা অর্জন করা। চিত্তের এই একাগ্রতা শক্তির দ্বারা মানুষ সেই লোভ, দ্বেষ, মোহকে সমূলে ধ্বংস করে আপন মনকে সুপ্রতিষ্ঠা দান করতে পারে অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ দ্বারা ত্যাগ, মৈত্রী এবং জ্ঞানময় জাগ্রত স্মৃতিমান জীবনে। এই অপার শান্তিময় আনন্দের রাজ্যে মানুষ স্বীয় জীবনকে প্রতিষ্ঠা দানের সাধনায় যেদিন সাফল্য লাভ করেন, সেদিনই তিনি অরহত্ত্ব নামক পরম সুখ, পরম শান্তি নির্বাণের অধিকারী হয়ে থাকেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংযুক্ত-নিকায়ের স্কন্ধবর্গের রাধ-সংযুক্তসহ সমস্ত সংযুক্তে ভগবান বুদ্ধ দেশিত উপদেশসমূহে জীবন-দুঃখের চির অবসানের লক্ষ্য। উপরোক্ত কৌশল এবং শিক্ষা উপদেশই দিয়েছেন মহান শিক্ষক বুদ্ধ তথাগত।

স্কন্ধবর্গের পরবর্তী দৃষ্টি-সংযুক্তে বুদ্ধ তথাগত ভিক্ষুসঙ্ঘকে মিথ্যাদৃষ্টি তথা ভ্রান্তবিশ্বাস দ্বারা কিভাবে মানুষ নিজেকে বিভ্রান্তির শিকার করে সে প্রসঙ্গে বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন 'বাতাস সুত্তে' উপমা স্বরূপ বুদ্ধ বললেন–

"ভিক্ষুগণ! রূপের কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টিও উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভীনিরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমনও করে না ...।"

একইভাবে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণেও অনুরূপ মিথ্যাদৃষ্টি হয়ে মিথ্যাধারণা-বিশ্বাসের বশে বলে থাকে– এই বেদনা আমার, সংজ্ঞা আমার, সংস্কার আমার, বিজ্ঞান আমার; ইহাতে আমি আছি; এ-ই আমার আত্মা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আগত-সংযুক্তে উক্ত হয়েছে তাঁরাই লক্ষপথে আগত, সৎপুরুষ ভূমিতে আগত; আর পৃথগজন ভূমি হতে অপগত হন; যাঁরা চক্ষু-রূপ-চক্ষুবিজ্ঞান এবং রূপ-সংজ্ঞা, রূপসঞ্চেতনা, রূপতৃষ্ণা, রূপস্কন্ধ এবং পৃথিবীধাতু ইত্যাদিকে অনিত্য, বিপরিণামধর্মী এবং অন্যথাভাবীরূপে যথার্থ দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন। ফলে তারা পশু-পাখী, সরীসৃপাদির ন্যায় স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন তীর্যগ লোক এবং অভাব-অনটনাদির দ্বারা নিত্য উপদ্রুত প্রেতলোকের ন্যায় অপায় গতিসম্পন্ন না হয়ে, ধার্মিক, শীলবান রাজা মহারাজা ধনী শ্রেষ্ঠীর ন্যায় মনুষ্য সুগতি দেব সুগতি লোকে উৎপন্ন হয়ে থাকেন। তাঁরা সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে নিত্য দান, শীল, ভাবনাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন দ্বারা মাত্রাজ্ঞানহীন আসক্তি আকাঙ্ক্ষাকে পরিহার করতঃ প্রজ্ঞাবিমণ্ডিত জ্ঞানময় নির্বাণ শান্তি সুখের অধিকারী হয়ে থাকেন।

'উৎপত্তি-সংযুক্তে' বুদ্ধ তথাগত বলেন, এ জগতে চক্ষু-রূপ (দৃশ্যমান বস্তু)-এর সংস্পর্শ দ্বারা চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতঃপর সেই চক্ষু-বিজ্ঞানজাত রূপসঞ্চেতনা যখন রূপতৃষ্ণা দ্বারা তাড়িত হয়ে মাটি-জল-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বায়ু-তাপাদি চারি মহাধাতুর সংস্পর্শে যেই রূপস্কন্ধ সৃষ্টি করে, সেই রূপস্কন্ধ তার উৎপত্তি-স্থিতি-ধ্বংস এবং পুনরুৎপত্তি জাতীয় স্বভাবধর্মের অধীন হয়ে প্রাণীগণকে রোগ-শোক, বার্ধক্য-মরণাদি অশেষ দুঃখের ভাগী করে।

অপরদিকে কোন ভিক্ষু এই অনিত্য-দুঃখ ধর্মীতাকে অনাত্ম জ্ঞান দ্বারা অনাসক্ত ধর্মে প্রতিক্ষা অর্জন দ্বারা সেই দুঃখের নিরোধ, রোগের প্রশমন এবং বার্ধক্য-মরণের তিরোধান করে থাকেন।

'ক্লেশ-সংযুক্তে' বুদ্ধ উল্লেখ করলেন, চক্ষু-রূপ- চক্ষুবিজ্ঞান এবং মাটিধাতু-আদির প্রতি তৃষ্ণা-আসক্তির (ছন্দরাগ) উৎপত্তিই হলো উপক্লেশ। যে ভিক্ষু এই উপক্লেশকে প্রহীন করতে সক্ষম হন, সেই ভিক্ষুর চিত্তই নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত এবং পরিভাবিত হয়ে থাকে।

'সারিপুত্ত-সংযুক্তে' দেখা যায় অগ্রশ্রাবক সারিপুত্ত শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে একদিন মধ্যাহ্নভোজ শেষে নির্জন অরণ্য অন্ধবনে প্রবেশ পূর্বক প্রথমধ্যান থেকে চতুর্থধ্যানন্তর পর্যন্ত অনুশীলন করে আকাশ অনন্তায়তন, বিজ্ঞান অনন্তায়তন, অকিঞ্চায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন এবং সমাপত্তিধ্যানস্তরে প্রবেশ পূর্বক পরম ধ্যানসুখে অবস্থানের পর অরণ্য নির্গত হয়ে জেতবনে প্রত্যাগমন করছিলেন। সে সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্তের চক্ষু-ইন্দ্রিয়াদি বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন– বন্ধু সারিপুত্ত! আপনি এখন কি নিয়ে অবস্থান করেন? তদুত্তরে আয়ুষ্মান সারিপুত্ত উপরোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করেছিলেন। এ বিষয়ে অবগত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ মন্তব্য করলেন, তাহলে বন্ধু সারিপুত্তের অহংকার, অনুরাগ আর মান-অনুশয়সমূহ সমূলেই উৎপাটিত হয়েছে, চিরধ্বংস প্রাপ্তই হয়েছে।

এই সংযুক্তে সুচিমুখী নামে এক পরিব্রাজিকার প্রশ্নে সারিপুত্ত স্থবির প্রকাশ করলেন যে, প্রব্রজিতরা গৃহীসুলভ জীবিকা পরিহার করে পিণ্ডাচরণাদির দ্বারা ধর্মানুকুল জীবিকায় জীবন যাপন করলেই তার আহার উর্ধমুখী আহার হয়ে থাকে।

'নাগ-সংযুক্তে' বুদ্ধকে এক ভিক্ষু নাগদের সম্পর্কে জানতে চাইলেন যে, কোন শ্রেণীর নাগেরা সর্পদেহ পরিবর্তন করে মনুষ্যবেশ ধারণ করতঃ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপোসথ ব্রতাদি পালন করেন। এ প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বললেন; "... কোন কোন নাগের এরূপ চিন্তার উদয় হয় যে, – পূর্বে আমি ভালো-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করেছিলাম। তাই বর্তমানে এই নাগকুলে উৎপন্ন হয়েছি। যদি এখন হতে ভালোকর্ম করতে থাকি তাহলে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হতে পারবো। এই সিদ্ধান্তে ঐ নাগ মনুষ্যবেশ ধারণ করে উপোসথ ব্রতাদি সৎকর্ম সম্পাদন করে থাকে।

অতঃপর ভিক্ষু প্রশ্ন করলেন, ভন্তে, ভগবান; কি হেতু মানুষ নাগকূলে উৎপন্ন হয়? তদুত্তরে বুদ্ধ বললেন, 'নাগকূলের নাগদের বর্ণ সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নাগজীবন কামনায় যারা দানাদি বিবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে থাকে, তারাই মৃত্যুর পর নাগলোকে উৎপন্ন হয়।

'সুপর্ণ-সংযুক্তে' দেখা যায় কোন সুপর্ণ (ঈগলজাতীয়) কোন কোন শ্রেণীর নাগকে হরণ করে থাকে এ বিষয়ে সামান্য বর্ণনা আছে। ইহার কারণ এই প্রশ্নে বুদ্ধ বলেন, পূর্বজন্মে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক অমৈত্রীসুলভ পাপচেতনার কারণে এমন পরিণতি হয়ে থাকে।

'গন্ধর্বকায়-সংযুক্তে' দেখা যায় চতুর্মহারাজিক নামক দেবলোকে এমন কিছু দেবকায়িক সত্ত্ব আছেন, যাঁরা চন্দনাদির ন্যায় সুগন্ধী বৃক্ষসমূহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুগন্ধী উপভোগ করে অবস্থান করে থাকেন। এ সকল দেবতাকে সেই সেই নামে নামকরণ করা হয়; যেমন– মূলগন্ধী, সারগন্ধী, ফেগ্গুগন্ধী, চর্মগন্ধী, পপটিকগন্ধী, পত্রগন্ধী, পুষ্পগন্ধী, ফলগন্ধী, রসগন্ধী এবং গন্ধগন্ধী দেবতা। এভাবে জন্ম নেয়ার কারণ কি? তারও কারণ তারা সে জাতীয় জন্মকে অভিনন্দিত করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতঃ ইচ্ছা পোষণ করছে বলেই এমন অবস্থায় তাদের উৎপত্তি হয়।

'বলাহক-সংযুক্তের' বিভিন্ন সুত্তে দেখা যায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা জাতীয় বিভিন্ন ঋতুকে বলাহক জাতীয় পাখীরা যেভাবে পছন্দ করে থাকে; অনুরূপভাবে দেবকায়িক কিছু সত্ত্বগণও ভিন্ন ভিন্ন ঋতুকে পছন্দ করে। তারা সেই সেই ঋতুর আগমন প্রত্যাশা করার কারণেই ঋতুসমূহের আগমন হয়; এমন ধারণা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই বলাহক-সংযুক্তের সুত্তসমূহে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

'বচ্ছগোত্র-সংযুক্তে'র বিভিন্ন সুত্তে বচ্ছগোত্রীয় এক পরিব্রাজক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করছেন, কি কারণে জগতে এ জাতীয় বিভিন্ন ধারণা, বিশ্বাস ও মতবাদের (দৃষ্টির) উৎপত্তি হয় যে, এই লোক (প্রাণীকুল) শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব, সেই, সেই দেহ, জীব এক দেহ অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, আবার থাকে না। জীবন ও জগত সম্পর্কে বচ্ছগোত্রীয় পরিব্রাজক কর্তৃক এভাবে দশটি প্রশ্ন উপস্থাপনকে ভিত্তি করেই 'বচ্ছগোত্র-সংযুক্তে'র উৎপত্তি। এ জাতীয় প্রশ্নের বহুল আলোচনা আমরা দীর্ঘনিকায় এবং মজ্ঝিমনিকায়ের বিভিন্ন সুত্তেও দেখতে পাই।

ভগবান বুদ্ধ তদুত্তরে বললেন- হে বচ্ছ! রূপে (মাটি, জল, বায়ু, তাপ) অজ্ঞান, রূপের উৎপত্তির কারণ (সমুদয়) সম্পর্কে অজ্ঞান, রূপের ধ্বংস (নিরোধ) সম্পর্কে অজ্ঞান, রূপের উৎপত্তি-ধ্বংস' এমন স্বভাবধর্ম জাত উপদ্রব, দুঃখ, অশান্তি থেকে চির অব্যাহতি লাভের উপায় (নিরোধগামিনী পটিপদা) সম্পর্কে অজ্ঞান হওয়ার কারণেই জগতে লোক শাশ্বত, না অশাশ্বত; ... তথাগত মরণের পর থাতে কি থাকেন-এ জাতীয় প্রশ্নসমূহের উৎপত্তি হয়।

একইভাবে বুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধের বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে চারি আর্যসত্য জ্ঞানের অভাবই এ সকল নিরর্থক প্রশ্নের উৎপত্তি এবং তজ্জাতীয় দৃষ্টি তথা ধারণা-বিশ্বাসের অসারতা ব্যাখ্যা দিলেন এই বচ্ছগোত্র-সংযুক্তে।

পালিভাষা শিক্ষা দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ অনুবাদকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শক্তি বৃদ্ধির দ্বারা পূজ্য বনভন্তে ও আমার জীবৎকালেই মহান ত্রিপিটক ও অট্ঠকথা, টীকা, অনুটীকা গ্রন্থসমূহের অননূদিত গ্রন্থগুলোর অনুবাদে অগ্রসর হতে আয়ুষ্মান ইন্দ্রগুপ্ত, সুমন, আদিকল্যাণ এবং শিবকের আদর্শকে অনুসরণে মান-অভিমানবশে অনীহা প্রকাশ না করেন এই প্রার্থনা এবং আবেদন জানাচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে অনুবাদক এবং পাঠকগণকে একটি শুভ সংবাদ প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করছি। মহামুণি গ্রামজাত সুসন্তান রূপম কিশোর বড়ুয়া মহোদয় কিছুদিন আগে আমাকে প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি তাঁর জীবৎকালে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পালি ত্রিপিটকের মূলগ্রন্থসমূহ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাংলা ভাষা-ভাষীদের সুখপাঠ্য এবং সহজ বোধগম্য সংকলন দেখে যেতে একান্ত আগ্রহী। এমহৎ এবং বৃহৎ কাজ সম্পাদনে আর্থিক সমুদয় যোগান তিনি দেবেন। আমরা জানি মহান ত্রিরত্ন প্রেমে অনুপ্রাণিত রূপম কিশোর বাবুর এও মহৎ ইচ্ছাটি পূরণের আর্থিক সামর্থ্য অবশ্যই তাঁর আছে। অতীতে একই গ্রামের সন্তান বিত্তবান ইঞ্জিনীয়ার অধরলাল বড়ুয়া মহোদয় সেই একই ইচ্ছায় ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়াকে ভিত্তি করে যোগেন্দ্র রূপসীবালা ট্রাস্টের জন্য দিয়েছিলেন; তৎ মাধ্যমে ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির কর্তৃক অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' এবং ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত সুত্তপিটকের 'মধ্যম-নিকায়–২য় খণ্ড'সহ আরো দু'একটি পিটকাংশের প্রকাশনাকর্ম সম্পাদন করার পথে উভয়ের মহাপ্রয়াণে সে উদ্যোগ সাথে সাথেই স্তব্ধ হয়ে গেল। কেন এমনটি হলো? ট্রাস্ট কোথায় গেল? এই পরিণতি অনুসন্ধান করেই রূপম বাবু তৎ মহৎ ইচ্ছা পূরণে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ বুদ্ধের উক্তিই সত্য– 'সঙ্ঘশক্তিই কালজয়ী হয়'। শ্রদ্ধেয় বনভন্তেও এই বুদ্ধবাণীই আমাদের পুনরাবৃত্তি করে করে জাগ্রত করার প্রয়াস মেলাচ্ছেন। আমরাও যেন মহানদের এই বাণী, এই মহৎ ইচ্ছাকে ব্যক্তিত্বের অহমিকায় অপমৃত্যুর শিকার হতে না দিই; পুনঃ এই প্রার্থনায় এখানেই ইতি টানছি।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম্!

২৫৫৩ বুদ্ধবর্ষের
৭ই ডিসেম্বর ২০০৯ খৃস্টাব্দ
শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার, মোগলটুলি
চট্টগ্রাম।

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
অধ্যক্ষ
সুপ্রাচীন তীর্থ রাংকূট বনাশ্রম
রামু, কক্সবাজার।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশনীর দপ্তর থেকে

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ বনভন্তে মহোদয় তাঁহার আজীবন আবাসস্থল রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাঁহার সেই মহৎ স্বপ্ন, ইচ্ছার বর্ণনা দিতে গিয়া পূজ্য ভন্তে বলিয়া থাকেন যে, মহান ত্রিপিটকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং ধ্যানময় জ্ঞানে সমৃদ্ধ বেশ কয়েক হাজার ভিক্ষুর একটি শক্তিশালী সঙ্ঘ তাঁহার প্রয়োজন হইবে। সেই লক্ষ্যে তিনি রাজবন বিহারে পালি ও ত্রিপিটকশাস্ত্র শিক্ষা এবং গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক উদ্যোগ স্বরূপ ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সেইগুলি বাংলাভাষায় অনুবাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকেন।

ইদানিং তিনি প্রায়ই বলেন– ত্রিপিটক শাস্ত্র না থাকিলে বুদ্ধের শাসন রক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশসমূহ একমাত্র ত্রিপিটক শাস্ত্রেই সংরক্ষিত রহিয়াছে। বর্তমানে আমি রাজবন বিহারে সমস্ত ত্রিপিটক শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু এইগুলি সব পালি, ইংরেজি ভাষায়। আর এইগুলি বুঝিতে হইলে প্রয়োজন পালি ও ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া। তাই আমি ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করিতে সামর্থবান শিষ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি। যাহাতে ভিক্ষু-শ্রমণ, দায়ক-দায়িকা সকলে ত্রিপিটকশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইতে পারে। তজ্জন্য চাই পালিকলেজ। এখানকার দায়ক-দায়িকারা যদি ধনী হইত তাহা হইলে আমি ভিক্ষু-শ্রমণ এবং দায়ক-দায়িকাদের পালি শিক্ষা গ্রহণের জন্য শ্রীলঙ্কা হইতে পালি এবং ত্রিপিটক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ভিক্ষু আনিতাম। ত্রিপিটকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ সেই ভিক্ষু-শ্রমণ কর্তৃক সমগ্র ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করিয়া সেইগুলি জনসাধারণের সমক্ষে বিতরণ করিয়া এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্মকে সুউজ্জ্বল করিতাম, ধর্মের আলোকছটা ছড়িয়ে দিতাম সর্বত্র।

পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ বনভন্তের সেই ইচ্ছা, মহাপরিকল্পনাকে সার্থক রূপদানের জন্য রাজবন বিহারে 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা ও স্থায়ী ফাণ্ড করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে একটি উন্নতমানের অফসেট প্রেসও স্থাপন করা হইয়াছে সফলভাবে। **"বনভন্তে প্রকাশনী"** স্বীয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্ষুদ্রশক্তি দিয়া অনেকটা মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মতন জগদ্দুর্লভ মহাপুরুষ বনভন্তের সেই মহাস্বপ্ন, মহান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ চালিয়া যাইতেছে। তাহারই ধারাবাহিতকতায় এইবার **"সংযুক্ত-নিকায় –৩য় খণ্ড"** নামক গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। আগামীতে আরো এই ধরনের পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে 'বনভন্তে প্রকাশনী'। শ্রদ্ধাবান উপাসক বাবু অমল বড়ুয়া বিশ হাজার টাকা শ্রদ্ধাদান প্রদান করিয়া এই প্রকাশনায় সহযোগিতা করিয়াছেন। এই ব্যপারে **বনভন্তে প্রকাশনী** সকলের সাহায্য সহযোগিতা প্রত্যাশা করিয়া থাকে। শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকাবৃন্দকে আমাদের পরম কল্যাণমিত্র পূজ্য বনভন্তের উপরোক্ত মহাস্বপ্ন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিয়া অশেষ পুণ্যের ভাগী হওয়ার আহ্বান জানাইতেছে বনভন্তে প্রকাশনী।

এই প্রকাশনায় যাহারা আর্থিক, কায়িক ও বাচনিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করিয়াছেন এবং যাহারা সরাসরি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট তাহাদের সকলের নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হউক।

বনভন্তে প্রকাশনী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিবেদন

"সংযুক্ত-নিকায়" সুত্তপিটকের তৃতীয় নিকায় বা তৃতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ নৈতিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কীয় সুত্ত আলোচনায় ভরা। সংযুক্ত-নিকায়ের সুত্তসমূহ নিঃসন্দেহে দীর্ঘ-নিকায় ও মধ্যম-নিকায়ের সুত্ত তুলনায় ক্ষুদ্র। এই গ্রন্থে সমজাতীয় সুত্তগুলিকে একত্রিত করিয়া এক একটি গ্রুপ বা সংযুক্ত করা হইয়াছে বিধায় **"সংযুক্ত-নিকায়"** গ্রন্থের নাম। ইহাতে সুত্তসংখ্যা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে- **"সুত্তানং সহস্‌সানি সুত্ত সতানি চ দ্বাসট্‌ঠি চেব সত্তভা- এসা সংযুত্ত সংগহো"** অর্থাৎ সাত হাজার সাতশত বাষট্টিটি সুত্ত লইয়া সংযুক্ত-নিকায় গ্রথিত। এবং ইহাতে ৫৬টি সংযুক্ত রহিয়াছে। সুত্তগুলি আবার পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। যথা- (১) সগাথাবর্গ, (২) নিদানবর্গ, (৩) স্কন্ধবর্গ, (৪) সলায়তনবর্গ ও (৫) মহাবর্গ। তন্মধ্যে সগাথাবর্গে ১১টি সংযুক্ত, নিদানবর্গে ১০টি সংযুক্ত, স্কন্ধবর্গে ১৩টি সংযুক্ত, সলায়তনবর্গে ১০টি সংযুক্ত, মহাবর্গে ১২টি সংযুক্ত। প্রতিটি সংযুক্ত কতকগুলি সুত্ত লইয়া গঠিত। ডক্টর উইন্টা নিচ-এর মতে তিনটি বিষয়ের ভিত্তি করিয়া সুত্তসমূহ গ্রথিত করা হইয়াছে। যথা- (১) বৌদ্ধধর্মের কোন একটি মূলনীতি বিষয়ক ধারা, (২) মানুষ, দেবতা, অথবা গন্ধর্ব ইত্যাদি সম্পর্কীয় কোন একটি ঘটনা, (৩) ধর্মের যে কোন এক প্রধান ব্যক্তি। সংযুক্তগুলির নামকরণও হইয়াছে একই নিয়ম অনুসারে। যেই সংযুক্তে দেবতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সেইটির নাম দেবতা-সংযুক্ত। যেই সংযুক্তে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সেইটির নাম ব্রহ্ম সংযুক্ত। যেই সংযুক্তে ভিক্ষু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সেইটির নাম ভিক্ষু-সংযুক্ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে বুদ্ধপুত্র, অর্হৎ পূজ্য বনভন্তের আবির্ভাব হইয়াছে এই দেশের বৌদ্ধধর্মের এক মহাবিপর্যয়পূর্ণ সময়ে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অশিক্ষা, অন্ধকুসংস্কারাদির চোরাবালিতে যখন হারিয়ে যাইতেছিল বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত আদর্শ। বরং অবৌদ্ধোচিত আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি অনুপ্রবেশ ঘটতেছিল চরমভাবে। বৌদ্ধধর্মের এই সংকটে মহান বুদ্ধের প্রজ্ঞাবিমণ্ডিত, জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ, উদ্ভাসিত বনভন্তে মহোদয় অন্ধের চক্ষু লাভ এবং অন্ধকারে প্রদীপতুল্যরূপে আবির্ভূত হন আমাদের মাঝে। তাঁর অসাধারণ জ্ঞাগরিমায় আর ত্যাগ মহনীয়তায় তিনি আজ এতদঞ্চলে বুদ্ধযুগের দুঃখমুক্তির আবহকে ফিরিয়া আনিয়াছেন বলা যায়। সদ্ধর্মের পুনর্জাগরণের এই ঢেউ পুরো পার্বত্যাঞ্চলে এবং সমতলে সঞ্চারিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় অনেকে পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে প্রব্রজিত জীবন যাপনে উৎসাহিত হইয়া গৃহ ছাড়িয়াছেন। আমরাও তাহার ব্যতিক্রম নহি। আরো সুখের বিষয়, পূজ্য বনভন্তে এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত, রক্ষার জন্য ত্রিপিটক শিক্ষা, গবেষণা করার প্রয়োজনীতার কথা ব্যক্ত করিয়া যাইতেছেন। তজ্জন্য মাঝে মাঝে তিনি আমাদেরকে পালিভাষা শিক্ষা করিবার উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট সেইরূপ গুরুত্ব আরোপও করিয়া থাকেন। এমন কি, শ্রীলঙ্কা হইতে পালি ভাষায় অভিজ্ঞ শিক্ষক রাজবন বিহারে আনিয়া শিষ্যদেরকে পালি ভাষা শিক্ষা করাইতেও অভিমত ব্যক্ত করেন। পূজ্য ভন্তের মুখ হইতে এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া আমরা পালি শিক্ষা গ্রহণ করিতে মনস্থির করি। এবং ভন্তের নিকট আশীর্বাদ ও অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয়কে পালি শিক্ষক হিসাবে রাজবন বিহারে আসিতে অনুরোধ জানাই সাঙ্ঘিকভাবে। শতব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেন। এইভাবে ২০০৬ সালের বর্ষাবাস হইতে পালি শিক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করি। মধ্যখানে অনেক চড়াই-উৎরাই পারি দিয়া ২০০৯ সালের জুন মাসে পালি শিক্ষায় মোটামুটি একটি পর্যায়ে উপনীত হই। আর তাহারই ফসল এই সংযুক্ত-নিকায় ৩য় খণ্ড-এর বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ। আমাদের এই পালি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ বনভন্তে এবং ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহোদয়দ্বয়ের নিকট আমার চিরকৃতজ্ঞ। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আমাদের পালি শিক্ষা গ্রহণ করার ইচ্ছা, আগ্রহের জন্ম হইয়াছে পরম পূজ্য বনভন্তের দ্বারা; আর সেই ইচ্ছা, আগ্রহকে আরো শানিত এবং পূর্ণতা প্রদান করা সম্ভব হইয়াছে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবিরের শাসনদরদীচিত্তে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংযুক্ত-নিকায় ৩য় খণ্ড গ্রন্থটির বিষয়বস্তু স্কন্ধবর্গ। এই স্কন্ধবর্গে সর্বমোট ১৩টি সংযুক্ত রহিয়াছে। বলাবাহুল্য এই গ্রন্থের প্রথম সংযুক্ত অর্থাৎ স্কন্ধ-সংযুক্তটি ইতিপূর্বে (২০০৬ সালে) প্রকাশ দেওয়ান কর্তৃক **The Department for the Promotion and Propagation of the Sasana**-এর প্রকাশিত ইংরেজী পুস্তক হইতে বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। তাই আমরা সেই সংযুক্তটি বাদ দিয়া অপরাপর সংযুক্তসমূহ বঙ্গানুবাদের দিকে অগ্রসর হইয়াছি। কেহ কেহ অবশ্য সেই সংযুক্তটিও অন্তর্ভুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহাদের অনরোধ পরবর্তীতে বিবেচনায় আনিব মনস্থির করিয়া আমাদের অনুবাদকার্য চালিয়া নিয়াছি। আমরা যথাসম্ভব পালির মূলভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সহজভাষায় অনুবাদকার্য সমাধা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। মূলভাব যাহাতে অটুট থাকে তজ্জন্য সাধুভাষাও ব্যবহার করা হইয়াছে। এই অনুবাদ কার্য সম্পাদন করিতে আমরা ভিক্ষু শীলভদ্র মহোদয় কর্তৃক অনুবাদিত দীর্ঘ-নিকায় (অখণ্ড), ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া কর্তৃক অনুবাদিত মধ্যম নিকায় ১ম খণ্ড এবং পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয় কর্তৃক অনুবাদিত মধ্যম নিকায় ২য় খণ্ড হইতে কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। আর কঠিন শব্দগুলির অর্থ উদ্ধার করিতে শান্তরক্ষিত মহাথের কর্তৃক রচিত পালি বাংলা অভিধান হইতেও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। জানি, তাহারপরও আমাদের এই প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। কারণ আমরা তো পালি ও বাংলা কোন ভাষাতেই অভিজ্ঞ নহি। তবে প্রচেষ্টার ত্রুটি করি নাই এইটুকু বলিতে পারি। অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য সকলের নিকট ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির প্রত্যাশা রহিল।

আমাদের এই পিটকীয় গ্রন্থটির অনুবাদকার্য সমাধা করিতে যাহার নাম বারংবার উল্লেখ করিতে হয় তিনি হইলেন বহুপিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহোদয়। ভদন্ত শতব্যস্ততার মধ্যেও গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করিয়া প্রয়োজনীয় স্থানে তাহার দক্ষ হাতের ছোঁয়া লাগাইয়াছেন। গ্রন্থটি ত্রুটিবিহীন করিয়া প্রকাশ করিতে সহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন আরো একবার। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকা লিখে দেওয়ার আবদারও রক্ষা করিয়াছেন অকুণ্ঠচিত্তে। তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞানগর্ভ ভূমিকার দ্বারা গ্রন্থের শোভবর্ধন ও গাম্ভীরতা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে স্বীকার করিতেই হয়। তজ্জন্য আমরা ভদন্তকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ভদন্ত সত্যিই আমাদেরকে চিরদিনের জন্য ঋণী করিয়াছেন।

"বনভন্তে প্রকাশনী" এই গ্রন্থের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করিলেন। কম্পিউটার কম্পোজের মতন শ্রমসাধ্য কাজটি করিয়া দিয়া আয়ুষ্মান রত্নাঙ্কুর ভিক্ষু আমাদেরকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এবং গ্রন্থটি মুদ্রণের ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া ভদন্ত সৌরজগত মহাস্থবির মহোদয় আমাদের প্রতি অকৃত্রিম মৈত্রী ও দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে গিয়া যাহাদের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য সহযোগিতা পাইয়াছি তাহাদের সবাইকে জানাই ক্ষেত্রবিশেষে বন্দনা, কৃতজ্ঞতা ও অশেষ মৈত্রীময় শুভাশীর্বাদ।

চিরং তিট্‌ঠাতু বুদ্ধ সাসনম্‌।

ইতি
অনুবাকবৃন্দ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংযুক্ত নিকায় (৩য় খণ্ড)

স্কন্ধ বর্গ

(রাধ সংযুক্ত–ধ্যান সংযুক্ত)

সূচীপত্র

১. প্রথম বর্গ

ক্রম ঃ বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১. মার সুত্ত	১
২. সত্ত্ব সুত্ত	৩
৩. ভবতৃষ্ণা সুত্ত	৪
৪. পরিজ্ঞেয় সুত্ত	৫
৫. শ্রমণ সুত্ত	৫
৬. দ্বিতীয় শ্রমণ সুত্ত	৬
৭. স্রোতাপন্ন সুত্ত	৬
৮. অরহত্ব সুত্ত	৭
৯. ছন্দরাগ সুত্ত	৭
১০. দ্বিতীয় ছন্দরাগ সুত্ত	৮

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. মার সুত্ত	৯
২. মারধর্ম সুত্ত	৯
৩. অনিত্য সুত্ত	১০
৪. অনিত্যধর্ম সুত্ত	১০
৫. দুঃখ সুত্ত	১১
৬. দুঃখ ধর্ম সুত্ত	১১
৭. অনাত্ম সুত্ত	১২
৮. অনাত্ম ধর্ম সুত্ত	১২
৯. ক্ষয়ধর্ম সুত্ত	১৩
১০. ব্যয়ধর্ম সুত্ত	১৩
১১. সমুদয়ধর্ম সুত্ত	১৪
১২. নিরোধধর্ম সুত্ত	১৪

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রম ঃ বিষয় পৃষ্ঠা নং

৩. যাচএগ্রা বর্গ

১-১১. মারাদি সুত্ত-একাদশ ---------- ১৫
১২. নিরোধধর্ম সুত্ত ---------- ১৮

৪. সন্নিকট বর্গ

১-১১. মারাদি সুত্ত-একাদশ ---------- ১৯
১২. নিরোধধর্ম সুত্ত ---------- ২৩

দৃষ্টি সংযুক্ত

১. স্রোতাপত্তি বর্গ

১. বাতাস সুত্ত ---------- ২৪
২. ইহা আমার সুত্ত ---------- ২৭
৩. সেই আত্মা সুত্ত ---------- ২৯
৪. আমি থাকিবো না সুত্ত ---------- ৩১
৫. দানে ফল নাই সুত্ত ---------- ৩৩
৬. করো সুত্ত ---------- ৪১
৭. হেতু সুত্ত ---------- ৪৮
৮. মহাদৃষ্টি সুত্ত ---------- ৫২
৯. শাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত ---------- ৬৫
১০. অশাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত ---------- ৬৭
১১. অন্তবান সুত্ত ---------- ৬৯
১২. অনন্তবান সুত্ত ---------- ৭০
১৩. যেই জীব সেই শরীর সুত্ত ---------- ৭২
১৪. জীব এক শরীর অন্য সুত্ত ---------- ৭৪
১৫. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে সুত্ত ---------- ৭৬
১৬. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না সুত্ত ---------- ৭৮
১৭. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, থাকে না সুত্ত ---------- ৮০
১৮. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাহাও নহে সুত্ত ---------- ৮২

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রম ঃ বিষয় পৃষ্ঠা নং

২. দ্বিতীয় গমন বর্গ

১. বাতাস সুত্ত -- ৮৪
২. ইহা আমার সুত্ত -- ৮৭
৩. সেই আত্মা সুত্ত -- ৮৯
৪. আমি থাকিবো না সুত্ত -- ৯১
৫. দানে ফল নাই সুত্ত -- ৯৪
৬. করো সুত্ত -- ১০৪
৭. হেতু সুত্ত -- ১১৩
৮. মহাদৃষ্টি সুত্ত -- ১১৪
৯. শাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত -- ১৩৪
১০. অশাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত -- ১৩৬
১১. অন্তবান সুত্ত -- ১৩৮
১২. অনন্তবান সুত্ত -- ১৪০
১৩. যেই জীব সেই শরীর সুত্ত -- ১৪২
১৪. জীব এক শরীর অন্য সুত্ত -- ১৪৪
১৫. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে সুত্ত -- ১৪৬
১৬. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না সুত্ত -- ১৪৮
১৭. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, থাকে না সুত্ত -- ১৫০
১৮. অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাহাও নহে সুত্ত -- ১৫২
১৯. আত্মা রূপী সুত্ত -- ১৫৪
২০. আত্মা অরূপী সুত্ত -- ১৫৭
২১. আত্মা রূপী ও অরূপী সুত্ত -- ১৫৯
২২. আত্মা নৈবরূপী-নারূপী সুত্ত -- ১৬১
২৩. একান্ত সুখী সুত্ত -- ১৬৪
২৪. একান্ত দুঃখী সুত্ত -- ১৬৬
২৫. সুখ-দুঃখী সুত্ত -- ১৬৮
২৬. না-দুঃখী না-সুখী সুত্ত -- ১৭০

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রম ঃ বিষয় পৃষ্ঠা নং

৩. তৃতীয় গমন বর্গ

১. বাতাস বহে না সুত্ত ---------- ১৭৩
২. ইহা আমার সুত্ত ---------- ১৭৫
৩. সেই আত্মা সুত্ত ---------- ১৭৮
৪. আমি থাকিবো না সুত্ত ---------- ১৮০
৫. দানে ফল নাই সুত্ত ---------- ১৮২
৬. করো সুত্ত ---------- ১৯২
৭. হেতু সুত্ত ---------- ২০২
৮. মহাদৃষ্টি সুত্ত ---------- ২০৭
৯. শাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত ---------- ২২৩
১০. অশাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত ---------- ২২৫
১১. অন্তবান সুত্ত ---------- ২২৬
১২. অনন্তবান সুত্ত ---------- ২২৮
১৩. যেই জীব সেই শরীর সুত্ত ---------- ২৩০
১৪. জীব এক শরীর অন্য সুত্ত ---------- ২৩২
১৫. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে সুত্ত ---------- ২৩৩
১৬. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না সুত্ত ---------- ২৩৬
১৭. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে কি থাকে না সুত্ত ---------- ২৩৮
১৮. অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাহাও নহে সুত্ত ---------- ২৪০
১৯. আত্মা রূপী সুত্ত ---------- ২৪২
২০. আত্মা অরূপী সুত্ত ---------- ২৪৪
২১. আত্মা রূপী ও অরূপী সুত্ত ---------- ২৪৬
২২. আত্মা নৈবরূপী-নারূপী সুত্ত ---------- ২৪৯
২৩. একান্ত সুখী সুত্ত ---------- ২৫১
২৪. একান্ত দুঃখী সুত্ত ---------- ২৫৩
২৫. সুখ-দুঃখী সুত্ত ---------- ২৫৫
২৬. না-দুঃখী না-সুখী সুত্ত ---------- ২৫৭

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রম ঃ বিষয় পৃষ্ঠা নং

৪. চতুর্থ গমন বর্গ

১. বাতাস বহে না সুত্ত ---------- ২৬০
২. ইহা আমার সুত্ত ---------- ২৬২
৩. সেই আত্মা সুত্ত ---------- ২৬৫
৪. আমি থাকিবো না সুত্ত ---------- ২৬৮
৫. দানে ফল নাই সুত্ত ---------- ২৭০
৬. করো সুত্ত ---------- ২৭৬
৭. হেতু সুত্ত ---------- ২৮১
৮. মহাদৃষ্টি সুত্ত ---------- ২৮৫
৯. শাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত ---------- ২৯৩
১০. অশাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত ---------- ২৯৫
১১. অন্তবান সুত্ত ---------- ২৯৭
১২. অনন্তবান সুত্ত ---------- ৩০০
১৩. যেই জীব সেই শরীর সুত্ত ---------- ৩০২
১৪. জীব এক শরীর অন্য সুত্ত ---------- ৩০৫
১৫. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে সুত্ত ---------- ৩০৭
১৬. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না সুত্ত ---------- ৩১০
১৭. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, থাকে না সুত্ত ---------- ৩১২
১৮. অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাহাও নহে সুত্ত ---------- ৩১৫
১৯. আত্মা রূপী সুত্ত ---------- ৩১৭
২০. আত্মা অরূপী সুত্ত ---------- ৩২০
২১. আত্মা রূপী ও অরূপী সুত্ত ---------- ৩২১
২২. আত্মা নৈবরূপী-নারূপী সুত্ত ---------- ৩২৫
২৩. একান্ত সুখী সুত্ত ---------- ৩২৮
২৪. একান্ত দুঃখী সুত্ত ---------- ৩৩০
২৫. সুখ-দুঃখী সুত্ত ---------- ৩৩৩
২৬. না-দুঃখী না-সুখী সুত্ত ---------- ৩৩৫

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রম ঃ বিষয় পৃষ্ঠা নং

আগত সংযুক্ত

১. চক্ষু সুত্ত ---------- ৩৩৯
২. রূপ সুত্ত ---------- ৩৩৯
৩. বিজ্ঞান সুত্ত ---------- ৩৪০
৪. সংস্পর্শ সুত্ত ---------- ৩৪১
৫. সংস্পর্শজ সুত্ত ---------- ৩৪২
৬. রূপ সংজ্ঞা সুত্ত ---------- ৩৪২
৭. রূপ সঞ্চেতনা সুত্ত ---------- ৩৪৩
৮. রূপ তৃষ্ণা সুত্ত ---------- ৩৪৪
৯. পৃথিবী ধাতু সুত্ত ---------- ৩৪৫
১০. স্কন্ধ সুত্ত ---------- ৩৪৫

উৎপত্তি সংযুক্ত

১. চক্ষু সুত্ত ---------- ৩৪৭
২. রূপ সুত্ত ---------- ৩৪৮
৩. বিজ্ঞান সুত্ত ---------- ৩৪৯
৪. সংস্পর্শ সুত্ত ---------- ৩৫০
৫. সংস্পর্শজ সুত্ত ---------- ৩৫১
৬. সংজ্ঞা সুত্ত ---------- ৩৫২
৭. সঞ্চেতনা সুত্ত ---------- ৩৫৩
৮. তৃষ্ণা সুত্ত ---------- ৩৫৪
৯. ধাতু সুত্ত ---------- ৩৫৫
১০. স্কন্ধ সুত্ত ---------- ৩৫৬

ক্লেশ সংযুক্ত

১. চক্ষু সুত্ত ---------- ৩৫৭
২. রূপ সুত্ত ---------- ৩৫৭
৩. বিজ্ঞান সুত্ত ---------- ৩৫৮
৪. সংস্পর্শ সুত্ত ---------- ৩৫৮
৫. সংস্পর্শজ সুত্ত ---------- ৩৫৯
৬. সংজ্ঞা সুত্ত ---------- ৩৫৯

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রম ঃ বিষয় পৃষ্ঠা নং

৭. সঞ্চেতনা সুত্ত ---------- ৩৬০
৮. তৃষ্ণা সুত্ত ---------- ৩৬০
৯. ধাতু সুত্ত ---------- ৩৬১
১০. স্কন্ধ সুত্ত ---------- ৩৬১

সারিপুত্র সংযুক্ত

১. বিবেকজ সুত্ত ---------- ৩৬২
২. অবিতর্ক সুত্ত ---------- ৩৬৩
৩. প্রীতি সুত্ত ---------- ৩৬৩
৪. উপেক্ষা সুত্ত ---------- ৩৬৪
৫. আকাশ অনন্তায়তন সুত্ত ---------- ৩৬৪
৬. বিজ্ঞান অনন্তায়তন সুত্ত ---------- ৩৬৫
৭. আকিঞ্চনায়তন সুত্ত ---------- ৩৬৬
৮. নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন সুত্ত ---------- ৩৬৬
৯. নিরোধ সমাপত্তি সুত্ত ---------- ৩৬৭
১০. সূচিমুখী সুত্ত ---------- ৩৬৭

নাগ সংযুক্ত

১. শুদ্ধি সুত্ত ---------- ৩৭০
২. শ্রেষ্ঠতর সুত্ত ---------- ৩৭০
৩. উপোসথ সুত্ত ---------- ৩৭০
৪. দ্বিতীয়-উপোসথ সুত্ত ---------- ৩৭১
৫. তৃতীয়-উপোসথ সুত্ত ---------- ৩৭১
৬. চতুর্থ-উপোসথ সুত্ত ---------- ৩৭২
৭. শ্রবণ সুত্ত ---------- ৩৭৩
৮. দ্বিতীয়-শ্রবণ সুত্ত ---------- ৩৭৩
৯. তৃতীয়-শ্রবণ সুত্ত ---------- ৩৭৪
১০. চতুর্থ-শ্রবণ সুত্ত ---------- ৩৭৪
১১. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত ---------- ৩৭৫
২১. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত ---------- ৩৮১

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রম ঃ বিষয় পৃষ্ঠা নং

৩১. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত ---------- ৩৮৭
৪১. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত ---------- ৩৯৩

সুপর্ণ সংযুক্ত

১. শুদ্ধি সুত্ত ---------- ৪০০
২. হরণ সুত্ত ---------- ৪০০
৩. উভয়কারী সুত্ত ---------- ৪০০
৪. দ্বিতীয়-উভয়কারী সুত্ত ---------- ৪০১
৫. তৃতীয়-উভয়কারী সুত্ত ---------- ৪০২
৬. চতুর্থ-উভয়কারী সুত্ত ---------- ৪০২
৭. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত ---------- ৪০৩
১৭. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত ---------- ৪০৯
২৭. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত ---------- ৪১৫
৩৭. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত ---------- ৪২১

গন্ধর্বকায় সংযুক্ত

১. শুদ্ধি সুত্ত ---------- ৪২৮
২. সুচরিত সুত্ত ---------- ৪২৮
৩. মূলগন্ধ দাতা সুত্ত ---------- ৪২৯
৪. সারগন্ধ দাতা সুত্ত ---------- ৪২৯
৫. ফেগ্গুগন্ধ দাতা সুত্ত ---------- ৪৩০
৬. তচগন্ধ দাতা সুত্ত ---------- ৪৩১
৭. পপটিকগন্ধ দাতা সুত্ত ---------- ৪৩১
৮. পত্রগন্ধ দাতা সুত্ত ---------- ৪৩২
৯. পুষ্পগন্ধ দাতা সুত্ত ---------- ৪৩৩
১০. ফলগন্ধ দাতা সুত্ত ---------- ৪৩৩
১১. রসগন্ধ দাতা সুত্ত ---------- ৪৩৪
১২. গন্ধগন্ধ দাতা সুত্ত ---------- ৪৩৫
১৩. মূলগন্ধ দানুপকার সুত্ত ---------- ৪৩৫
২৩. সারগন্ধ দানুপকার সুত্ত ---------- ৪৪২
৩৩. ফেগ্গুগন্ধ দানুপকার সুত্ত ---------- ৪৪৯

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রম ঃ বিষয় পৃষ্ঠা নং

৪৩. তচগন্ধ দানুপকার সুত্ত ---- ৪৫৫
৫৩. পপটিকগন্ধ দানুপকার সুত্ত ---- ৪৬২
৬৩. পত্রগন্ধ দানুপকার সুত্ত ---- ৪৬৯
৭৩. পুষ্পগন্ধ দানুপকার সুত্ত ---- ৪৭৫
৮৩. ফলগন্ধ দানুপকার সুত্ত ---- ৪৮২
৯৩. রসগন্ধ দানুপকার সুত্ত ---- ৪৮৯
১০৩. গন্ধগন্ধ দানুপকার সুত্ত ---- ৪৯৫

বলাহক (মেঘ) সংযুক্ত

১. শুদ্ধি সুত্ত ---- ৫০৩
২. সুচরিত সুত্ত ---- ৫০৩
৩. শীতবলাহক দানুপকার সুত্ত ---- ৫০৪
১৩. উষ্ণবলাহক দানুপকার সুত্ত ---- ৫১০
২৩. অভ্রবলাহক দানুপকার সুত্ত ---- ৫১৬
৩৩. বায়ু-বলাহক দানুপকার সুত্ত ---- ৫২২
৪৩. বর্ষা-বলাহক দানুপকার সুত্ত ---- ৫২৮
৫৩. শীত-বলাহক সুত্ত ---- ৫৩২
৫৪. উষ্ণ-বলাহক সুত্ত ---- ৫৩৪
৫৫. অভ্র-বলাহক সুত্ত ---- ৫৩৪
৫৬. বায়ু-বলাহক সুত্ত ---- ৫৩৫
৫৭. বর্ষা-বলাহক সুত্ত ---- ৫৩৫

বচ্ছগোত্র সংযুক্ত

১. রূপ-অজ্ঞান সুত্ত ---- ৫৩৬
২. বেদনা-অজ্ঞান সুত্ত ---- ৫৩৭
৩. সংজ্ঞা-অজ্ঞান সুত্ত ---- ৫৩৭
৪. সংস্কার-অজ্ঞান সুত্ত ---- ৫৩৮
৫. বিজ্ঞান-অজ্ঞান সুত্ত ---- ৫৩৯
৬. রূপ-অদর্শন সুত্ত ---- ৫৪০
৭. বেদনা-অদর্শন সুত্ত ---- ৫৪১
৮. সংজ্ঞা-অদর্শন সুত্ত ---- ৫৪২

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রম ঃ বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৯. সংস্কার-অদর্শন সুত্ত	৫৪২
১০. বিজ্ঞান-অদর্শন সুত্ত	৫৪৩
১১. রূপ-অনুপলব্ধি সুত্ত	৫৪৪
১২. বেদনা-অনুপলব্ধি সুত্ত	৫৪৫
১৩. সংজ্ঞা-অনুপলব্ধি সুত্ত	৫৪৬
১৪. সংস্কার-অনুপলব্ধি সুত্ত	৫৪৭
১৫. বিজ্ঞান-অনুপলব্ধি সুত্ত	৫৪৭
১৬. রূপ অনুবোধহীন সুত্ত	৫৪৮
১৭. বেদনা অজ্ঞাত সুত্ত	৫৪৯
১৮. সংজ্ঞা অজ্ঞাত সুত্ত	৫৫০
১৯. সংস্কার অজ্ঞাত সুত্ত	৫৫১
২০. বিজ্ঞান অজ্ঞাত সুত্ত	৫৫২
২১. রূপে-অজ্ঞতা সুত্ত	৫৫২
২২. বেদনা মূর্খতা সুত্ত	৫৫৩
২৩. সংজ্ঞা মূর্খতা সুত্ত	৫৫৪
২৪. সংস্কার মূর্খতা সুত্ত	৫৫৫
২৫. বিজ্ঞান মূর্খতা সুত্ত	৫৫৬
২৬. রূপে-অন্তর্দৃষ্টিহীনতা সুত্ত	৫৫৭
২৭. বেদনা-অবিবেচনা সুত্ত	৫৫৭
২৮. সংজ্ঞা-অবিবেচনা সুত্ত	৫৫৮
২৯. সংস্কার-অবিবেচনা সুত্ত	৫৫৯
৩০. বিজ্ঞান-অবিবেচনা সুত্ত	৫৬০
৩১. রূপে-তীক্ষ্ণবুদ্ধিহীনতা সুত্ত	৫৬১
৩২. বেদনা-অপ্রভেদ সুত্ত	৫৬২
৩৩. সংজ্ঞা-অপ্রভেদ সুত্ত	৫৬৩
৩৪. সংস্কার-অপ্রভেদ সুত্ত	৫৬৩
৩৫. বিজ্ঞান-অপ্রভেদ সুত্ত	৫৬৪
৩৬. রূপে-সঠিক সংজ্ঞাহীনতা সুত্ত	৫৬৫
৩৭. বেদনা-সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতা সুত্ত	৫৬৬
৩৮. সংজ্ঞা-সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতা সুত্ত	৫৬৭

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রম ঃ বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩৯. সংস্কার-সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতা সুত্ত	৫৬৮
৪০. বিজ্ঞান-সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতা সুত্ত	৫৬৯
৪১. রূপ-বিচারহীনতা সুত্ত	৫৬৯
৪২. বেদনা-বিচারহীনতা সুত্ত	৫৭০
৪৩. সংজ্ঞা-বিচারহীনতা সুত্ত	৫৭১
৪৪. সংস্কার-বিচারহীনতা সুত্ত	৫৭২
৪৫. বিজ্ঞান-বিচারহীনতা সুত্ত	৫৭৩
৪৬. রূপে-অপ্রত্যবেক্ষণ	৫৭৪
৪৭. বেদনা-উপেক্ষণ সুত্ত	৫৭৪
৪৮. সংজ্ঞা-উপেক্ষণ সুত্ত	৫৭৫
৪৯. সংস্কার-উপেক্ষণ সুত্ত	৫৭৬
৫০. বিজ্ঞান-উপেক্ষণ সুত্ত	৫৭৭
৫১. রূপ-অপ্রত্যক্ষ কর্ম সুত্ত	৫৭৮
৫২. বেদনা-অপ্রত্যক্ষ কর্ম সুত্ত	৫৭৯
৫৩. সংজ্ঞা-অপ্রত্যক্ষ সুত্ত	৫৭৯
৫৪. সংস্কার-অপ্রত্যক্ষ সুত্ত	৫৮০
৫৫. বিজ্ঞান-অপ্রত্যক্ষ সুত্ত	৫৮১

ধ্যান-সংযুক্ত

১. সমাধিমূলক বিষয়ে সমাপত্তি সুত্ত	৫৮২
২. সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিতি সুত্ত	৫৮২
৩. সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান সুত্ত	৫৮৩
৪. সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা সুত্ত	৫৮৩
৫. সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণ সুত্ত	৫৮৪
৬. সমাধিমূলক বিষয়ে অন্বেষণ সুত্ত	৫৮৫
৭. সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত	৫৮৫
৮. সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত	৫৮৬
৯. সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত	৫৮৬
১০. সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত	৫৮৭
১১. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে স্থিতি সুত্ত	৫৮৮

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রম ঃ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১২.	সমাপত্তিমূলক বিষয়ে উত্থান সুত্ত	৫৮৮
১৩.	সমাপত্তিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা সুত্ত	৫৮৯
১৪.	সমাপত্তিমূলক বিষয়ে আরম্মণ সুত্ত	৫৮৯
১৫.	সমাপত্তিমূলক বিষয়ে অন্বেষণ সুত্ত	৫৯০
১৬.	সমাপত্তিমূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত	৫৯১
১৭.	সমাপত্তিমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত	৫৯১
১৮.	সমাপত্তিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত	৫৯২
১৯.	সমাপত্তিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত	৫৯২
২০.	স্থিতিমূলক বিষয়ে উত্থান সুত্ত	৫৯৩
২১.	স্থিতিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা সুত্ত	৫৯৪
২২.	স্থিতিমূলক বিষয়ে আরম্মণ সুত্ত	৫৯৪
২৩.	স্থিতিমূলক বিষয়ে অন্বেষণ সুত্ত	৫৯৫
২৪.	স্থিতিমূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত	৫৯৬
২৫.	স্থিতিমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত	৫৯৬
২৬.	স্থিতিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত	৫৯৭
২৭.	স্থিতিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত	৫৯৮
২৮.	উত্থানমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা সুত্ত	৫৯৮
২৯.	উত্থানমূলক বিষয়ে আরম্মণ সুত্ত	৫৯৯
৩০.	উত্থানমূলক বিষয়ে অন্বেষণ সুত্ত	৬০০
৩১.	উত্থানমূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত	৬০০
৩২.	উত্থানমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত	৬০১
৩৩.	উত্থানমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত	৬০২
৩৪.	উত্থানমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত	৬০২
৩৫.	প্রফুল্লতামূলক বিষয়ে আরম্মণ সুত্ত	৬০৩
৩৬.	প্রফুল্লতামূলক বিষয়ে অন্বেষণ সুত্ত	৬০৪
৩৭.	প্রফুল্লতামূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত	৬০৪
৩৮.	প্রফুল্লতামূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত	৬০৫
৩৯.	প্রফুল্লতামূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত	৬০৬
৪০.	প্রফুল্লতামূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত	৬০৬
৪১.	আরম্মণমূলক বিষয়ে অন্বেষণ সুত্ত	৬০৭

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রম ঃ বিষয় পৃষ্ঠা নং

৪২. আরম্মণমূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত ---------------------------- ৬০৮
৪৩. আরম্মণমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত ---------------------------- ৬০৮
৪৪. আরম্মণমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত ------------------------- ৬০৯
৪৫. আরম্মণমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত -------------------- ৬০৯
৪৬. অন্বেষণমূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত ---------------------------- ৬১০
৪৭. অন্বেষণমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত ---------------------------- ৬১১
৪৮. অন্বেষণমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত ------------------------- ৬১১
৪৯. অন্বেষণমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত -------------------- ৬১২
৫০. উদ্যমমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত ----------------------------- ৬১২
৫১. উদ্যমমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত -------------------------- ৬১৩
৫২. উদ্যমমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত --------------------- ৬১৪
৫৩. আগ্রহীমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত ------------------------- ৬১৪
৫৪. আগ্রহীমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত -------------------- ৬১৫
৫৫. অধ্যবসায়ীমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত ----------------- ৬১৫

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স

সংযুক্ত নিকায় (৩য় খণ্ড)

স্কন্ধ বর্গ

(রাধ সংযুক্ত– ধ্যান সংযুক্ত)

রাধ সংযুক্ত

১. প্রথম বর্গ (পঠম বগ্গো)

১. মার সুত্ত (মার সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৬০. অতঃপর আয়ুষ্মান রাধ[1] ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'মার, মার' বলা হইয়া থাকে, আসলে সেই মার কি?"

"হে রাধ! রূপ বিদ্যমান থাকিলে মার থাকিবে; অর্থাৎ মরিয়া যাইবে। তাহাই হইতেছে মার। সেই হেতু রাধ, তুমি রূপকে মার বলিয়া দর্শন কর, মারে বলিয়া দর্শন কর, মৃয়মান বলিয়া দর্শন কর, রোগ বলিয়া দর্শন কর,

---

[1]. আয়ুষ্মান রাধ হইলেন থেরগাথায় উল্লেখিত রাধ স্থবির। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বৃদ্ধকালে পুত্র-কন্যার দুর্ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইয়া "গৃহবাসে কি প্রয়োজন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব" বলিয়া প্রব্রজিত হন। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্রতাদি পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইবে ভাবিয়া প্রথমদিকে ভিক্ষুগণ তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন নাই। বুদ্ধ তাঁহার অর্হত্ত্ব লাভের হেতু দেখিয়া ধর্ম সেনাপতি সারীপুত্র স্থবিরকে দিয়া প্রব্রজ্যা করাইয়ে নেন। অর্হত্ত্ব লাভ করিবার পূর্বে আয়ুষ্মান রাধ ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া এ' সকল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করেন। ভগবানও তাঁহার সব কয়টি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। (Dictionary of pāli proper Names- Vol .II)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গণ্ড[১] বলিয়া দর্শন কর, শল্য বলিয়া দর্শন কর, দুঃখ বলিয়া এবং যাবতীয় দুঃখোৎপত্তির কারণ বলিয়া দর্শন কর। যাহারা ইহাকে এইভাবে দর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের দর্শন হয় সম্যক দর্শন।

হে রাধ! বেদনা বিদ্যমান থাকিলে মার থাকিবে; অর্থাৎ মরিয়া যাইবে। তাহাই হইতেছে মার। সেই হেতু রাধ, তুমি বেদনাকে মার বলিয়া দর্শন কর, মারে বলিয়া দর্শন কর, মৃয়মান বলিয়া দর্শন কর, রোগ বলিয়া দর্শন কর, গণ্ড বলিয়া দর্শন কর, শল্য বলিয়া দর্শন কর, দুঃখ বলিয়া এবং যাবতীয় দুঃখোৎপত্তির কারণ বলিয়া দর্শন কর। যাহারা ইহাকে এইভাবে দর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের দর্শন হয় সম্যক দর্শন।

হে রাধ! সংজ্ঞা বিদ্যমান থাকিলে মার থাকিবে: অর্থাৎ মরিয়া যাইবে। তাহাই হইতেছে মার। সেই হেতু রাধ, তুমি সংজ্ঞাকে মার বলিয়া দর্শন কর, মারে বলিয়া দর্শন কর, মৃয়মান বলিয়া দর্শন কর, রোগ বলিয়া দর্শন কর, গণ্ড বলিয়া দর্শন কর, শল্য বলিয়া দর্শন কর, দুঃখ বলিয়া এবং যাবতীয় দুঃখোৎপত্তির কারণ বলিয়া দর্শন কর। যাহারা ইহাকে এইভাবে দর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের দর্শন হয় সম্যক দর্শন।

হে রাধ! সংস্কার বিদ্যমান থাকিলে মার থাকিবে; অর্থাৎ মরিয়া যাইবে। তাহাই হইতেছে মার। সেই হেতু রাধ, তুমি সংস্কারকে মার বলিয়া দর্শন কর, মারে বলিয়া দর্শন কর, মৃয়মান বলিয়া দর্শন কর, রোগ বলিয়া দর্শন কর, গণ্ড বলিয়া দর্শন কর, শল্য বলিয়া দর্শন কর, দুঃখ বলিয়া এবং যাবতীয় দুঃখোৎপত্তির কারণ বলিয়া দর্শন কর। যাহারা ইহাকে এইভাবে দর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের দর্শন হয় সম্যক দর্শন।

হে রাধ! বিজ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে মার থাকিবে; অর্থাৎ মরিয়া যাইবে। তাহাই হইতেছে মার। সেই হেতু রাধ, তুমি বিজ্ঞানকে মার বলিয়া দর্শন কর, মারে বলিয়া দর্শন কর, মৃয়মান বলিয়া দর্শন কর, রোগ বলিয়া দর্শন কর, গণ্ড বলিয়া দর্শন কর, শল্য বলিয়া দর্শন কর, দুঃখ বলিয়া এবং যাবতীয় দুঃখোৎপত্তির কারণ বলিয়া দর্শন কর। যাহারা ইহাকে এইভাবে দর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের দর্শন হয় সম্যক দর্শন।"

"ভন্তে! সম্যক দর্শন অর্থে কি বুঝায়?" "রাধ, ইহা নির্বেদজ্ঞান অর্থে।" "ভন্তে! নির্বেদজ্ঞান অর্থে কি বুঝায় ?" "রাধ, ইহা বিরাগ অর্থে।"

---

১. আঘাতজনিত ফুলে যাওয়া।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! বিরাগ অর্থে কি বুঝায়?" "রাধ, ইহা বিমুক্তি অর্থে।" "ভন্তে! বিমুক্তি অর্থে কি বুঝায়?" "রাধ, ইহা নির্বাণ অর্থে।" "ভন্তে! নির্বাণ অর্থে কি বুঝায়?" "রাধ, তুমি প্রশ্নোত্তরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছ। তুমি এই প্রশ্নের উত্তর অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে না। কারণ ব্রহ্মচর্যকে নির্বাণে প্রতিষ্ঠিত বলা হয়। তাই নির্বাণগামীর নির্বাণেই অবসান, নিষ্পত্তি এবং সমাপ্তি জ্ঞাতব্য।"– [প্রথম সুত্ত]

২. সত্ত্ব সুত্ত (সত্তসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৬১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'সত্ত্ব, সত্ত্ব' বলা হয়; আসলে কি কারণেই বা সত্ত্ব বলা হইয়া থাকে?"

"হে রাধ! রূপের প্রতি যেই ছন্দ (আকাঙ্ক্ষা), রাগ (আসক্তি), নন্দী (আনন্দ), তৃষ্ণা তাহাতেই সত্ত্ব, বিসত্ত্ব বিদ্যমান। সেই হেতু সত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। বেদনার প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তাহাতেই সত্ত্ব, বিসত্ত্ব বিদ্যমান। সেই হেতু সত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। সংজ্ঞার প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তাহাতেই সত্ত্ব, বিসত্ত্ব বিদ্যমান। সেই হেতু সত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। সংস্কারের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তাহাতেই সত্ত্ব, বিসত্ত্ব বিদ্যমান। সেই হেতু সত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তাহাতেই সত্ত্ব, বিসত্ত্ব বিদ্যমান। সেই হেতু সত্ত্ব বলা হইয়া থাকে।"

"হে রাধ! যেমন ছোট ছোট বালক-বালিকারা ধূলি-বালি দ্বারা তৈয়ার করা গৃহ দিয়া আগ্রহের সহিত খেলিতে থাকে। যতদিন পর্যন্ত তাহাদের সেই ধূলি-বালি দিয়া তৈয়ারকৃত গৃহের প্রতি ছন্দ, রাগ, প্রেম, পিপাসা, দাহ এবং তৃষ্ণা অপগত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তাহারা ঐ (রকম) গৃহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া খেলা করতঃ ধনের ন্যায় আমার, আমার বলিয়া থাকে। কিন্তু, যেই দিন সেই বালক-বালিকাদের সে-সকল গৃহের প্রতি ছন্দ, রাগ, প্রেম, পিপাসা, দাহ এবং তৃষ্ণা অপসৃত হয়, সেই দিনই তাহারা ঐ গৃহ হস্ত-পদ দ্বারা ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, ছত্রভঙ্গ, ধ্বংস-বিধ্বংস করিয়া চিরতরে সেই খেলার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া থাকে; অবসান ঘটাইয়া থাকে। রাধ! ঠিক, এইভাবে তোমরাও রূপকে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, ছত্রভঙ্গ, ধ্বংস-বিধ্বংস

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া চিরতরে রূপের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া ফেল, অবসান ঘটাইয়া ফেল। এবং তৃষ্ণাক্ষয়ের নিমিত্তে সম্যক মার্গ অবলম্বন কর। বেদনাকে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, ছত্রভঙ্গ, ধ্বংস-বিধ্বংস করিয়া চিরতরে বেদনার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া ফেল, অবসান ঘটাইয়া ফেল। এবং তৃষ্ণাক্ষয়ের নিমিত্তে সম্যক মার্গ অবলম্বন কর। সংজ্ঞাকে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, ছত্রভঙ্গ, ধ্বংস-বিধ্বংস করিয়া চিরতরে সংজ্ঞার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া ফেল, অবসান ঘটাইয়া ফেল এবং তৃষ্ণাক্ষয়ের নিমিত্তে সম্যক মার্গ অবলম্বন কর। সংস্কারকে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, ছত্রভঙ্গ, ধ্বংস-বিধ্বংস করিয়া চিরতরে সংস্কারের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া ফেল, অবসান ঘটাইয়া ফেল। এবং তৃষ্ণক্ষয়ের নিমিত্তে সম্যক মার্গ অবলম্বন কর। বিজ্ঞানকে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, ছত্রভঙ্গ, ধ্বংস-বিধ্বংস করিয়া চিরতরে বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া ফেল, অবসান ঘটাইয়া ফেল। এবং তৃষ্ণাক্ষয়ের নিমিত্তে সম্যক মার্গ অবলম্বন কর। হে রাধ! তৃষ্ণাক্ষয়ই নির্বাণ।" –[দ্বিতীয় সুত্ত]

৩. ভবতৃষ্ণা সুত্ত (ভবনেত্তিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৬২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'ভবতৃষ্ণা নিরোধ, ভবতৃষ্ণা নিরোধ' বলা হয়; আসলে সেই ভবতৃষ্ণা কি এবং ভবতৃষ্ণা নিরোধ কি?"

"হে রাধ! রূপের প্রতি ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং উপাদানাসক্তি বশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয়; ইহাকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা। আর ইহার নিরোধকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা নিরোধ। বেদনার প্রতি ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং উপাদানাসক্তি বশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয়; ইহাকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা। আর ইহার নিরোধকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা নিরোধ। সংজ্ঞার প্রতি ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং উপাদানাসক্তি বশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয়; ইহাকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা। আর ইহার নিরোধকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা নিরোধ। সংস্কারের প্রতি ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং উপাদানাসক্তি বশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয়; ইহাকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা। আর ইহার নিরোধকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা নিরোধ। বিজ্ঞানের প্রতি ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং উপাদানাসক্তি বশে চিত্তে আশ্রয়ভূত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয়; ইহাকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা। আর ইহার নিরোধকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা নিরোধ।" –[তৃতীয় সুত্ত]

৪. পরিজ্ঞেয় সুত্ত (পরিঞ্ঞেয্যসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৬৩. আয়ুষ্মান রাধ ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে রাধ! আমি পরিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞা এবং পরিজ্ঞাত ব্যক্তির ধর্ম সম্বন্ধে দেশনা করিব। তুমি তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করিতেছি।" "হ্যাঁ, ভদন্ত" বলিয়া আয়ুষ্মান রাধ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

হে রাধ! পরিজ্ঞেয় ধর্ম কিরূপ? রাধ, রূপ পরিজ্ঞেয় ধর্ম, বেদনা পরিজ্ঞেয় ধর্ম, সংজ্ঞা পরিজ্ঞেয় ধর্ম, সংস্কার পরিজ্ঞেয় ধর্ম, বিজ্ঞান পরিজ্ঞেয় ধর্ম। রাধ, এইগুলিকে বলা হয় পরিজ্ঞেয় ধর্ম।

হে রাধ! পরিজ্ঞান কিরূপ? রাধ, রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয় জ্ঞানই পরিজ্ঞান। রাধ এই জ্ঞানকে বলা হয় পরিজ্ঞান।

হে রাধ! পরিজ্ঞাত[১] পুদ্গল কিরূপ? অর্হৎকে এইরূপ বলা হয়। যেই আয়ুষ্মানের এইরূপ নাম, এইরূপ গোত্র হইয়া থাকে– তাহাকে বলা হয় পরিজ্ঞাত ব্যক্তি।" –[চতুর্থ সুত্ত]

৫. শ্রমণ সুত্ত (সমণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৬৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান এইরূপ বলিলেন– "হে রাধ! উপাদান স্কন্ধ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? রূপ উপাদান স্কন্ধ, বেদনা উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ ও বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ।

হে রাধ! যেই যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের আস্বাদ (উপভোগ), আদীনব (উপদ্রব), নিঃসরণ (মুক্তি) সম্বন্ধে যথাযথ জানে না;

---

[১] পূর্ণজ্ঞানী ব্যক্তি। যাঁহার পরিপূর্ণ নির্দোষ জ্ঞান লাভ হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রমণদের মধ্যে শ্রমণসম্মত, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণসম্মত নহে। তাহারা শ্রমণত্ব, ব্রাহ্মণত্ব না জানিয়া দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি না করিয়াই অবস্থান করে। পুনশ্চ, রাধ! যেই যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ সম্বন্ধে যথাযথ জানেন; সেই সেই শ্রামণ-ব্রাহ্মণ শ্রমণদের মধ্যে শ্রমণসম্মত, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণসম্মত হন। তাহারা শ্রমণত্ব, ব্রাহ্মণত্ব জানিয়াই দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করিয়া অবস্থান করেন।"–[পঞ্চম সুত্ত]

৬. দ্বিতীয় শ্রমণ সুত্ত (দুতিয সমণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৬৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান এইরূপ বলিলেন– "হে রাধ! উপাদান স্কন্ধ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? রূপ উপাদান স্কন্ধ, বেদনা উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ, ও বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ।

হে রাধ! যেই যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের উৎপত্তি, তিরোধান (সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন), আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ সম্বন্ধে যথাযথ জানে না; সেই সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রমণদের মধ্যে শ্রমণসম্মত, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রহ্মণসম্মত নহে। তাহারা শ্রমণত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব না জানিয়া দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি না করিয়াই অবস্থান করে। পুনশ্চ, রাধ! যেই যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের উৎপত্তি, তিরোধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ সম্বন্ধে যথাযথ জানেন; সেই সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রমণদের মধ্যে শ্রমণসম্মত, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণসম্মত হন। তাহারা শ্রমণত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব জানিয়াই দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করিয়া অবস্থান করেন।" –[ষষ্ঠ সুত্ত]

৭. স্রোতাপন্ন সুত্ত (সোতাপন্নসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৬৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান এইরূপ বলিলেন– "হে রাধ! উপাদান স্কন্ধ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? রূপ উপাদান স্কন্ধ, বেদনা উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ ও বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে রাধ! যেহেতু আর্যশ্রাবক এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের উৎপত্তি, তিরোধান, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসারণ যথাযথ জানেন– সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, এবং অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ন বলিয়া কথিত হন।" –[সপ্তম সুত্ত]

৮. অরহত্ব সুত্ত (অরহন্ত সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৬৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান এইরূপ বলিলেন– "হে রাধ! উপাদান স্কন্ধ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? রূপ উপাদান স্কন্ধ, বেদনা উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ, বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ।

হে রাধ! যেহেতু ভিক্ষু এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের উৎপত্তি, তিরোধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথ জ্ঞাত হইয়া দৃঢ়াসক্তি বিমুক্ত হন– সেহেতু এই অর্হৎকে বলা হইয়া থাকে ক্ষীণাস্রব, ব্রতসম্পন্ন[১], কৃতকার্য, অপনীত[২]-ভার, সদর্থপ্রাপ্ত[৩], পরিক্ষীণ ভবসংযোজন ও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা বিমুক্ত।" –[অষ্টম সুত্ত]

৯. ছন্দরাগ সুত্ত (ছন্দরাগসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৬৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান এইরূপ বলিলেন– "হে রাধ! রূপের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তাহা পরিত্যাগ কর। এইভাবে সেই রূপ পরিত্যক্ত হইলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষ সদৃশ পুনর্ভবরহিত হইয়া ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না। বেদনার প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তাহা পরিত্যাগ কর। এইভাবে সেই বেদনা পরিত্যক্ত হইলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষ

---

১. যাহার আসবক্ষয়ের নিমিত্তে আর অন্য কোন কর্তব্য নাই। সকল কর্তব্য পরিপূর্ণ, সমাপ্ত হইয়াছে।

২. যাহার (জন্ম-জন্মান্তরের) সমস্ত দুঃখ ভার অপসৃত হইয়াছে। যিনি দুঃখ ভার থেকে বিমুক্ত হইয়াছেন।

৩. সদর্থ শব্দের অর্থ নিজের মঙ্গল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সদৃশ পুনর্ভবরহিত হইয়া ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না। সংজ্ঞার প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তাহা পরিত্যাগ কর। এইভাবে সেই সংজ্ঞা পরিত্যক্ত হইলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষ সদৃশ পুনর্ভবরহিত হইয়া ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না। সংস্কারের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তাহা পরিত্যাগ কর। এইভাবে সেই সংস্কার পরিত্যক্ত হইলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষ সদৃশ পুনর্ভবরহিত হইয়া ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না। বিজ্ঞানের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তাহা পরিত্যাগ কর। এইভাবে সেই বিজ্ঞান পরিত্যক্ত হইলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষ সদৃশ পুনর্ভবরহিত হইয়া ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না।" -[নবম সুত্ত]

১০. দ্বিতীয় ছন্দরাগ সুত্ত (দুতিয ছন্দরাগসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৬৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান এইরূপ বলিলেন- "হে রাধ! রূপের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তি বশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয় তাহা পরিত্যাগ কর। এইভাবে সেই রূপ পরিত্যক্ত হইলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষ সদৃশ পুনর্ভবরহিত হইয়া ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না। বেদনার প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তি বশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয় তাহা পরিত্যাগ কর। এইভাবে সেই বেদনা পরিত্যক্ত হইলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষ সদৃশ পুনর্ভবরহিত হইয়া ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না। সংজ্ঞার প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তি বশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয় তাহা পরিত্যাগ কর। এইভাবে সেই সংজ্ঞা পরিত্যক্ত হইলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষ সদৃশ পুনর্ভবরহিত হইয়া ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না। সংস্কারের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তি বশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয় তাহা পরিত্যাগ কর। এইভাবে সেই সংস্কার পরিত্যক্ত হইলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষ সদৃশ পুনর্ভবরহিত হইয়া ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না। বিজ্ঞানের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তি বশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয় তাহা পরিত্যাগ কর। এইভাবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই বিজ্ঞান পরিত্যক্ত হইলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষ সদৃশ পুনর্ভবরহিত হইয়া ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না।" –[দশম সুত্ত]

রাধ সংযুক্তের প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় বর্গ (দুতিয বগ্গো)

১. মার সুত্ত (মার সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৭০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'মার, মার' বলা হয়; আসলে সেই মার কি?"

"হে রাধ! রূপ মার, বেদনা মার, সংজ্ঞা মার, সংস্কার মার, বিজ্ঞান মার। রাধ, এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন (অর্থাৎ বিমুক্ত হইয়াছি বলিয়া জানেন)। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহ জীবনে আসব ক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[প্রথম সুত্ত]

২. মারধর্ম সুত্ত (মারধম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৭১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'মারধর্ম, মারধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই মারধর্ম কি রূপ?"

"হে রাধ! রূপ মারধর্ম, বেদনা মারধর্ম, সংজ্ঞা মারধর্ম, সংস্কার মারধর্ম, বিজ্ঞান মারধর্ম। রাধ, এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহ জীবনে আসব ক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[দ্বিতীয় সুত্ত]

৩. অনিত্য সুত্ত (অনিচ্চ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৭২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'অনিত্য, অনিত্য' বলা হয়; আসলে সেই অনিত্য কি?"

"হে রাধ! রূপ অনিত্য, বেদনা অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কার অনিত্য, বিজ্ঞান অনিত্য। রাধ, এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে, এবং ইহ জীবনে আসব ক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[তৃতীয় সুত্ত]

৪. অনিত্যধর্ম সুত্ত (অনিচ্চধম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৭৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'অনিত্য ধর্ম, অনিত্য ধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই অনিত্য ধর্ম কিরূপ?"

"হে রাধ! রূপ অনিত্য ধর্ম, বেদনা অনিত্য ধর্ম, সংজ্ঞা অনিত্য ধর্ম, সংস্কার অনিত্য ধর্ম, বিজ্ঞান অনিত্য ধর্ম। রাধ, এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহ জীবনে আসব ক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[চতুর্থ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. দুঃখ সুত্ত (দুক্‌খসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৭৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'দুঃখ, দুঃখ' বলা হয়; আসলে সেই দুঃখ কিরূপ?"

"হে রাধ! রূপ দুঃখ, বেদনা দুঃখ, সংজ্ঞা দুঃখ, সংস্কার দুঃখ, বিজ্ঞান দুঃখ। রাধ, এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহ জীবনে আসব ক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[পঞ্চম সুত্ত]

৬. দুঃখ ধর্ম সুত্ত (দুক্‌খধম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৭৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'দুঃখ ধর্ম, দুঃখ ধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই দুঃখ ধর্ম কিরূপ?"

"হে রাধ! রূপ দুঃখ ধর্ম, বেদনা দুঃখ ধর্ম, সংজ্ঞা দুঃখ ধর্ম, সংস্কার দুঃখ ধর্ম, বিজ্ঞান দুঃখ ধর্ম। রাধ, এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহ জীবনে আসব ক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[ষষ্ঠ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. অনাত্ম সুত্ত (অনত্ত সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৭৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'অনাত্ম, অনাত্ম' বলা হয়; আসলে সেই অনাত্ম কিরূপ?"

"হে রাধ! রূপ অনাত্ম, বেদনা অনাত্ম, সংজ্ঞা অনাত্ম, সংস্কার অনাত্ম, বিজ্ঞান অনাত্ম। রাধ, এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহ জীবনে আসব ক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[সপ্তম সুত্ত]

৮. অনাত্ম ধর্ম সুত্ত (অনত্তধম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৭৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'অনাত্ম ধর্ম, অনাত্ম ধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই অনাত্ম ধর্ম কি?"

"হে রাধ! রূপ অনাত্ম ধর্ম, বেদনা অনাত্ম ধর্ম, সংজ্ঞা অনাত্ম ধর্ম, সংস্কার অনাত্ম ধর্ম, বিজ্ঞান অনাত্ম ধর্ম। রাধ, এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহ জীবনে আসব ক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[অষ্টম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. ক্ষয়ধর্ম সুত্ত (খযধম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৭৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'ক্ষয়ধর্ম, ক্ষয়ধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই ক্ষয়ধর্ম কি?"

"হে রাধ! রূপ ক্ষয়ধর্ম, বেদনা ক্ষয়ধর্ম, সংজ্ঞা ক্ষয়ধর্ম, সংস্কার ক্ষয়ধর্ম, বিজ্ঞান ক্ষয়ধর্ম। রাধ, এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহ জীবনে আসব ক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[নবম সুত্ত]

১০. ব্যয়ধর্ম সুত্ত (বযধম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৭৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'ব্যয়ধর্ম, ব্যয়ধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই ব্যয়ধর্ম কি?"

"হে রাধ! রূপ ব্যয়ধর্ম, বেদনা ব্যয়ধর্ম, সংজ্ঞা ব্যয়ধর্ম, সংস্কার ব্যয়ধর্ম, বিজ্ঞান ব্যয়ধর্ম। রাধ, এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহ জীবনে আসব ক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[দশম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১. সমুদয়ধর্ম সুত্ত (সমুদযধম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৮০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'সমুদয়ধর্ম, সমুদয়ধর্ম' বলা হয়: আসলে সেই সমুদয়ধর্ম কি?"

"হে রাধ! রূপ সমুদয়ধর্ম, বেদনা সমুদয়ধর্ম, সংজ্ঞা সমুদয়ধর্ম, সংস্কার সমুদয়ধর্ম, বিজ্ঞান সমুদয়ধর্ম। রাধ, এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহ জীবনে আসব ক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[একাদশ সুত্ত]

১২. নিরোধধর্ম সুত্ত (নিরোধধম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৮১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে! 'নিরোধধর্ম, নিরোধধর্ম' বলা হয়: আসলে সেই নিরোধধর্ম কি?"

"হে রাধ! রূপ নিরোধধর্ম, বেদনা নিরোধধর্ম, সংজ্ঞা নিরোধধর্ম, সংস্কার নিরোধধর্ম, বিজ্ঞান নিরোধধর্ম। রাধ, এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহ জীবনে আসব ক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[দ্বাদশ সুত্ত]

রাধ সংযুক্তের দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. যাচঞা বর্গ (আযাচন বগ্গো)

১-১১. মারাদি সুত্ত-একাদশ (মারাদিসুত্ত-একাদসকং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৮২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন– "ভন্তে! ভগবান, আমার দীর্ঘকাল হিতসুখ মঙ্গলার্থে সংক্ষিপ্ত ভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন; যাহাতে আমি ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া একাকী জনমানবশূন্য অরণ্যে নির্জনবাসী, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ইত্যাদি গুণে গুণবান হইয়া তৃষ্ণাক্ষয়কর নির্বাণগত চিত্তে অবস্থান করিতে পারি।"

"হে রাধ! যাহা মার; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। হে রাধ, সেই মার কি? রাধ, রূপ মার; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা মার; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা মার; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার মার; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান মার; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৮৩. "হে রাধ! যাহা মারধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই মারধর্ম কি? রাধ, রূপ মারধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা মারধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা মারধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার মারধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান মারধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৮৪. "হে রাধ! যাহা অনিত্য; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে রাধ! সেই অনিত্য কি? রাধ, রূপ অনিত্য; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনিত্য; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা অনিত্য; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার অনিত্য; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান অনিত্য; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৮৫. "হে রাধ! যাহা অনিত্য ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই অনিত্যধর্ম কি? রাধ, রূপ অনিত্যধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনিত্যধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা অনিত্যধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার অনিত্যধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান অনিত্যধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৮৬. "হে রাধ! যাহা দুঃখ; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই দুঃখ কি? রাধ, রূপ দুঃখ; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা দুঃখ; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা দুঃখ; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার দুঃখ; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান দুঃখ; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৮৭. "হে রাধ! যাহা দুঃখধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই দুঃখধর্ম কি? রাধ, রূপ দুঃখধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা দুঃখধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা দুঃখধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উচিত। সংস্কার দুঃখধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান দুঃখধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৮৮. "হে রাধ! যাহা অনাত্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই অনাত্ম কি? রাধ, রূপ অনাত্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনাত্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা অনাত্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার অনাত্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান অনাত্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৮৯. "হে রাধ! যাহা অনাত্মধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই অনাত্মধর্ম কি? রাধ, রূপ অনাত্মধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনাত্মধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা অনাত্মধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার অনাত্মধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান অনাত্মধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৯০. "হে রাধ! যাহা ক্ষয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই ক্ষয়ধর্ম কি? রাধ, রূপ ক্ষয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা ক্ষয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা ক্ষয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার ক্ষয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান ক্ষয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯১. "হে রাধ! যাহা ব্যয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই ব্যয়ধর্ম কি? রাধ, রূপ ব্যয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা ব্যয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা ব্যয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার ব্যয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান ব্যয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৯২. "হে রাধ! যাহা সমুদয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই সমুদয়ধর্ম কি? রাধ, রূপ সমুদয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা সমুদয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা সমুদয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার সমুদয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান সমুদয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।" –[প্রথম-একাদশ সুত্ত]

১২. নিরোধধর্ম সুত্ত (নিরোধধম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৯৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন– "ভন্তে! ভগবান আমার দীর্ঘকাল হিতসুখ মঙ্গলার্থে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন; যাহাতে আমি ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া একাকী জনমানবশূন্য অরণ্যে নির্জনবাসী, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ইত্যাদি গুণে গুণবান হইয়া তৃষ্ণাক্ষয়কর নির্বাণগত চিত্তে অবস্থান করিতে পারি।"

"হে রাধ! যাহা নিরোধধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই নিরোধধর্ম কি? রাধ, রূপ নিরোধধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা নিরোধধর্ম;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা নিরোধধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার নিরোধধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান নিরোধধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।" –[দ্বাদশ সূত্র]

জিজ্ঞাসা বর্গ সমাপ্ত।

৪. সন্নিকট বর্গ (উপনিসিন্ন বগ্গো)

১-১১. মারাদি সুত্ত-একাদশ (মারাদিসুত্ত-একাদসকং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

১৯৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান এইরূপ বলিলেন– "হে রাধ! যাহা মার; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই মার কি? রাধ, রূপ মার; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা মার; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা মার; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার মার; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান মার; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

হে রাধ! যাহা মার; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

১৯৫. "হে রাধ! যাহা মারধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই মারধর্ম কি? রাধ, রূপ মারধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা মারধর্ম; তাহাতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা মারধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার মারধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান মারধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

হে রাধ! যাহা মারধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৯৬. "হে রাধ! যাহা অনিত্য; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই অনিত্য কি? রাধ, রূপ অনিত্য; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনিত্য; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা অনিত্য; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার অনিত্য; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান অনিত্য; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! যাহা অনিত্য; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৯৭. "হে রাধ! যাহা অনিত্যধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই অনিত্যধর্ম কি? রাধ, রূপ অনিত্যধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনিত্যধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা অনিত্যধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার অনিত্যধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান অনিত্যধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! যাহা অনিত্য ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৯৮. "হে রাধ! যাহা দুঃখ; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে রাধ! সেই দুঃখ কি? রাধ, রূপ দুঃখ; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা দুঃখ; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা দুঃখ; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার দুঃখ; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান দুঃখ; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! যাহা দুঃখ; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৯৯. "হে রাধ! যাহা দুঃখধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই দুঃখধর্ম কি? রাধ, রূপ দুঃখধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা দুঃখধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা দুঃখধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার দুঃখধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান দুঃখধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! যাহা দুঃখধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

২০০. "হে রাধ! যাহা অনাত্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই অনাত্ম কি? রাধ, রূপ অনাত্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনাত্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা অনাত্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার অনাত্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান অনাত্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! যাহা অনাত্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০১. "হে রাধ! যাহা অনাত্মধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই অনাত্মধর্ম কি? রাধ, রূপ অনাত্মধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনাত্মধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা অনাত্মধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার অনাত্মধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান অনাত্মধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

যাহা অনাত্মধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

২০২. "হে রাধ! যাহা ক্ষয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই ক্ষয়ধর্ম কি? রাধ, রূপ ক্ষয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা ক্ষয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা ক্ষয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার ক্ষয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান ক্ষয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! যাহা ক্ষয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

২০৩. "হে রাধ! যাহা ব্যয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই ব্যয়ধর্ম কি? রাধ, রূপ ব্যয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা ব্যয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা ব্যয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার ব্যয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান ব্যয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে রাধ! যাহা ব্যয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।"

২০৪. "হে রাধ! যাহা সমুদয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই সমুদয়ধর্ম কি? রাধ, রূপ সমুদয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা সমুদয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা সমুদয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার সমুদয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান সমুদয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! যাহা সমুদয়ধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।" –[প্রথম-একাদশ সুত্ত]

১২. নিরোধধর্ম সুত্ত (নিরোধধম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২০৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান এইরূপ বলিলেন– "হে রাধ! যাহা নিরোধধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! সেই নিরোধধর্ম কি? রাধ, রূপ নিরোধধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা নিরোধধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা নিরোধধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার নিরোধধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান নিরোধধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ! যাহা নিরোধধর্ম; তাহাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।" –[দ্বাদশ সুত্ত]

সন্নিকট বর্গ সমাপ্ত।

রাধ সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দৃষ্টি সংযুক্ত

১. স্রোতাপত্তি বর্গ (স্রোতাপত্তি বগ্গো)

১. বাতাস সুত্ত (বাতসুত্তং)

২০৬. এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে[১] অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন– "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ

---

[১]. শ্রাবস্তীর (বর্তমান নাম সায়েট-মায়েট) প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক জেত নামক রাজ কুমারের রমনীয় উদ্যান আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রায় আচ্ছাদিত করিয়া তাহার বিনিময়ে ক্রয় করতঃ সেখানে একখানা সুরম্য বিহার করিয়া বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন। জেত রাজকুমারের উদ্যানে নির্মিত হইয়াছিল বিধায় বিহারটি 'জেতবন' নামে খ্যাত হয়। এই বিহারের জন্য শ্রেষ্ঠীর সর্বমোট চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

"জেতবন বিহার দানের দৃশ্য ভারহুতে খোদিত আছে। সেখানে এই শিলালিপিও দৃষ্ট হয়ঃ 'জেতবনে অনধপেডিকে দেতি কোটিসংথতেন কেত'।" –মহামানব গৌতম বুদ্ধ, পৃষ্ঠা-১৬২

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'।"

তাহা হইলে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়, যথা- দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়- সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।"- [প্রথম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. ইহা আমার সুত্ত (এতংমমসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২০৭. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।'

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা- দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়– সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[দ্বিতীয় সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. সেই আত্মা সুত্ত (সো-অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২০৮. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, ' 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় – 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা. সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা. সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা- দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়- যেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" -[তৃতীয় সুত্ত]

৪. আমি থাকিবো না সুত্ত (নো চ মে সিযাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২০৯. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন-

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' "সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'অনুগত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা হইবে না, আমার হইবে না এবং ভবিষ্যতেও ইহা হইবে না, আমার হইবে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা– দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়– সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[চতুর্থ সুত্ত]

৫. দানে ফল নাই সুত্ত (নত্থিদিন্নসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২১০. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক[১] নাই, পরলোক[২] নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত

---

১. পূর্ব জন্মের কৃত কর্মের ফল স্বরূপ ইহলোক নহে বা ইহলোক নাই।

২. বর্তমান জন্মের কৃত কর্মের ফলস্বরূপ পরলোক হইবে না বা পরলোক নাই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না?'

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়—চতুর্মহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। আপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'? "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?"
"না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা– দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়– সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[পঞ্চম সুত্ত]

৬. করো সুত্ত (করোতোসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২১১. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম[১], সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

---

[১]. কুকর্ম হইতে মনোনিবৃত্তি। কুকর্ম সম্পাদন না করিতে চিত্তকে শাসন করা, দমন করা। ভালোকর্মে চিত্তকে বশীভূত করণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুদ্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারীরিক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা– দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়– সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[ষষ্ঠ সুত্ত]

৭. হেতু সুত্ত (হেতুসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২১২. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা— দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়— সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[সপ্তম সুত্ত]

৮. মহাদৃষ্টি সুত্ত (মহাদিট্ঠিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২১৩. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ[১], অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ[২], অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন,

---

১. যাহা কোন আদেশ বিশেষ দ্বারা সৃষ্ট নয়।

২. অনুভূতিহীন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, না সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম[১] এবং অর্দ্ধকর্ম[২]ও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী[৩] পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি[৪], অষ্ট পুরুষ[৫]-ভূমি, উনপঞ্চাশ শত জীবিকা, উনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, উনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও

---

১. কর্ম বলিতে এইখানে কায়িক ও বাচনিক কর্মকে একত্রে ধরা হইয়াছে। –অট্ঠকথা

২. অর্দ্ধকর্ম বলিতে মানসিক কর্মকে ধরা হইয়াছে। – অট্ঠকথা

৩. একটি কল্পে চৌষট্টিটা অন্তরকল্প থাকে। তাহারা বাষট্টিটা সম্বন্ধে জ্ঞাত, অপর দুইটি তাহাদের অজ্ঞাত। তাই বাষট্টি অন্তরকল্পের হিসাব করিয়া থাকে। – সংযুক্ত নিকায় অট্ঠকথা

৪. ষড়বিধ অভিজাতি– (১) কৃষ্ণাভিজাতি (ব্যাধ, চোর প্রভৃতি কয়েদি প্রভৃতি কৃষ্ণকর্মা), (২) নীলাভিজাতি (ভিক্ষু, প্রব্রজিত প্রভৃতি, কণ্টকময় বৃত্তিধারী), (৩) লোহিতাজাতি (একবস্ত্র পরিধান ধারী নিগ্রন্থ সন্ন্যাসী), (৪) হরিদ্রাতিজাতি (শ্বেত বস্ত্র পরিধানকারী গৃহী অচেলক শ্রাবক), (৫) শুক্লাভিজাতি (আজীবক সন্ন্যাসী), (৬) পরম শুক্লাভিজাতি (নন্দবচ্ছ, কৃশ সাংকৃত্য ও মক্ষলি গোসাল প্রমুখ তীর্থিয়গণ)। –সংযুক্ত নিকায় অট্ঠকথা

৫. অষ্ট পুরুষ-ভূমি– মানুষের অষ্টবিধ ভূমি বা অবস্থা। যথা- (১) মন্দভূমি (মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্তের সময় প্রাপ্ত দুঃখে শিশু যে জন্মের সপ্তম দিবস পর্যন্ত ভোঁতা অবস্থায় থাকে, সেই সময়), (২) খিড্ডাভূমি (দুর্গতি হইতে আগতরা ক্রন্দন, চিৎকার করে আর সুগতি হইতে আগতরা সেই সুখের কথা স্মরণ করিয়া সহাস্য থাকে– এইভাবে খেলার সময়), (৩) বীমংসকভূমি (মাতা-পিতার হস্ত পদ ও খাট, চেয়ার প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া পদ নিক্ষেপণের সময়), (৪) উজ্জুগতভূমি (হাঁটিতে সক্ষম সময়), (৫) সেখভূমি (বিদ্যা শিক্ষা করিবার সময়), (৬) সমণভূমি (গৃহত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস সময়), (৭) জাননভূমি (আচার্যকে সেবা করতঃ তাহার নিকট হইতে অভিজ্ঞাত গ্রহণ সময়), (৮) পন্নভূমি (শ্রমণের অলাভ বা পতিত সময়)। –সংযুক্ত নিকায় অট্ঠকথা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে- এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন-

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন: একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ষাট সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্ত কল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্ত রকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্ত কল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্ত রকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, উনপঞ্চাশ শত জীবিকা, উনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, উনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না: উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে: একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন: একে অপরের বিরোধী: একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, উনপঞ্চাশ শত জীবিকা, উনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, উনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে- এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত,

visit: http://www.buddhistdownload.com

তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে-এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে–এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা– দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়– সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[অষ্টম সুত্ত]

৯. শাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত (সস্সদিট্ঠিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২১৪. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে,'লোক (জগত) শাশ্বত'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' সংস্কারের উপস্থিতিতে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হইবে 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা– দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়– সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[নবম সুত্ত]

১০. অশাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত
(অসস্সতদিট্ঠিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২১৫. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা— দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়— সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[দশম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১. অন্তবান সুত্ত (অন্তবাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২১৬. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান (সীমিত)'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' "সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা– দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়– সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[একাদশ সুত্ত]

১২. অনন্তবান সুত্ত (অনন্তবাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২১৭. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' "সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়: যথা– দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়– সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[দ্বাদশ সুত্ত]

১৩. যেই জীব সেই শরীর সুত্ত
(তংজীবং তংসরীরং সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২১৮. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর: উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' "সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা– দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়– সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[ত্রয়োদশ সুত্ত]

১৪. জীব এক শরীর অন্য সুত্ত
(অঞ্ঞংজীবং-অঞ্ঞংসরীরংসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২১৯. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' "সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা– দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[চতুর্দশ সুত্ত]

১৫. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে সুত্ত (হোতিতথাগতো সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২২০. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়। যথা– দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[পঞ্চদশ সুত্ত]

১৬. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না সুত্ত (নহোতি তথাগতোসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২২১. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়। যথা– দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[ষষ্ঠদশ সুত্ত]

১৭. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, থাকে না সুত্ত
(হোতি চ ন চ হোতি তথাগতো সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২২২. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা– দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[সপ্তদশ সুত্ত]

১৮. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাহাও নহে সুত্ত (নেবহোতি ন ন হোতি তথাগতো সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২২৩. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।"

"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"যাহা এইরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তাহা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা– দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়–সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হন।" –[অষ্টাদশ সুত্ত]

স্রোতাপত্তি বর্গ সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় গমন বর্গ (দুতিযগমন বগ্গো)

১. বাতাস সুত্ত (বাতসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২২৪. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞার তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'।"

"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে '?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।"
–[প্রথম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. ইহা আমার সুত্ত (এতংমমসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২২৫. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞার তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'।"

"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'।" –[দ্বিতীয় সুত্ত]

৩. সেই আত্মা সুত্ত (সো-অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২২৬. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞার তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।"

"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা ও জগৎ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত এবং মৃত্যুর পর আমি অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।"–[তৃতীয় সুত্ত]

৪. আমি থাকিবো না সুত্ত (নো চ মে সিযাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২২৭. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞার তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।"

"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।" –[চতুর্থ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. দানে ফল নাই সুত্ত (নত্থিদিন্নসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২২৮. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না?'

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞার তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।"

"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?"

"না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চতুর্মহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যক্প্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।" –[পঞ্চম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. করো সুত্ত (করোতোসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২২৯. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাওও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।" -[ষষ্ঠ সুত্ত]

৭. হেতু সুত্ত (হেতুসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৩০. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।" –[সপ্তম সুত্ত]

৮. মহাদৃষ্টি সুত্ত (মহাদিট্‌ঠিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৩১. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, উনপঞ্চাশ শত জীবিকা, উনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, উনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে— এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে—এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে— এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অৰ্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, উনপঞ্চাশ শত জীবিকা, উনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, উনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে—এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না: উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে-এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।" –[অষ্টম সুত্ত]

৯. শাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত (সস্‌সদিট্‌ঠিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৩২. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে,'লোক (জগত) শাশ্বত'?

ভন্তে! ভগবান হইলেন আমাদের ধর্মের উৎসস্থল, পথ প্রদর্শক এবং ধর্মের ভাণ্ডার। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশিত করুক। যাহা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এখন তাহা দেশনা করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন—

হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হইবে 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।" –[নবম সুত্ত]

১০. অশাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত
(অসস্সতদিট্ঠিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৩৩. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'?"

ভন্তে! ভগবান হইলেন আমাদের ধর্মের উৎসস্থল, পথ প্রদর্শক এবং ধর্মের ভাণ্ডার। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশিত করুক। যাহা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি এখন তাহা দেশনা করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।" –[দশম সুত্ত]

১১. অন্তবান সুত্ত (অন্তবাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৩৪. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান (সীমিত)'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।"

সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।" –[একাদশ সুত্ত]

১২. অনন্তবান সুত্ত (অনন্তবাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৩৫. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' বিজ্ঞানের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।" –[দ্বাদশ সুত্ত]

১৩. যেই জীব সেই শরীর সুত্ত
(তংজীবং তংসরীরং সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৩৬. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' "সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'।" –[ত্রয়োদশ সুত্ত]

১৪. জীব এক শরীর অন্য সুত্ত
(অঞঞংজীবং-অঞঞংসরীরংসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৩৭. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।" –[চতুর্দশ সুত্ত]

১৫. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে সুত্ত
(হোতিতথাগতো সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৩৮. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।" –[পঞ্চদশ সুত্ত]

১৬. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না সুত্ত (নহোতি তথাগতোসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৩৯. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' "সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।" –[ষষ্ঠদশ সুত্ত]

১৭. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, থাকে না সুত্ত
(হোতি চ ন চ হোতি তথাগতো সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৪০. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।" –[সপ্তদশ সুত্ত]

১৮. অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাহাও নহে সুত্ত (নেবহোতি ন ন হোতি তথাগতো সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৪১. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।" –[অষ্টাদশ সুত্ত]

১৯. আত্মা রূপী সুত্ত (রূপী-অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৪২. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত ইহবার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য[১] অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

---

[১]. অরোগা তি নিচ্চং-প-সূ.।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" —[ঊনবিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০. আত্মা অরূপী সুত্ত (অরূপী-অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৪৩. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" –[বিংশতি সুত্ত]

২১. আত্মা রূপী ও অরূপী সুত্ত (রূপীচ-অরূপীচ অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৪৪. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" –[একবিংশতি সুত্ত]

২২. আত্মা নৈবরূপী-নারূপী সুত্ত
(নেবারূপীনারূপী-অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৪৫. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী (অরূপীও নহে, রূপীও নহে) এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" —[দ্বাবিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৩. একান্ত সুখী সুত্ত (একান্তসুখী সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৪৬. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"
"না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"
–[ত্রয়োবিংশতি সুত্ত]

২৪. একান্ত দুঃখী সুত্ত (একান্তদুক্খী সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৪৭. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" –[চতুর্বিংশতি সুত্ত]

২৫. সুখ-দুঃখী সুত্ত (সুখদুঃখী সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৪৮. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" –[পঞ্চবিংশতি সুত্ত]

২৬. না-দুঃখী না-সুখী সুত্ত
(অদুক্খমসুখী সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৪৯. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" —[ষষ্ঠবিংশতি সুত্ত]

দ্বিতীয় গমন বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. তৃতীয় গমন বর্গ (ততিযগমন বগ্গো)

১. বাতাস বহে না সুত্ত (ন বাতসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৫০. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'।" –[প্রথম সুত্ত]

২. ইহা আমার সুত্ত (এতংমমসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৫১. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন-করিয়া ধারণ করিবেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞার তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'।"

"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'।" –[দ্বিতীয় সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. সেই আত্মা সুত্ত (সো-অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৫২. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা. সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞার তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।"

"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা ও জগৎ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত এবং মৃত্যুর পর আমি অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হইবে 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।" –[তৃতীয় সুত্ত]

৪. আমি থাকিবো না সুত্ত (নো চ মে সিযাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৫৩. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞার তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি থাকিবো না।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।"

"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।" –[চতুর্থ সুত্ত]

৫. দানে ফল নাই সুত্ত (নত্থিদিন্নসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৫৪. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না?'

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞার তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।"

"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।" –[পঞ্চম সুত্ত]

৬. করো সুত্ত (করোতোসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৫৫. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।" –[ষষ্ঠ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. হেতু সুত্ত (হেতুসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৫৬. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।" –[সপ্তম সুত্ত]

৮. মহাদৃষ্টি সুত্ত (মহাদিট্ঠিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৫৭. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় একাকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে— এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না: উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না: তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে-এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে—এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, যড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, উনপঞ্চাশ শত জীবিকা, উনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, উনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্ত সাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।" –[অষ্টম সুত্ত]

৯. শাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত (সস্সদিট্ঠিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৫৮. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে,'লোক (জগত) শাশ্বত'?

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হইবে 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক শাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।" -[নবম সুত্র]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. অশাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত (অসস্সতদিট্ঠিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৫৯. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অশাশ্বত'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।" –[দশম সুত্ত]

১১. অন্তবান সুত্ত (অন্তবাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৬০. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান (সীমিত)'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' "সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।"

সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।" -[একাদশ সুত্ত]

১২. অনন্তবান সুত্ত (অনন্তবাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৬১. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন-

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' সংজ্ঞার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' "সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'লোক অনন্তবান'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।" –[দ্বাদশ সুত্ত]

১৩. যেই জীব সেই শরীর সুত্ত
(তংজীবং তংসরীরং সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৬২. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' "সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যে জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যে জীব সেই শরীর'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'।" –[ত্রয়োদশ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪. জীব এক শরীর অন্য সুত্ত
(অঞ্ঞংজীবং-অঞ্ঞংসরীরংসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৬৩. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।" –[চতুর্দশ সুত্ত]

১৫. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে সুত্ত (হোতিতথাগতো সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৬৪. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।" –[পঞ্চদশ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না সুত্ত
(নহোতি তথাগতোসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৬৫. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।" –[ষষ্ঠদশ সুত্ত]

১৭. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে কি থাকে না সুত্ত (হোতি চ ন চ হোতি তথাগতো সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৬৬. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।" –[সপ্তদশ সুত্ত]

১৮. অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাহাও নহে সুত্ত (নেবহোতি ন ন হোতি তথাগতো সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৬৭. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' "সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।" –[অষ্টাদশ সুত্ত]

১৯. আত্মা রূপী সুত্ত (রূপী-অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৬৮. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত ইহবার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" –[ঊনবিংশতি সুত্র]

২০. আত্মা অরূপী সুত্র (অরূপী-অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৬৯. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" –[বিংশতি সুত্ত]

২১. আত্মা রূপী ও অরূপী সুত্ত
(রূপীচ-অরূপীচ অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৭০. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" –[একবিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২২. আত্মা নৈবরূপী-নারূপী সুত্ত
(নেবারূপীনারূপী-অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৭১. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" –[দ্বাবিংশতি সুত্ত]

২৩. একান্ত সুখী সুত্ত (একান্তসুখী সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৭২. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী' এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" –[ত্রয়োবিংশতি সুত্ত]

২৪. একান্ত দুঃখী সুত্ত (একান্তদুক্খী সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৭৩. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" -[চতুর্বিংশতি সুত্ত]

২৫. সুখ-দুঃখী সুত্ত (সুখদুঃখী সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৭৪. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন-

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" –[পঞ্চবিংশতি সুত্ত]

২৬. না-দুঃখী না-সুখী সুত্ত
(অদুক্খমসুখী সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৭৫. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?" "না ভন্তে, এইরূপ হইবে না।"

"ভিক্ষুগণ! যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" –[ষষ্ঠবিংশতি সুত্ত]

তৃতীয় গমন বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. চতুর্থ গমন বর্গ (চতুত্থগমন বগ্গো)

১. বাতাস বহে না সুত্ত (নবাতসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৭৬. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইবার কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইবার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কারণে এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বহে না, নদীসমূহ প্রবাহিত হয় না, গর্ভিনীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমা, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[প্রথম সুত্ত]

২. ইহা আমার সুত্ত (এতংমমসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৭৭. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞার তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[দ্বিতীয় সুত্ত]

৩. সেই আত্মা সুত্ত (সো-অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৭৮. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞার তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকিব।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[তৃতীয় সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. আমি থাকিবো না সুত্ত (নো চ মে সিযাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৭৯. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞার তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নাই, আমি থাকিবো না। ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমি থাকিবো না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[চতুর্থ সূত্র]

৫. দানে ফল নাই সুত্ত (নত্থিদিন্নসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৮০. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না?'

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞার তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চতুর্মহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'দানে ফল নাই, অতিথি সৎকারে ফল নাই, যজ্ঞে ফল নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোন ফল নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই। (তাহারা আরো বলিতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যকপ্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে নিশ্চিত করিয়া এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলিতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়– চর্তুমহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমন পূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তাহার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহূতিসমূহ ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানে ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[পঞ্চম সুত্ত]

৬. করো সুত্ত (করোতোসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৮১. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ কবিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করিলে বা (অপরের দ্বারা) করাইলে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারিরীক কষ্ট প্রদান করিলে বা করাইলে, বিক্ষুব্ধ করিলে বা করাইলে, প্রাণীহত্যা ও চুরি করিলে বা করাইলে, সিঁদ কাটিলে বা কাটাইলে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করিয়া লুট, পথে লুকাইয়া ডাকাতি করিলে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করিলে পাপ হয় না। এমন কি পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্রে ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংসসমূহ একত্রে পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ হয় না; পাপের কোন আগমনও হয় না। যদি কেহ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে বা করাইতে করাইতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, তাহার হেতুতে কোন পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম, সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোন পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান- 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" -[ষষ্ঠ সুত্ত]

৭. হেতু সুত্ত (হেতুসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৮২. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা সংক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোন প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নাই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তাহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (তৎ নিমিত্ত) তাহাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নাই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হইয়া ষড়বিধ জাতিভুক্ত হওতঃ স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমি, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[সপ্তম সুত্ত]

৮. মহাদৃষ্টি সুত্ত (মহাদিট্ঠিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৮৩. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অৰ্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, উনপঞ্চাশ শত জীবিকা, উনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, উনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, উনপঞ্চাশ শত জীবিকা, উনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, উনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে।'

বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন। ইহারা একে অপরের বিরোধী নহে; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। সেই সাত বিষয় কি কি? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। ইহারা গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নহে, বা সুখ-দুঃখ দাতা নহে। তাই কেহ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কাহারও শিরচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যাহা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করতঃ তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম এবং অর্দ্ধকর্মও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশী লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর্মের সাধন করিব এবং পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্তসাধন করিব', কিন্তু তাহা নহে বা তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবে– এইরূপ তাহারা প্রকাশ করে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[অষ্টম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. শাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত (সস্‌সদিট্‌ঠিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৮৪. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে,'লোক (জগত) শাশ্বত'?

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন—

হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[নবম সুত্ত]

১০. অশাশ্বতদৃষ্টি সুত্ত (অসস্সতদিট্ঠিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৮৫. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' সংস্কারের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[দশম সুত্ত]

১১. অন্তবান সুত্ত (অন্তবাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৮৬. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান (সীমিত)'?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[একাদশ সুত্ত]

১২. অনন্তবান সুত্ত (অনন্তবাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৮৭. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্ত বান'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[দ্বাদশ সুত্ত]

১৩. যেই জীব সেই শরীর সুত্ত
(তংজীবং তংসরীরং সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৮৮. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' "সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থুল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থুল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থুল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থুল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থুল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[ত্রয়োদশ সুত্ত]

১৪. জীব এক শরীর অন্য সুত্ত
(অঞ্ঞংজীবং-অঞ্ঞংসরীরংসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৮৯. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী: তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[চতুর্দশ সুত্ত]

১৫. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে সুত্ত
(হোতিতথাগতো সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৯০. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[পঞ্চদশ সুত্ত]

১৬. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না সুত্ত (নহোতি তথাগতোসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৯১. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্ত-জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[ষষ্ঠদশ সুত্ত]

১৭. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, থাকে না সুত্ত
(হোতি চ ন চ হোতি তথাগতো সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৯২. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[সপ্তদশ সুত্ত]

১৮. অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাহাও নহে সুত্ত (নেবহোতি ন ন হোতি তথাগতো সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৯৩. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাহাও নহে'।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং তাহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং তাহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[অষ্টাদশ সুত্ত]

১৯. আত্মা রূপী সুত্ত (রূপী-অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৯৪. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত ইহবার কারণে এইরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে: যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার- 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার- 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ- 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা- 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা- 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার- 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান- 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[ঊনবিংশতি সুত্ত]

২০. আত্মা অরূপী সুত্ত (অরূপী-অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৯৫. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমারা, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থুল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[বিংশতি সুত্ত]

২১. আত্মা রূপী ও অরূপী সুত্ত
(রূপীচ-অরূপীচ অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৯৬. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবণ করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান— 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[একবিংশতি সুত্ত]

২২. আত্মা নৈবরূপী-নারূপী সুত্ত
(নেবারূপীনারূপী-অত্তাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৯৭. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[দ্বাবিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৩. একান্ত সুখী সুত্ত (একান্তসুখী সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৯৮. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থুল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থুল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থুল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[ত্রয়োবিংশতি সুত্ত]

২৪. একান্ত দুঃখী সুত্ত (একান্তদুক্খী সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

২৯৯. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[চতুর্বিংশতি সুত্ত]

২৫. সুখ-দুঃখী সুত্ত (সুখদুঃখী সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩০০. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই' বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[পঞ্চবিংশতি সুত্ত]

২৬. না-দুঃখী না-সুখী সুত্ত
(অদুক্খমসুখী সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩০১. "হে ভিক্ষুগণ! কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'?"

ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ইহাই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই ইহার অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হইতে শ্রবন করিয়া ধারণ করিবেন। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ! তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি তাহা ভাষণ (দেশনা) করিব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে, বেদনা তৃষ্ণার কারণে এবং বেদনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংজ্ঞার উপস্থিতিতে, সংজ্ঞা তৃষ্ণার কারণে এবং সংজ্ঞার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' সংস্কারের উপস্থিতিতে, সংস্কার তৃষ্ণার কারণে এবং সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তাহা কি তোমরা এইরূপে দর্শন করিতে পার– 'ইহা আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত এবং ইহা আমার আত্মা'?" "না ভন্তে, এইরূপে দেখিতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বেদনা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংজ্ঞা– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত সংস্কার– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান– 'আমার নহে, তাহাতে আমি অবস্থিত নহি এবং তাহা আমার আত্মাও নহে' এইরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"এইভাবে দর্শন করিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্দ হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। "জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নাই" বলিয়া সম্যকরূপে জানেন।" –[ষষ্ঠবিংশতি সুত্ত]

চতুর্থ গমন বর্গ সমাপ্ত।

দৃষ্টি সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আগত সংযুক্ত (ওক্কন্তসংযুত্তং)

১. চক্ষু সুত্ত (চক্খুসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩০২. "হে ভিক্ষুগণ! চক্ষু-ইন্দ্রিয় অনিত্য, বিপরিনামী[১], অন্যথভাবী[২]; শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; কায়-ইন্দ্রিয় অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; মন-ইন্দ্রিয় অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহে এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পুথক্জনভূমি হইতে অপগত। তাহার পক্ষে এই কর্ম সম্পাদন সেই সময় থেকে অসম্ভব হয়, যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়। কারণ তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হইয়া থাকে।

"ভিক্ষুগণ! এইরূপে যাহার এই ধর্মসমূহ প্রজ্ঞাদ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় তাহাকেই বলা হয় ধর্মানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পুথক্জনভূমি হইতে অপগত। যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়, সেই কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ। যখন হইতে তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয় তখন থেকেই সেই কর্ম সম্পাদনে অতীত হইয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহ এইরূপে সম্যকভাবে জানেন, দর্শন করেন, তাহাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" –[প্রথম সুত্ত]

২. রূপ সুত্ত (রূপসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩০৩. "হে ভিক্ষুগণ! রূপ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; শব্দ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; গন্ধ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী;

---

[১]. সতত পরিবর্তনশীল।

[২]. অন্যথভাবী (এক অবস্থায় থাকে না)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রস অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; স্পর্শ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; ধর্ম অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহে এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথক্‌জনভূমি হইতে অপগত। তাহার পক্ষে এই কর্ম সম্পাদন সেই সময় থেকে অসম্ভব হয়, যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়। কারণ তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হইয়া থাকে।"

"ভিক্ষুগণ! এইরূপে যাহার এই ধর্মসমূহ প্রজ্ঞাদ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় তাহাকেই বলা হয় ধর্মানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথক্‌জনভূমি হইতে অপগত। যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়, সেই কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ। যখন হইতে তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয় তখন থেকেই সেই কর্ম সম্পাদনে অতীত হইয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহ এইরূপে সম্যকভাবে জানেন, দর্শন করেন, তাহাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" –[দ্বিতীয় সুত্ত]

৩. বিজ্ঞান সুত্ত (বিঞ্ঞাণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩০৪. "হে ভিক্ষুগণ! চক্ষু-বিজ্ঞান অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; শ্রোত্র-বিজ্ঞান অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; ঘ্রাণ-বিজ্ঞান অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; জিহ্বা-বিজ্ঞান অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; কায়-বিজ্ঞান অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; মনো-বিজ্ঞান অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহে এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথক্‌জনভূমি হইতে অপগত। তাহার পক্ষে এই কর্ম সম্পাদন সেই সময় থেকে অসম্ভব হয়, যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়। কারণ তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হইয়া থাকে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ! এইরূপে যাহার এই ধর্মসমূহ প্রজ্ঞাদ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় তাহাকেই বলা হয় ধর্মানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথক্জনভূমি হইতে অপগত। যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়, সেই কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ। যখন হইতে তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয় তখন থেকেই সেই কর্ম সম্পাদনে অতীত হইয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহ এইরূপে সম্যকভাবে জানেন, দর্শন করেন, তাহাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" –[তৃতীয় সুত্ত]

৪. সংস্পর্শ সুত্ত (সম্ফস্‌সসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩০৫. "হে ভিক্ষুগণ! চক্ষু সংস্পর্শ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; শ্রোত্র সংস্পর্শ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; ঘ্রাণ সংস্পর্শ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; জিহ্বা সংস্পর্শ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; কায় সংস্পর্শ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; মন সংস্পর্শ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহে এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথক্জনভূমি হইতে অপগত। তাহার পক্ষে এই কর্ম সম্পাদন সেই সময় থেকে অসম্ভব হয়, যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়। কারণ তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হইয়া থাকে।"

"ভিক্ষুগণ! এইরূপে যাহার এই ধর্মসমূহ প্রজ্ঞাদ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় তাহাকেই বলা হয় ধর্মানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথক্জনভূমি হইতে অপগত। যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়, সেই কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ। যখন হইতে তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয় তখন থেকেই সেই কর্ম সম্পাদনে অতীত হইয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহ এইরূপে সম্যকভাবে জানেন, দর্শন করেন, তাহাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" –[চতুর্থ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. সংস্পর্শজ সুত্ত (সম্ফস্সজসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩০৫. "হে ভিক্ষুগণ! চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; কায় সংস্পর্শজ বেদনা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; মন সংস্পর্শজ বেদনা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহে এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথক্জনভূমি হইতে অপগত। তাহার পক্ষে এই কর্ম সম্পাদন সেই সময় থেকে অসম্ভব হয়, যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়। কারণ তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হইয়া থাকে।"

"ভিক্ষুগণ! এইরূপে যাহার এই ধর্মসমূহ প্রজ্ঞাদ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় তাহাকেই বলা হয় ধর্মানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথক্জনভূমি হইতে অপগত। যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়, সেই কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ। যখন হইতে তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয় তখন থেকেই সেই কর্ম সম্পাদনে অতীত হইয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহ এইরূপে সম্যকভাবে জানেন, দর্শন করেন, তাহাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" –[পঞ্চম সুত্ত]

৬. রূপ সংজ্ঞা সুত্ত (রূপসঞ্ঞাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩০৭. "হে ভিক্ষুগণ! রূপ সংজ্ঞা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; শব্দ সংজ্ঞা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; গন্ধ সংজ্ঞা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; রস সংজ্ঞা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; স্পর্শ সংজ্ঞা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; ধর্ম সংজ্ঞা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহে এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথক্জনভূমি হইতে অপগত। তাহার পক্ষে এই কর্ম সম্পাদন সেই সময় থেকে অসম্ভব হয়, যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়। কারণ তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হইয়া থাকে।"

"ভিক্ষুগণ! এইরূপে যাহার এই ধর্মসমূহ প্রজ্ঞাদ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় তাহাকেই বলা হয় ধর্মানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথক্জনভূমি হইতে অপগত। যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়, সেই কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ। যখন হইতে তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয় তখন থেকেই সেই কর্ম সম্পাদনে অতীত হইয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহ এইরূপে সম্যকভাবে জানেন, দর্শন করেন, তাহাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" –ষষ্ঠ সূত্র।

৭. রূপ সঞ্চেতনা সুত্ত (রূপসঞ্চেতনা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩০৮. "হে ভিক্ষুগণ! রূপ সঞ্চেতনা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; শব্দ সঞ্চেতনা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; গন্ধ সঞ্চেতনা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; রস সঞ্চেতনা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; স্পর্শ সঞ্চেতনা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; ধর্ম সঞ্চেতনা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহে এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথক্জনভূমি হইতে অপগত। তাহার পক্ষে এই কর্ম সম্পাদন সেই সময় থেকে অসম্ভব হয়, যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়। কারণ তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হইয়া থাকে।"

"ভিক্ষুগণ! এইরূপে যাহার এই ধর্মসমূহ প্রজ্ঞাদ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় তাহাকেই বলা হয় ধর্মানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথক্জনভূমি হইতে অপগত। যেই কর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়, সেই কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ। যখন হইতে তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয় তখন থেকেই সেই কর্ম সম্পাদনে অতীত হইয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহ এইরূপে সম্যকভাবে জানেন, দর্শন করেন, তাহাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" –[সপ্তম সুত্ত]

৮. রূপ তৃষ্ণা সুত্ত (রূপতণ্হা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩০৯. "হে ভিক্ষুগণ! রূপ তৃষ্ণা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; শব্দ তৃষ্ণা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; গন্ধ তৃষ্ণা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; রস তৃষ্ণা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; স্পর্শ তৃষ্ণা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; ধর্ম তৃষ্ণা অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহে এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পুথক্জনভূমি হইতে অপগত। তাহার পক্ষে এই কর্ম সম্পাদন সেই সময় থেকে অসম্ভব হয়, যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়। কারণ তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হইয়া থাকে।"

"ভিক্ষুগণ! এইরূপে যাহার এই ধর্মসমূহ প্রজ্ঞাদ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় তাহাকেই বলা হয় ধর্মানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পুথক্জনভূমি হইতে অপগত। যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়, সেই কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ। যখন হইতে তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয় তখন থেকেই সেই কর্ম সম্পাদনে অতীত হইয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহ এইরূপে সম্যকভাবে জানেন, দর্শন করেন, তাহাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" –[অষ্টম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. পৃথিবী ধাতু সুত্ত (পথবীধাতু সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩১০. "হে ভিক্ষুগণ! পৃথিবী ধাতু অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; অপ্ ধাতু অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; তেজ ধাতু অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; বায়ু ধাতু অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; আকাশ ধাতু অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; বিজ্ঞান ধাতু অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহে এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পুথক্‌জনভূমি হইতে অপগত। তাহার পক্ষে এই কর্ম সম্পাদন সেই সময় থেকে অসম্ভব হয়, যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়। কারণ তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হইয়া থাকে।"

"ভিক্ষুগণ! এইরূপে যাহার এই ধর্মসমূহ প্রজ্ঞাদ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় তাহাকেই বলা হয় ধর্মানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পুথক্‌জনভূমি হইতে অপগত। যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়, সেই কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ। যখন হইতে তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয় তখন থেকেই সেই কর্ম সম্পাদনে অতীত হইয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহ এইরূপে সম্যকভাবে জানেন, দর্শন করেন, তাহাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" -[নবম সুত্ত]

১০. স্কন্ধ সুত্ত (খন্ধসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩১১. "হে ভিক্ষুগণ! রূপ স্কন্ধ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; বেদনা স্কন্ধ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; সংজ্ঞা স্কন্ধ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; সংস্কার স্কন্ধ অনিত্য, বিপরিনামী, অন্যথভাবী; বিজ্ঞান স্কন্ধ অনিত্য, বিপরিনামী অন্যথভাবী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহে এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পুথক্‌জনভূমি হইতে অপগত। তাহার পক্ষে এই কর্ম সম্পাদন সেই সময় থেকে অসম্ভব হয়, যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়। কারণ তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হইয়া থাকে।"

"ভিক্ষুগণ! এইরূপে যাহার এই ধর্মসমূহ প্রজ্ঞাদ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় তাহাকেই বলা হয় ধর্মানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পুথক্‌জনভূমি হইতে অপগত। যেই কর্ম সম্পাদন করিলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়, সেই কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ। যখন হইতে তাহার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয় তখন থেকেই সেই কর্ম সম্পাদনে অতীত হইয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ! যিনি এই ধর্মসমূহ এইরূপে সম্যকভাবে জানেন, দর্শন করেন, তাহাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" -[দশম সুত্ত]

আগত সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপত্তি সংযুক্ত

১. চক্ষু সুত্ত (চক্খু সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩১২. "হে ভিক্ষুগণ! চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। কায়-ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। মন-ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। কায়-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। মন-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" –[প্রথম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. রূপ সুত্ত (রূপ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩১৩. "হে ভিক্ষুগণ! রূপের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। শব্দের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। গন্ধের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। রসের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। স্পর্শের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। ধর্মের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! রূপের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। শব্দের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। গন্ধের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। রসের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। স্পর্শের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। ধর্মের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" –[দ্বিতীয় সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. বিজ্ঞান সুত্ত (বিঞ্ঞাণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩১৪. "হে ভিক্ষুগণ! চক্ষু-বিজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। শ্রোত্র-বিজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। জিহ্বা-বিজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। কায়-বিজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। মন-বিজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! চক্ষু-বিজ্ঞানের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। শ্রোত্র-বিজ্ঞানের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। জিহ্বা-বিজ্ঞানের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। কায়-বিজ্ঞানের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। মন-বিজ্ঞানের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।"
–[তৃতীয় সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. সংস্পর্শ সুত্ত (সম্ফস্‌স সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩১৫. "হে ভিক্ষুগণ! চক্ষু-সংস্পর্শের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। শ্রোত্র-সংস্পশের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। কায়-সংস্পর্শের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। মন-সংস্পর্শের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! চক্ষু-সংস্পর্শের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। কায়-সংস্পর্শের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। মন-সংস্পর্শে নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" –[চতুর্থ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. সংস্পর্শজ সুত্ত (সম্ফস্‌সজ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩১৬. "হে ভিক্ষুগণ! চক্ষু-সংস্পর্শজ (চক্ষু সংস্পর্শ জাত) বেদনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। কায়-সংস্পর্শজ বেদনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। মন-সংস্পর্শজ বেদনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। কায়-সংস্পর্শজ বেদনার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। মন-সংস্পর্শজ বেদনার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" –[পঞ্চম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. সংজ্ঞা সুত্ত (সঞ্ঞা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩১৭. "হে ভিক্ষুগণ! রূপ সংজ্ঞার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। শব্দ সংজ্ঞার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। গন্ধ সংজ্ঞার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। রস সংজ্ঞার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। স্পর্শ সংজ্ঞার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। ধর্ম সংজ্ঞার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! রূপ সংজ্ঞার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। শব্দ সংজ্ঞার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। গন্ধ সংজ্ঞার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। রস সংজ্ঞার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। স্পর্শ সংজ্ঞার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। ধর্ম সংজ্ঞার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" –[ষষ্ঠ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. সঞ্চেতনা সুত্ত (সঞ্চেতনা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩১৮. "হে ভিক্ষুগণ! রূপ সঞ্চেতনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। শব্দ সঞ্চেতনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। গন্ধ সঞ্চেতনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। রস সঞ্চেতনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। স্পর্শ সঞ্চেতনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। ধর্ম সঞ্চেতনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! রূপ সঞ্চেতনার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। শব্দ সঞ্চেতনার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। গন্ধ সঞ্চেতানার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। রস সঞ্চেতনার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। স্পর্শ সঞ্চেতনার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। ধর্ম সঞ্চেতনার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।"
–[সপ্তম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. তৃষ্ণা সুত্ত (তণ্‌হা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩১৯. "হে ভিক্ষুগণ! রূপ তৃষ্ণার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। শব্দ তৃষ্ণার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। গন্ধ তৃষ্ণার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। রস তৃষ্ণার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। স্পর্শ তৃষ্ণার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। ধর্ম তৃষ্ণার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! রূপ তৃষ্ণার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। শব্দ তৃষ্ণার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। গন্ধ তৃষ্ণার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। রস তৃষ্ণার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। স্পর্শ তৃষ্ণার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। ধর্ম তৃষ্ণার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" –[অষ্টম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. ধাতু সুত্ত (ধাতু সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩২০. "হে ভিক্ষুগণ! পৃথিবী ধাতুর উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। অপ ধাতুর উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। তেজ ধাতুর উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। বায়ু ধাতুর উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। আকাশ ধাতুর উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। বিজ্ঞান ধাতুর উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! পৃথিবী ধাতুর নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। অপ ধাতুর নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। তেজ ধাতুর নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। বায়ু ধাতুর নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। আকাশ ধাতুর নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। বিজ্ঞান ধাতুর নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" –[নবম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. স্কন্ধ সুত্ত (খন্ধ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩২১. "হে ভিক্ষুগণ! রূপের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। বেদনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। সংজ্ঞার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। সংস্কারের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। বিজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগে স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! রূপের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। বেদনার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। সংজ্ঞার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। সংস্কারের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। বিজ্ঞানের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" –[দশম সুত্ত]

উৎপত্তি সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্লেশ সংযুক্ত

১. চক্ষু সুত্ত (চক্‌খু সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩২২. "হে ভিক্ষুগণ! চক্ষুতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শ্রবণে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। ঘ্রাণে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। জিহ্বাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। কায়তে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। মনেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ! যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, তাহাতে তাহার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞাদ্বারা করণীয় ধর্ম সমূহে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" –[প্রথম সুত্ত]

২. রূপ সুত্ত (রূপসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩২৩. "হে ভিক্ষুগণ! রূপেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শব্দেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। গন্ধেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। রসেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। স্পর্শতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। ধর্মেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ! যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, তাহাতে তাহার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞাদ্বারা করণীয় ধর্ম সমূহে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" –[দ্বিতীয় সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. বিজ্ঞান সুত্ত (বিঞ্‌ঞান সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩২৪. "হে ভিক্ষুগণ! চক্ষু-বিজ্ঞানেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শ্রোত্র-বিজ্ঞানেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। ঘ্রাণ-বিজ্ঞানেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। জিহ্বা-বিজ্ঞানেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। কায়-বিজ্ঞানেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। মন-বিজ্ঞানেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ! যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, তাহাতে তাহার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞাদ্বারা করণীয় ধর্ম সমূহে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" –[তৃতীয় সুত্ত]

৪. সংস্পর্শ সুত্ত (সম্ফস্‌স সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩২৫. "হে ভিক্ষুগণ! চক্ষু-সংস্পর্শতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শ্রোত্র-সংস্পর্শতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। ঘ্রাণ-সংস্পর্শতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। জিহ্বা-সংস্পর্শতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। কায়-সংস্পর্শতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। মন-সংস্পর্শতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ! যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, তাহাতে তাহার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞাদ্বারা করণীয় ধর্ম সমূহে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" –[চতুর্থ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. সংস্পর্শজ সুত্ত (সম্ফস্‌সজ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩২৬. "হে ভিক্ষুগণ! চক্ষু সংস্পর্শজাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শ্রোত্র সংস্পর্শজাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। ঘ্রাণ সংস্পর্শজাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। জিহ্বা সংস্পর্শজতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। কায় সংস্পর্শজতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। মন সংস্পশর্জতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ! যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, তাহাতে তাহার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞাদ্বারা করণীয় ধর্ম সমূহে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" –[পঞ্চম সুত্ত]

৬. সংজ্ঞা সুত্ত (সঞ্‌ঞা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩২৭. "হে ভিক্ষুগণ! রূপ সংজ্ঞাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শব্দ সংজ্ঞাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। গন্ধ সংজ্ঞাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। রস সংজ্ঞাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। স্পর্শ সংজ্ঞাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। ধর্ম সংজ্ঞাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ! যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, তাহাতে তাহার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞাদ্বারা করণীয় ধর্ম সমূহে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" –[ষষ্ঠ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. সঞ্চেতনা সুত্ত (সঞ্চেতনা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩২৮. "হে ভিক্ষুগণ! রূপ সঞ্চেতনাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শব্দ সঞ্চেতনাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। গন্ধ সঞ্চেতনাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। রস সঞ্চেতনাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। স্পর্শ সঞ্চেতনাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। ধর্ম সঞ্চেতনাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ! যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, তাহাতে তাহার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞাদ্বারা করণীয় ধর্ম সমূহে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" –[সপ্তম সুত্ত]

৮. তৃষ্ণা সুত্ত (তণ্‌হা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩২৯. "হে ভিক্ষুগণ! রূপ তৃষ্ণাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শব্দ তৃষ্ণাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। গন্ধ তৃষ্ণাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। রস তৃষ্ণাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। স্পর্শ তৃষ্ণাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। ধর্ম তৃষ্ণাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ! যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, তাহাতে তাহার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞাদ্বারা করণীয় ধর্ম সমূহে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" –[অষ্টম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. ধাতু সুত্ত (ধাতু সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৩০. "হে ভিক্ষুগণ! পৃথিবী ধাতুতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। অপ্ ধাতুতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। তেজ ধাতুতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। বায়ু ধাতুতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। আকাশ ধাতুতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। বিজ্ঞান ধাতুতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ! যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, তাহাতে তাহার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞাদ্বারা করণীয় ধর্ম সমূহে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" -[নবম সুত্ত]

১০. স্কন্ধ সুত্ত (খন্ধ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৩১. "হে ভিক্ষুগণ! রূপেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। বেদনাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। সংজ্ঞাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। সংস্কারেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। বিজ্ঞানেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তাহা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ! যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, তাহাতে তাহার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞাদ্বারা করণীয় ধর্ম সমূহে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" -[দশম সুত্ত]

ক্লেশ সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সারিপুত্র সংযুক্ত

১. বিবেকজ সুত্ত (বিবেকজ সুত্তং)

৩৩২. এক সময় আয়ুষ্মান শারীপুত্র শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। একদা তিনি পূর্বাহ্নে চীবর পরিধান পূর্বক পাত্র গ্রহণ করিয়া শ্রাবস্তীতে পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করিলেন। (শ্রাবস্তীতে) পিণ্ডাচরণ শেষান্তে আহার গ্রহণ পূর্বক অপরাহ্নে দিবা-বিহারের নিমিত্তে যেখানে অন্ধবন তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই অন্ধবনে প্রবেশ করিয়া কোন এক বৃক্ষমূলে দিবা-বিহারের জন্য উপবেশন করিলেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান শারীপুত্র দিবাবসানে বিবেকবাস হইতে উত্থিত হইয়া যেখানে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন আরাম তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হইতে আগমনরত আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিলেন– "বন্ধু, শারীপুত্র! আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ বিপ্রসন্ন (অত্যাধিক নির্মল), মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাইতেছে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র, অদ্য কি প্রকারে অতিবাহিত করিয়াছেন?"

"আয়ুষ্মান আনন্দের উত্তরে শারীপুত্র বলিলেন– বন্ধু, ইদানিং আমি কাম অকুশল প্রবৃত্তিসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিতর্ক, বিচার ও বিবেকজনিত (নির্জনতা জনিত) প্রীতি সুখ সমন্বিত প্রথম, ধ্যানস্তরে প্রবেশ পূর্বক অবস্থান করিয়াছি। সেই হেতুতে আমার এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই– 'আমি প্রথম ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি।' তাহা হইলে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়সমূহ চিরকালের জন্য সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। তদ্ধেতু আয়ুষ্মান শারীপুত্রের এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, 'আমি প্রথম ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি'।" –[প্রথম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. অবিতর্ক সুত্ত (অবিতক্ক সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৩৩. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হইতে আগমনরত আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তাহার উদ্দেশে এইরূপ বলিলেন— "বন্ধু, শারীপুত্র! আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাইতেছে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র, অদ্য কি প্রকারে অতিবাহিত করিয়াছেন?"

"বন্ধু, ইদানিং আমি বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত করতঃ অভ্যন্তরীণ সম্প্রসাদ ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত বিতর্ক ও বিচারহীন এবং সমাধি জনিত প্রীতি সুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া অবস্থান করিতেছি। সেই হেতুতে আমার এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, 'আমি দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি।' তাহা হইলে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়সমূহ চিরকালের জন্য সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। তদ্ধেতু তাহার এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই- 'আমি দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি'।" –[দ্বিতীয় সুত্ত]

৩. প্রীতি সুত্ত (পীতি সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৩৪. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হইতে আগমনরত আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তাহার উদ্দেশে এইরূপ বলিলেন— "বন্ধু, শারীপুত্র! আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাইতেছে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র, অদ্য কি প্রকারে অতিবাহিত করিয়াছেন?"

"বন্ধু, ইদানিং আমি প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করতঃ উপেক্ষাভাবে অবস্থান পূর্বক স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে দৈহিক সুখ অধিগত করিয়া অবস্থান করিতেছি। যেই অবস্থায় থাকিলে আর্যগণ উহাকে উপেক্ষাসম্পন্ন স্মৃতিমান সুখ বিহারী বলিয়া থাকেন, আমি সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া অবস্থান করিতেছি। অথচ সেই হেতুতে আমার এইরূপ চিন্তার উদয় হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাই যে, 'আমি তৃতীয় ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি।' তাহা হইলে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়সমূহ চিরদিনের জন্য সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। তদ্ধেতু তাহার এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই- 'আমি তৃতীয় ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি'।" –[তৃতীয় সুত্ত]

৪. উপেক্ষা সুত্ত (উপেক্খা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৩৫. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হইতে আগমনরত আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তাহার উদ্দেশে এইরূপ বলিলেন– "বন্ধু, শারীপুত্র! আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাইতেছে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র, অদ্য কি প্রকারে অতিবাহিত করিয়াছেন?"

"বন্ধু, ইদানিং আমি সুখ-দুঃখ পরিহার পূর্বক সুখ-দুঃখহীন পরিশুদ্ধ উপেক্ষা স্মৃতি সম্পন্ন হইয়া চতুর্থ ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া অবস্থান করিতেছি। সেই হেতুতে আমার এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, 'আমি চতুর্থ ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি।' তাহা হইলে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়সমূহ চিরদিনের জন্য সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। তদ্ধেতু আয়ুষ্মান শারীপুত্রের এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে 'আমি চতুর্থ ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি'।" –[চতুর্থ সুত্ত]

৫. আকাশ অনন্তায়তন সুত্ত (আকাসানঞ্চাযতন সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৩৬. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হইতে আগমনরত আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তাঁহার উদ্দেশে এইরূপ বলিলেন– "বন্ধু, শারীপুত্র! আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাইতেছে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র, অদ্য কি প্রকারে অতিবাহিত করিয়াছেন?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বন্ধু, ইদানিং আমি সকল প্রকার রূপ সংজ্ঞা সমতিক্রম করিয়া প্রতিঘ সংজ্ঞা অস্তমিত করিয়া নানা সংজ্ঞার প্রতি অমনযোগ বশে অনন্ত আকাশ ভাবনায় আকাশ অনন্তায়তন নামক ধ্যানস্তরে উপনীয়ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। অথচ সেই হেতুতে আমার এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, 'আমি আকাশ অনন্তায়তন ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি।' তাহা হইলে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়সমূহ চিরদিনের জন্য সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। তদ্ধেতু আয়ুষ্মান শারীপুত্রের এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, 'আমি আকাশ অনন্তায়তন ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি'।" –[পঞ্চম সুত্ত]

৬. বিজ্ঞান অনন্তায়তন সুত্ত
(বিঞ্ঞাণঞ্চাযতন সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৩৭. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হইতে আগমনরত আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তাহার উদ্দেশে এইরূপ বলিলেন– "বন্ধু, শারীপুত্র! আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাইতেছে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র, অদ্য কি প্রকারে অতিবাহিত করিয়াছেন?"

"বন্ধু, ইদানিং আমি সকল আকাশ অনন্তায়তন সমতিক্রম করিয়া অনন্ত বিজ্ঞান ভাবনা করতঃ বিজ্ঞান অনন্তায়তন নামক ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া অবস্থান করিতেছি। অথচ সেই হেতুতে আমার এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, 'আমি বিজ্ঞান অনন্তায়তন ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি।' তাহা হইলে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়সমূহ চিরদিনের জন্য সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। তদ্ধেতু আয়ুষ্মান শারীপুত্রের এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, 'আমি বিজ্ঞান অনন্তায়তন ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি'।" –[ষষ্ঠ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. আকিঞ্চনায়তন সুত্ত
(আকিঞ্চঞ্ঞাযতন সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৩৮. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হইতে আগমনরত আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তাহার উদ্দেশে এইরূপ বলিলেন– "বন্ধু, শারীপুত্র! আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাইতেছে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র, অদ্য কি প্রকারে অতিবাহিত করিয়াছেন?"

"বন্ধু, ইদানিং আমি সকল বিজ্ঞান অনন্তায়তন সমতিক্রম করিয়া কিছুই নাই ভাবনা করতঃ আকিঞ্চনায়তন নামক ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া অবস্থান করিতেছি। অথচ সেই হেতুতে আমার এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, 'আমি আকিঞ্চনায়তন ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি।' তাহা হাইলে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়সমূহ চিরদিনের জন্য সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। তদ্ধেতু আয়ুষ্মান শারীপুত্রের এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, 'আমি আকিঞ্চনায়তন ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি'।" –[সপ্তম সুত্ত]

৮. নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন সুত্ত
(নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞাযতন সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৩৯. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হইতে আগমনরত আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তাহার উদ্দেশে এইরূপ বলিলেন– "বন্ধু, শারীপুত্র! আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাইতেছে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র, অদ্য কি প্রকারে অতিবাহিত করিয়াছেন?"

"বন্ধু, ইদানিং আমি সকল আকিঞ্চনায়তন সমতিক্রম করিয়া নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া অবস্থান করিতেছি। অথচ সেই হেতুতে আমার এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, 'আমি নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়াছি।' তাহা হইলে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়সমূহ চিরদিনের জন্য সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। তদ্ধেতু আয়ুষ্মান শারীপুত্রের এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, 'আমি নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানন্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি'।" –[অষ্টম সুত্ত]

৯. নিরোধ সমাপত্তি সুত্ত
(নিরোধসমাপত্তি সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৪০. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হইতে আগমনরত আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তাহার উদ্দেশে এইরূপ বলিলেন "বন্ধু, শারীপুত্র! আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পাবন দেখাইতেছে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র, অদ্য কি প্রকারে অতিবাহিত করিয়াছেন?"

"বন্ধু, ইদানিং আমি নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন সমতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা নিরোধ বেদয়িত অর্থাৎ নিরোশ সমাপত্তি ধ্যানস্তরে উপনীত হইয়া অবস্থান করিতেছি। অথচ সেই হেতুতে আমার এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, 'আমি নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি।' তাহা হইলে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়সমূহ চিরদিনের জন্য সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। তদ্ধেতু আয়ুষ্মান শারীপুত্রের এইরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, 'আমি নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হইতে উত্থিত হইয়াছি'।" –[নবম সুত্ত]

১০. সূচিমুখী সুত্ত (সূচিমুখী সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৪১. এক সময় আয়ুষ্মান শারীপুত্র রাজগৃহের বেণুবনে, কলন্দক[১]

---

[১]. বেণুবনকে কলন্দক নিবাপ বা কাঠবিড়ালদের বাসস্থান বলা হয়। কথিত আছে– একদা যুবরাজ বিম্বিসার প্রমোদ ভ্রমণে সঙ্গীদের নিয়া এই উদ্যানে আসিয়াছিলেন। প্রমোদের এক পর্য্যায়ে প্রকাণ্ডে এক বৃক্ষমূলে ঘুমিয়া পড়িলেন। তাহার সঙ্গীরাও অন্যত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। একদা তিনি পূর্বাহ্নসময়ে চীবর পরিধান পূর্বক পাত্র গ্রহণ করিয়া পিণ্ডাচরণার্থে রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন। তথায় সপাদানিক পিণ্ডাচরণ করতঃ অন্যতর এক বৃক্ষমূলকে আশ্রয় করিয়া পরিভোগে রত হইলেন। সেই সময়ে সূচিমুখী নাম্নী জনৈকা পরিব্রাজিকা আয়ুষ্মান শারীপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে এইরূপ বলিলেন–

"হে শ্রামণ! আপনি অধোমুখী হইয়া কেন আহার করিতেছেন?" (তৎ শ্রবণে শারীপুত্র বলিলেন–) "না ভগিনি! আমি অধোমুখী হইয়া আহার গ্রহণ করিতেছি না।" "তাহা হইলে হে শ্রমণ! আপনি কি উর্দ্ধমুখী হইয়া আহার করিতেছেন?" "না ভগিনি, আমি উর্দ্ধমুখী হইয়াও আহার করিতেছি না।" "তাহা হইলে শ্রমণ কি দিশামুখী হইয়া আহার করিতেছেন?" "না ভগিনি, আমি দিশামুখী হইয়াও আহার করিতেছি না।" "তাহা হইলে শ্রমণ কি বিদিশামুখী হইয়া আহার করিতেছেন?" "না ভগিনি, আমি বিদিশামুখী হইয়াও আহার করিতেছি না।"

"হে শ্রমণ! আপনাকে "অধোমুখী হইয়া আহার গ্রহণ করিতেছেন" কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, আপনি বলিলেন "না ভগিনি! আমি অধোমুখী হইয়া আহার গ্রহণ করিতেছি না।" "তাহা হইলে উর্দ্ধমুখী হইয়া আহার গ্রহণ করিতেছেন" কি না জিজ্ঞাসা করিলে, আপনি পুনঃ বলিলেন "না ভগিনি, আমি উর্দ্ধমুখী হইয়া আহার গ্রহণ করিতেছি না।" "তাহা হইলে দিশামুখী হইয়া আহার গ্রহণ করিতেছেন" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, আপনি একইভাবে বলিলেন "না ভগিনি, আমি দিশামুখী হইয়া আহার গ্রহণ করিতেছি না।" "তাহা হইলে বিদিশামুখী হইয়া আহার গ্রহণ করিতেছেন" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেও আপনি সেই পূর্বের ন্যায় বলিলেন "না ভগিনি, আমি বিদিশামুখী হইয়া আহার গ্রহণ করিতেছি না।" তাহা হইলে, শ্রমণ! আপনি কিভাবে আহার গ্রহণ করেন?

বিশ্রামে রত হইলেন। ইত্যোবসরে এক বিষধর সর্প তাহার শিয়রের দিকে ফণা তুলিয়া ছোবলোদ্যত হইল। বৃক্ষ থেকে এক কাঠবিড়াল সেই দৃশ্য দেখিয়া বিকট আওয়াজ করিল। সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজ জাগ্রত হইলেন এবং সর্পের ছোবলোদ্যত ফণা বিস্তারের কবল হইতে নিজেকে সরাইয়া নিলেন। যুবরাজ কাঠবিড়ালী দ্বারা জীবন রক্ষা পাইয়াছেন ভেবে কৃতজ্ঞতা বশতঃ তথায় বিভিন্ন ফল-ফুলের বাগান করাইয়া, কাঠবিড়ালদিগের প্রতিপালন করার ব্যবস্থা করেন। তাই এ'স্থানটি কলন্দক নিবাপ বলিয়া খ্যাত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভগিনি! যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বাস্তুবিদ্যা[১] নামক তিরশ্চীন (হীন) বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, সে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অধোমুখী হইয়া আহার গ্রহণ করেন। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নক্ষত্রবিদ্যা[২] নামক হীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা মিথ্যা জীবিকায় নির্বাহ করেন, সে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ উর্দ্ধমুখী হইয়া আহার গ্রহণ করেন। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৌতকার্যে[৩] নিযুক্ত হওত মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, সে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দিশামুখী হইয়া আহার গ্রহণ করেন। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অঙ্গবিদ্যা[৪] নামক হীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, সে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিদিশামুখী হইয়া আহার গ্রহণ করেন।"

"হে ভগিনি! আমি বাস্তুবিদ্যা নামক হীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি না। নক্ষত্রবিদ্যা নামক হীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি না। দৌতকার্যে নিযুক্ত হওতঃ মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি না। এবং অঙ্গবিদ্যা নামক হীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি না। আমি ধর্মানুরূপে আহার অন্বেষণ করি, অন্বেষণ করতঃ তাহা পরিভোগ করিয়া থাকি।"

অতঃপর সূচীমুখী পরিব্রাজিকা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যথাক্রমে রাজগৃহের যেখানে রথে গমণযোগ্য তথায় রথে গমণ করিয়া, যেখানে চৌরাস্তা তথায় উপস্থিত হওতঃ সকলের উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিতে লাগিলেন- "আপনারা সকলেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদেরকে আহার প্রদান করুন; তাঁহারা ধর্মানুরূপে ও পরিশুদ্ধভাবে আহার পরিভোগ করিয়া থাকেন।" -[দশম সূত্র]

সারিপুত্র সংযুক্ত সমাপ্ত।

---

১. ভূমি দেখিয়া উহা কোন ফল-শয্যাদি ফলনের এবং বসবাসের পক্ষে শুভ কিম্বা অশুভ তাহা নির্ণয় করার কৌশল। (অট্ঠকথা)

২. অদ্য এই নক্ষত্র। এই নক্ষত্রে গমন করা উচিত, ইহা ইহা করা উচিত। এবং এই নক্ষত্রের নির্দ্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, বিপথে গতি হইলে এই ফল হইবে তাহা নির্ণয় করার কৌশল। (অট্ঠকথা)

৩. গৃহী কর্তৃক- "এই স্থানে যাও, সেই স্থানে যাও, ইহা লইয়া আইস, ইহা ঐস্থানে লইয়া যাও" -এইরূপে আদিষ্ট হইয়া যথায়-তথায় গমনাগমন করার নাম দৌতকার্য। (অট্ঠকথা)

৪. স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক লক্ষণ দেখিয়া তাহার এই নাম হওয়া উচিত এবং তাহার এই এই স্বভাব হইবে, তাহা নির্ণয় করার কৌশল। (অট্ঠকথা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাগ সংযুক্ত

১. শুদ্ধি সুত্ত (সুদ্ধিক সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৪২. "হে ভিক্ষুগণ! নাগ যোনি চারি প্রকার। সেইগুলি কি কি? যথা– ১) অণ্ডজ নাগ যোনি ২) জরায়ুজ নাগ যোনি ৩) সংস্বেদজ নাগ যোনি এবং ৪) ঔপপাতিক নাগ যোনি।

ভিক্ষুগণ! ইহাই চারি প্রকার নাগ যোনি। –[প্রথম সুত্ত]

২. শ্রেষ্ঠতর সুত্ত (পণীততর সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৪৩. "হে ভিক্ষুগণ! এইগুলি হইতেছে চারি প্রকার নাগ যোনি। সেই চারি প্রকার কি কি? যথা– ১) অণ্ডজ নাগ যোনি ২) জরায়ুজ নাগ যোনি ৩) সংস্বেদজ নাগ যোনি এবং ৪) ঔপপাতিক নাগ যোনি।

ভিক্ষুগণ! তন্মধ্যে অণ্ডজ নাগ যোনি অপেক্ষা জরায়ুজ, সংস্বেদজ এবং ঔপপাতিক নাগ যোনি শ্রেষ্ঠতর। আবার অণ্ডজ, জরায়ুজ নাগ যোনি অপেক্ষা সংস্বেদজ ও ঔপপাতিক নাগ যোনি শ্রেষ্ঠতর। এবং অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ নাগ যোনি অপেক্ষা ঔপপাতিক নাগ যোনি শ্রেষ্ঠতর।

ভিক্ষুগণ! ইহাই চারি প্রকার নাগ যোনি। –[দ্বিতীয় সুত্ত]

৩. উপোসথ সুত্ত (উপোসথসুত্তং)

৩৪৪. এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় জনৈক ভিক্ষু ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কোন কোন অণ্ডজ নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করিয়া উপোসথ ব্রত পালন করে?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কোন কোন অণ্ডজ নাগের এইরূপ চিন্তা উদিত হয়– 'পূর্বে আমার কর্তৃক কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই কর্মের বিপাক স্বরূপ দেহাবসানে মৃত্যুর পর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়াছি। অদ্য হইতে যদি কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করি, তাহা হইলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতে পারিব। এই মনে করিয়া বলে ওহে! চলুন, এখন থেকেই আমরা কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করি।'

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কোন কোন অণ্ডজ নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করিয়া (মনুষ্য বেশে) উপোসথ ব্রত পালন করে।" –[তৃতীয় সুত্ত]

৪. দ্বিতীয়-উপোসথ সুত্ত
(দুতিয-উপোসথসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৪৫. একদা জনৈক ভিক্ষু ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। আর উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কোন কোন জরায়ুজ নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করিয়া উপোসথ ব্রত পালন করে?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কোন কোন জরায়ুজ নাগের এইরূপ চিন্তা উদিত হয়– 'পূর্বে আমার কর্তৃক কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই কর্মের বিপাক স্বরূপ দেহাবসানে মৃত্যুর পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়াছি। অদ্য হইতে যদি কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করি, তাহা হইলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতে পারিব। এই মনে করিয়া বলে ওহে! চলুন, এখন থেকেই আমরা কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করি।'

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কোন কোন জরায়ুজ নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করিয়া (মনুষ্য বেশে) উপোসথ ব্রত পালন করে।" –[চতুর্থ সুত্ত]

৫. তৃতীয়-উপোসথ সুত্ত
(ততিয-উপোসথসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৪৬. একদা জনৈক ভিক্ষু ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। আর উপবিষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থায় ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কোন কোন সংস্বেদজ নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করিয়া (মনুষ্য বেশে) উপোসথ ব্রত পালন করে?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কোন কোন সংস্বেদজ নাগের এইরূপ চিন্তা উদিত হয়– 'পূর্বে আমার কর্তৃক কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই কর্মের বিপাক স্বরূপ দেহাবসানে মৃত্যুর পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়াছি। অদ্য হইতে যদি কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করি, তাহা হইলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতে পারিব। এই মনে করিয়া বলে ওহে! চলুন, এখন থেকেই আমরা কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করি।'

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কোন কোন সংস্বেদজ নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করিয়া (মনুষ্য বেশে) উপোসথ ব্রত পালন করে।"

–[পঞ্চম সুত্ত]

৬. চতুর্থ-উপোসথ সুত্ত
(চতুত্থ-উপোসথসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৪৭ ভগবানের সমীপে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কোন কোন ঔপপাতিক নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করিয়া উপোসথ ব্রত পালন করে?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কোন কোন ঔপপাতিক নাগের এইরূপ চিন্তা উদিত হয়– 'পূর্বে আমার কর্তৃক কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই কর্মের বিপাক স্বরূপ দেহাবসানে মৃত্যুর পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইয়াছি। অদ্য হইতে যদি কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করি, তাহা হইলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতে পারিব। এই মনে করিয়া বলে ওহে! চলুন, এখন থেকেই আমরা কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করি।'

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কোন কোন ঔপপাতিক নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করিয়া (মনুষ্য বেশে) উপোসথ ব্রত পালন করে।"

–[ষষ্ঠ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. শ্রবণ সুত্ত (সুতসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৪৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।" —[সপ্তম সুত্ত]

৮. দ্বিতীয়-শ্রবণ সুত্ত (দুতিযসুত সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৪৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।" —[অষ্টম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. তৃতীয়-শ্রবণ সুত্ত
(ততিযসুত সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৫০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।" –[নবম সুত্ত]

১০. চতুর্থ-শ্রবণ সুত্ত
(চতুত্থ-সুতসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৫১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়।" –[দশম সুত্ত]

১১. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৫২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

১২. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৫৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ নাগেরা নাকি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৩. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানুপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৫৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৫৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৫. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৫৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৬. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৫৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৭. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৫৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৮. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানুপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৫৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৬০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

২০. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৬১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

২১. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদনূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৬২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

২১. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদনূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৬৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৩. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদনূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৬৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদনূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৬৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৫. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদনূপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৬৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৬. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদনূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৬৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৭. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদনূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৬৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৮. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদনূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৬৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৯. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদনূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৭০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩০. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদনূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৭১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩১. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকার সূত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৭২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩২. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকার সূত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৭৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৩. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকার সূত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৭৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৪. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকার সূত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৭৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৫. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকার সূত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৭৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৬. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকার সূত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৭৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৭. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকার সূত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৭৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৮. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকার সূত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৭৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৯. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকার সূত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৮০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪০. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকার সূত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৮১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪১. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৮২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪২. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৮৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৩. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৮৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৪. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৮৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৫. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৮৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৬. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৮৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৭. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৮৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৮. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৮৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৯. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৯০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

৫০. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৯১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক নাগেরা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

নাগ সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুপর্ণ সংযুক্ত

১. শুদ্ধি সুত্ত (সুদ্দিক সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৯২. হে ভিক্ষুগণ! সুপর্ণ যোনি চারি প্রকার। সেইগুলি কি কি? যথা– ১) অণ্ডজ সুপর্ণ যোনি ২) জরায়ুজ সুপর্ণ যোনি ৩) সংস্বেদজ সুপর্ণ যোনি ৪) ঔপপাতিক সুপর্ণ যোনি।

ভিক্ষুগণ! ইহাই চারি প্রকার সুপর্ণ যোনি। –[প্রথম সুত্ত]

২. হরণ সুত্ত (হরন্তিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৯৩. হে ভিক্ষুগণ! এইগুলি হইতেছে চারি প্রকার সুপর্ণ যোনি। সেই প্রকার কি কি? যথা– ১) অণ্ডজ সুপর্ণ যোনি ২) জরায়ুজ সুপর্ণ যোনি ৩) সংস্বেদজ সুপর্ণ যোনি ৪) ঔপপাতিক সুপর্ণ যোনি।

ভিক্ষুগণ, তন্মধ্যে যাহারা অণ্ডজ সুপর্ণ তাহারা শুধুমাত্র অণ্ডজ নাগদিগকে হরণ করে; কিন্তু জরায়ুজ, সংস্বেদজ কিম্বা ঔপপাতিক নাগদিগকে নহে। যাহারা জরায়ুজ সুপর্ণ তাহারা অণ্ডজ এবং জরায়ুজ নাগদিগকে হরণ করে; কিন্তু সংস্বেদজ কিম্বা ঔপপাতিক নাগদিগকে নহে। যাহারা সংস্বেদজ সুপর্ণ তাহারা অণ্ডজ, জরায়ুজ এবং সংস্বেদজ নাগদিগকে হরণ করে; কিন্তু ঔপপাতিক নাগদিগকে নহে। কিন্তু যাহারা ঔপপাতিক সুপর্ণ তাহারা অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ এবং ঔপপাতিক সকল নাগদিগকে হরণ করিতে সক্ষম।

ভিক্ষুগণ, সুপর্ণ এই চারি প্রকার হয়। –[দ্বিতীয় সুত্ত]

৩. উভয়কারী সুত্ত (দ্বযকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৯৪. জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া (ভগবানকে) অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।" –[তৃতীয় সুত্ত]

৪. দ্বিতীয়-উভয়কারী সুত্ত
(দুতিয-দ্বযকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৯৫. জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া (ভগবানকে) অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।" –[চতুর্থ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. তৃতীয়-উভয়কারী সুত্ত
(ততিয-দ্বযকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৯৬. জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া (ভগবানকে) অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।" –[পঞ্চম সুত্ত]

৬. চতুর্থ-উভয়কারী সুত্ত
(চতুত্থ-দ্বযকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৯৭. জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া (ভগবানকে) অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।" -[ষষ্ঠ সূত্র]

৭. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকারসুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৯৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন-

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়- 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৮. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকারসুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৩৯৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন-

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৯. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকারসুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪০০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানুপকারসুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪০১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

১১. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানুপকারসুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪০২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

১২. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকারসুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪০৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৩. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকারসুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪০৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৪. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকারসুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪০৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকারসুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪০৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার অভিপ্রায়ে আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৬. অণ্ডজ দানুপকার সুত্ত
(অণ্ডজদানূপকারসুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪০৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৭. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদানুপকারসুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪০৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৮. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদানূপকারসুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪০৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে; তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৯. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদানূপকারসুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪১০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদানূপকারসুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪১১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

২১. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদানূপকারসুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪১২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

২২. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদানূপকারসুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪১৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৩. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদানূপকারসুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪১৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৪. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদানূপকারসুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪১৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৫. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদানূপকারসুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪১৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৬. জরায়ুজ দানুপকার সুত্ত
(জলাবুজদানূপকারসুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪১৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, জরায়ুজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৭. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত (সংসেদজদানূপকারসুত্তং) (এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪১৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৮. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত (সংসেদজদানূপকারসুত্তং) (দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪১৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৯. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকারসুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪২০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩০. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকারসুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪২১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩১. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকারসুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪২২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩২. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকারসুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪২৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৩. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকারসুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪২৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৪. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকারসুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪২৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৫. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকারসুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪২৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৬. সংস্বেদজ দানুপকার সুত্ত
(সংসেদজদানূপকারসুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪২৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সংস্বেদজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৭. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকারসুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪২৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৮. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকারসুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪২৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৯. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকারসুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৩০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪০. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকারসুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৩১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪১. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকারসুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৩২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪২. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকারসুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৩৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৩. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকারসুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৩৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৪. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকারসুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৩৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৫. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকারসুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৩৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৬. ঔপপাতিক দানুপকার সুত্ত
(ওপপাতিকদানূপকারসুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৩৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক সুপর্ণেরা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইবার জন্য প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

সুপর্ণ সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গন্ধর্বকায় সংযুক্ত

১. শুদ্ধি সুত্ত (সুদ্দিক সুত্তং)

৪৩৮. এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নিদানঃতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া এইরূপ বলিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদিগকে গন্ধর্বকায়িক[১] দেবতা সম্বন্ধে দেশনা প্রদান করিব। তোমরা তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

ভিক্ষুগণ! গন্ধর্বকায়িক দেবতারা কিরূপ?

ভিক্ষুগণ! এমন দেবতা আছে যাহারা মূলগন্ধে বাস করে, সারগন্ধে বাস করে, ফেগ্গুগন্ধে বাস করে, তচগন্ধে বাস করে, পপটিকগন্ধে বাস করে, পত্রগন্ধে বাস করে, পুষ্পগন্ধে বাস করে এবং যাহারা গন্ধগন্ধে বাস করে। ইহাদেরকে বলা গন্ধর্বকায়িক দেবতা। —[প্রথম সুত্ত]

২. সুচরিত সুত্ত (সুচরিতসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৩৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতু, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধর্বকায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধর্বকায়িক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ু সম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর গন্ধর্বকায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধর্বকায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধর্বকায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" —[দ্বিতীয় সুত্ত]

---

১. চতুর্মহারাজিক দেবভবনে বাসকারী এক শ্রেণীর দেবতা। মূলগন্ধ, সারগন্ধ, ফেগ্গুগন্ধ নানাবিধ গুণধর্মে বিশিষ্ট দেবতা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. মূলগন্ধ দাতা সুত্ত
(মূলগন্ধদাতাসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৪০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে[১] অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সেই মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে মূলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[তৃতীয় সুত্ত]

৪. সারগন্ধ দাতা সুত্ত
(সারগন্ধদাতা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৪১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে[২] অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সারগন্ধে অধিবাসী দেবতারা

---

১. বৃক্ষ মূলের সুগন্ধ উপভোগ করিয়া বাস করে। চতুর্মহারাজিক দেবভবনের নয় প্রকার গন্ধর্বকায়িক দেবতাগণের মধ্যে এক প্রকার দেবতা।

২. বৃক্ষ সারের সুগন্ধ উপভোগ করিয়া বাস করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সেই সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সারগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[চতুর্থ সুত্ত]

৫. ফেগ্গুগন্ধ দাতা সুত্ত
(ফেগ্গুগন্ধদাতা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৪২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে[১] অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সেই ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[পঞ্চম সুত্ত]

---

[১]. বৃক্ষ সার পরিবেষ্টকের সুগন্ধ উপভোগ করিয়া বাস করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. তচগন্ধ দাতা সুত্ত
(তচগন্ধদাতা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৪৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে[১] অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, তচগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সেই তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে তচগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[ষষ্ঠ সুত্ত]

৭. পপটিকগন্ধ দাতা সুত্ত
(পপটিকগন্ধদাতা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৪৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে[২] অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতারা

---

১. বৃক্ষের বাকলের সুগন্ধ উপভোগ করিয়া বাস করে।

২. বৃক্ষের শুষ্ক বাকলের সুগন্ধ উপভোগ করিয়া বাস করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সেই পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[সপ্তম সুত্ত]

৮. পত্রগন্ধ দাতা সুত্ত
(পত্তগন্ধদাতা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৪৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে[১] অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সেই পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[অষ্টম সুত্ত]

---

[১]. বৃক্ষ পত্রের সুগন্ধ উপভোগ করিয়া বাস করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. পুষ্পগন্ধ দাতা সুত্ত
(পুপ্‌ফগন্ধদাতা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৪৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে[১] অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সেই পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[নবম সুত্ত]

১০. ফলগন্ধ দাতা সুত্ত
(ফলগন্ধদাতা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৪৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে[২] অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা

---

১. বৃক্ষ পুষ্পের সুগন্ধ উপভোগ করিয়া বাস করে।

২. বৃক্ষ ফলের সুগন্ধ উপভোগ করিয়া বাস করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে; তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সেই ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[দশম সুত্ত]

১১. রসগন্ধ দাতা সুত্ত
(রসগন্ধদাতা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৪৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে[১] অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, রসগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে; তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সেই রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে রসগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[একাদশ সুত্ত]

---

১. পুষ্প রসের সুগন্ধ উপভোগ করিয়া বাস করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২. গন্ধগন্ধ দাতা সুত্ত
(গন্ধগন্ধদাতা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৪৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে[১] অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সেই গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" —[দ্বাদশ সুত্ত]

১৩. মূলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(মূলগন্ধদানুপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৫০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা

---

[১]. বৃক্ষ গন্ধের সুগন্ধ উপভোগ করিয়া বাস করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে মূলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৪. মূলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(মূলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৫১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে মূলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫. মূলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(মূলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৫২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে মূলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৬. মূলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(মূলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৫৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে মূলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৭. মূলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(মূলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৫৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে মূলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮. মূলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(মূলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৫৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে মূলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৯. মূলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(মূলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৫৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে মূলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২০. মূলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(মূলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৫৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে মূলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১. মূলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(মূলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৫৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে মূলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২২. মূলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(মূলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৫৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে মূলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৩. সারগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(সারগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৬০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সারগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সারগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪. সারগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(সারগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৬১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সারগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সারগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৫. সারগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(সারগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৬২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সারগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সারগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৬. সারগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(সারগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৬৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সারগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সারগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৭. সারগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(সারগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৬৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সারগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সারগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৮. সারগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(সারগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৬৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সারগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সারগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৯. সারগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(সারগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৬৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সারগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সারগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩০. সারগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(সারগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৬৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সারগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সারগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩১. সারগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(সারগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৬৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সারগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সারগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩২. সারগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(সারগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৬৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, সারগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে সারগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৩. ফেগ্গুগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফেগ্গুগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৭০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৪. ফেগ্গুগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফেগ্গুগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৭১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৫. ফেগ্গুগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফেগ্গুগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৭২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৬. ফেগ্গুগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফেগ্গুগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৭৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৭. ফেগ্গুগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফেগ্গুগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৭৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৮. ফেগ্গুগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফেগ্গুগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৭৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৯. ফেগ্গুগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফেগ্গুগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৭৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪০. ফেগ্গুগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফেগ্গুগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৭৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪২. ফেগ্গুগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফেগ্গুগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৭৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪২. ফেগ্গুগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফেগ্গুগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৭৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফেগ্গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৩. তচগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(তচগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৮০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, তচগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে তচগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৪. তচগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(তচগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৮১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, তচগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে তচগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৫. তচগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(তচগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৮২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, তচগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে তচগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৬. তচগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(তচগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৮৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, তচগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে তচগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৭. তচগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(তচগন্ধদানুপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৮৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, তচগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে তচগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৮. তচগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(তচগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৮৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, তচগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে তচগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৯. তচগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(তচগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৮৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, তচগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে তচগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৫০. তচগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(তচগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৮৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, তচগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে তচগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫১. তচগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(তচগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৮৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, তচগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে তচগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৫২. তচগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(তচগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৮৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, তচগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে তচগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৫৩. পপটিকগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পপটিকগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৯০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৪. পপটিকগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পপটিকগন্ধদানুপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৯১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৫৫. পপটিকগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পপটিকগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৯২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৫৬. পপটিকগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পপটিকগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৯৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৭. পপটিকগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পপটিকগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৯৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৫৮. পপটিকগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পপটিকগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৯৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৫৯. পপটিকগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পপটিকগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৯৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬০. পপটিকগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পপটিকগন্ধদানুপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৯৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৬১. পপটিকগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পপটিকগন্ধদানুপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৯৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৬২. পপটিকগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পপটিকগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৪৯৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৩. পত্রগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পত্তগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫০০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৬৪. পত্রগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পত্তগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫০১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৬৫. পত্রগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পত্তগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫০২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৬. পত্রগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পত্তগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫০৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৬৭. পত্রগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পত্তগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫০৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৬৮. পত্রগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পত্তগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫০৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৯. পত্রগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পত্তগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫০৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৭০. পত্রগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পত্তগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫০৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৭১. পত্রগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পত্তগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫০৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭২. পত্রগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পত্তগন্ধদানুপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫০৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৭৩. পুষ্পগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পুপ্‌ফগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫১০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৭৪. পুষ্পগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পুপ্‌ফগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫১১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭৫. পুষ্পগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পুপ্ফগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫১২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৭৬. পুষ্পগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পুপ্ফগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫১৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৭৭. পুষ্পগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পুপ্‌ফগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫১৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭৮. পুষ্পগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পুপ্‌ফগন্ধদানূপকার সুত্তং)
- (ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫১৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৭৯. পুষ্পগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পুপ্‌ফগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫১৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৮০. পুষ্পগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পুপ্ফগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫১৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮১. পুষ্পগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পুপ্ফগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫১৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৮২. পুষ্পগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(পুপ্ফগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫১৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৮৩. ফলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫২০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৪. ফলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫২১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৮৫. ফলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫২২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৮৬. ফলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫২৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৭. ফলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫২৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৮৮. ফলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫২৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৮৯. ফলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫২৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯০. ফলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫২৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে।, তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৯১. ফলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফলগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫২৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৯২. ফলগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(ফলগন্ধদানুপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫২৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে ফলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯৩. রসগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(রসগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৩০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, রসগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে রসগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৯৪. রসগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(রসগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৩১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, রসগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে রসগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৯৫. রসগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(রসগন্ধদানুপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৩২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, রসগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে রসগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯৬. রসগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(রসগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৩৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, রসগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে রসগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৯৭. রসগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(রসগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৩৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, রসগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে রসগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৯৮. রসগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(রসগন্ধদানুপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৩৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, রসগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে রসগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯৯. রসগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(রসগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৩৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, রসগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে রসগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১০০. রসগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(রসগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৩৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, রসগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে রসগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১০২. রসগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(রসগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৩৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, রসগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে রসগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০২. রসগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(রসগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৩৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, রসগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে রসগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১০৩. গন্ধগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(গন্ধগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৪০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১০৪. গন্ধগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(গন্ধগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৪১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০৫. গন্ধগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(গন্ধগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৪২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১০৬. গন্ধগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(গন্ধগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৪৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১০৭. গন্ধগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(গন্ধগন্ধদানুপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৪৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০৮. গন্ধগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(গন্ধগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৪৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১০৯. গন্ধগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(গন্ধগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৪৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১১০. গন্ধগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(গন্ধগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৪৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১১. গন্ধগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(গন্ধগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৪৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১১২. গন্ধগন্ধ দানুপকার সুত্ত
(গন্ধগন্ধদানূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৪৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

গন্ধর্বকায় সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলাহক (মেঘ) সংযুক্ত

১. শুদ্ধি সুত্ত (সুদ্ধিকসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৫০. "হে ভিক্ষু! আমি তোমাদেরকে বলাহককায়িক[১] দেবতা সম্বন্ধে দেশনা করিব। তোমরা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

ভিক্ষুগণ! বলাহককায়িক দেবতারা কিরূপ?

ভিক্ষুগণ! এমন দেবতা আছে যাহারা শীতবলাহক দেবতা, উষ্ণবলাহক দেবতা, অভ্রবলাহক দেবতা, বায়ুবলাহক দেবতা এবং বর্ষাবলাহক দেবতা। ইহাদেরকে বলা হয় বলাহককায়িক দেবতা।" –[প্রথম সুত্ত]

২. সুচরিত সুত্ত (সুচরিতসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৫১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বলাহককায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বলাহককায়িক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বলাহককায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বলাহককায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বলাহককায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[দ্বিতীয় সুত্ত]

---

[১]. ইহারা বিভিন্ন প্রকার মেঘকে আশ্রয় করিয়া বাস করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. শীতবলাহক দানুপকার সুত্ত
(সীতবলাহকদানূপকারসুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৫২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, শীতবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে শীতবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[তৃতীয় সুত্ত]

৪. শীতবলাহক দানুপকার সুত্ত
(সীতবলাহকদানূপকারসুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৫৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, শীতবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে শীতবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[চতুর্থ সুত্ত]

৫. শীতবলাহক দানুপকার সুত্ত
(সীতবলাহকদানূপকারসুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৫৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, শীতবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে শীতবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[পঞ্চম সুত্ত]

৬. শীতবলাহক দানুপকার সুত্ত
(সীতবলাহকদানূপকারসুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৫৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, শীতবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে শীতবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[ষষ্ঠ সুত্ত]

৭. শীতবলাহক দানুপকার সুত্ত
(সীতবলাহকদানূপকারসুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৫৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, শীতবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে শীতবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[সপ্তম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. শীতবলাহক দানুপকার সুত্ত
(সীতবলাহকদানূপকারসুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৫৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, শীতবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে শীতবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[অষ্টম সুত্ত]

৯. শীতবলাহক দানুপকার সুত্ত
(সীতবলাহকদানূপকারসুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৫৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, শীতবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে শীতবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[নবম সুত্ত]

১০. শীতবলাহক দানুপকার সুত্ত
(সীতবলাহকদানূপকারসুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৫৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, শীতবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে শীতবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[দশম সুত্ত]

১১. শীতবলাহক দানুপকার সুত্ত
(সীতবলাহকদানূপকারসুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৬০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায় বাক মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, শীতবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে শীতবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[একাদশ সুত্ত]

১২. শীতবলাহক দানুপকার সুত্ত
(সীতবলাহকদানুপকারসুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৬১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, শীতবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে শীতবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" –[দ্বাদশ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩. উষ্ণবলাহক দানুপকার সুত্ত
(উণ্হাবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৬২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, উষ্ণবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে উষ্ণবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৪. উষ্ণবলাহক দানুপকার সুত্ত
(উণ্হাবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৬৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, উষ্ণবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে উষ্ণবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৫. উষ্ণবলাহক দানুপকার সুত্ত
(উণ্হাবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৬৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, উষ্ণবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে উষ্ণবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৬. উষ্ণবলাহক দানুপকার সুত্ত
(উণ্হাবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৬৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, উষ্ণবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে উষ্ণবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৭. উষ্ণবলাহক দানুপকার সুত্ত (উণ্হাবলাহকদানূপকার সুত্তং) (পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৬৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, উষ্ণবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে উষ্ণবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮. উষ্ণবলাহক দানুপকার সুত্ত
(উণ্‌হাবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৬৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, উষ্ণবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে উষ্ণবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৯. উষ্ণবলাহক দানুপকার সুত্ত
(উণ্‌হাবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৬৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, উষ্ণবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে উষ্ণবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২০. উষ্ণবলাহক দানুপকার সুত্ত
(উণ্হাবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৬৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, উষ্ণবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে উষ্ণবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২১. উষ্ণবলাহক দানুপকার সুত্ত
(উণ্হাবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৭০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, উষ্ণবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে উষ্ণবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২২. উষ্ণবলাহক দানুপকার সুত্ত
(উণ্হাবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৭১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, উষ্ণবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে উষ্ণবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, ঐই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৩. অভ্রবলাহক দানুপকার সুত্ত
(অব্‌ভবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৭২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অভ্রবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অভ্রবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৪. অভ্রবলাহক দানুপকার সুত্ত
(অব্‌ভবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৭৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অভ্রবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহূল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অভ্রবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৫. অভ্রবলাহক দানুপকার সুত্ত
(অব্‌ভবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৭৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অভ্রবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অভ্রবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৬. অভ্রবলাহক দানুপকার সুত্ত
(অব্‌ভবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৭৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অভ্রবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অভ্রবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৭. অভ্রবলাহক দানুপকার সুত্ত
(অব্ভবলাহকদানুপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৭৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অভ্রবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অভ্রবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৮. অভ্রবলাহক দানুপকার সুত্ত
(অব্ভবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৭৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অভ্রবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অভ্রবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৯. অভ্রবলাহক দানুপকার সুত্ত
(অব্ভবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৭৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অভ্রবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অভ্রবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩০. অভ্রবলাহক দানুপকার সুত্ত
(অবৃভবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৭৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অভ্রবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অভ্রবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩১. অভ্রবলাহক দানুপকার সুত্ত
(অবৃভবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৮০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অভ্রবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অভ্রবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩২. অভ্রবলাহক দানুপকার সুত্ত
(অব্ভবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৮১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, অভ্রবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে অভ্রবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর অভ্রবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৩. বায়ু-বলাহক দানুপকার সুত্ত (বাতবলাহকদানূপকার সুত্তং) (এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৮২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বায়ু-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বায়ু-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৪. বায়ু-বলাহক দানুপকার সুত্ত (বাতবলাহকদানূপকার সুত্তং) (দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৮৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বায়ু-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বায়ু-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৫. বায়ু-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বাতবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৮৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বায়ু-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বায়ু-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৬. বায়ু-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বাতবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৮৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বায়ু-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বায়ু-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৭. বায়ু-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বাতবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৮৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বায়ু-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বায়ু-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৮. বায়ু-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বাতবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৮৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বায়ু-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বায়ু-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৩৯. বায়ু-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বাতবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৮৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বায়ু-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বায়ু-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪০. বায়ু-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বাতবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৮৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বায়ু-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বায়ু-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪১. বায়ু-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বাতবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৯০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বায়ু-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বায়ু-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪২. বায়ু-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বাতবলাহকদানুপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৯১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বায়ু-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বায়ু-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৩. বর্ষা-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বস্সবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(এক)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৯২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বর্ষা-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বর্ষা-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৪. বর্ষা-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বস্সবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(দুই)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৯৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বর্ষা-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বর্ষা-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে পানীয় দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৫. বর্ষা-বলাহক দানুপকার সুত্ত (বস্সবলাহকদানূপকার সুত্তং) (তিন)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৯৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বর্ষা-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বর্ষা-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বস্ত্র দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৬. বর্ষা-বলাহক দানুপকার সুত্ত (বস্সবলাহকদানূপকার সুত্তং) (চার)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৯৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বর্ষা-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বর্ষা-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে যান দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৭. বর্ষা-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বস্সবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(পাঁচ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৯৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বর্ষা-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বর্ষা-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে মালা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৮. বর্ষা-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বস্সবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(ছয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৯৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বর্ষা-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বর্ষা-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে গন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৪৯. বর্ষা-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বস্সবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(সাত)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৯৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বর্ষা-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বর্ষা-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে বিলেপন দ্রব্য দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৫০. বর্ষা-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বস্‌সবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(আট)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৫৯৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বর্ষা-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বর্ষা-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে শয্যা দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৫১. বর্ষা-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বস্‌সবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(নয়)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬০০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বর্ষা বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বর্ষা-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে আবাস-গৃহ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

৫২. বর্ষা-বলাহক দানুপকার সুত্ত
(বস্সবলাহকদানূপকার সুত্তং)
(দশ)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬০১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু! ইহজগতে কেহ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সে এইরূপ শ্রবণ করে যে, বর্ষা-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হইয়া অবস্থান করে। তাই তাহার এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইতে পারিতাম।' এই কামনায় সে বর্ষা-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেহ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৩. শীত-বলাহক সুত্ত
(সীতবলাহকসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬০২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে একসময় শীতের আগমন ঘটে?"

"হে ভিক্ষু! শীত-বলাহক নামক এক প্রকারের দেবতা রহিয়াছে। যখন তাহাদের এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'যদি আমরা স্বদেহাসক্তিতে অবস্থান করিতে পারিতাম।' তাহাদের সেই অভিপ্রায়ের কারণে তখনই শীতের আগমন ঘটে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে এক সময় শীতের আগমন ঘটে।"

৫৪. উষ্ণ-বলাহক সুত্ত
(উণ্হবলাহকসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬০৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইপরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে এক সময় গ্রীষ্মের আগমন ঘটে?"

"হে ভিক্ষু! উষ্ণ-বলাহক নামক এক প্রকারের দেবতা রহিয়াছে। যখন তাহাদের এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'যদি আমরা স্বদেহাসক্তিতে অবস্থান করিতে পারিতাম।' তাহাদের সেই অভিপ্রায়ের কারণে তখনই গ্রীষ্মের আগমন ঘটে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে এক সময় গ্রীষ্মের আগমন ঘটে।"

৫৫. অভ্র-বলাহক সুত্ত
(অব্ভবলাহকসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬০৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইপরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে এক সময় ঘন কালো মেঘের আগমন ঘটে?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ভিক্ষু! অভ্র-বলাহক নামক এক প্রকারের দেবতা রহিয়াছে। যখন তাহাদের এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'যদি আমরা স্বদেহাসক্তিতে অবস্থান করিতে পারিতাম।' তাহাদের সেই অভিপ্রায়ের কারণে তখনই ঘনকালো মেঘের আগমন ঘটে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে এক সময় ঘনকালো মেঘের আগমন ঘটে।"

৫৬. বায়ু-বলাহক সুত্ত
(বাতবলাহকসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬০৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইপরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে এক সময় বায়ু (বাতাস) প্রবাহিত হয়?"

"হে ভিক্ষু! বায়ু-বলাহক নামক এক প্রকারের দেবতা রহিয়াছে। যখন তাহাদের এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'যদি আমরা স্বদেহাসক্তিতে অবস্থান করিতে পারিতাম।' তাহাদের সেই অভিপ্রায়ের কারণে তখনই বাতাস প্রবাহিত হয়।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে এক সময় বাতাস প্রবাহিত।"

৫৭. বর্ষা-বলাহক সুত্ত
(বস্সবলাহকসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬০৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এইপরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভন্তে! কি হেতুতে, কি কারণে এক সময় বর্ষার আগমন ঘটে?"

"হে ভিক্ষু! বর্ষা-বলাহক নামক এক প্রকারের দেবতা রহিয়াছে। যখন তাহাদের এইরূপ চিন্তা উদয় হয়– 'যদি আমরা স্বদেহাসক্তিতে অবস্থান করিতে পারিতাম।' তাহাদের সেই অভিপ্রায়ের কারণে তখনই বর্ষার আগমন ঘটে।

ভিক্ষু! এই হেতুতে, এই কারণে এক সময় বর্ষার আগমন ঘটে।"

বলাহক সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বচ্ছগোত্র সংযুক্ত

১. রূপ-অজ্ঞান সুত্ত

(রূপ-অঞ্ঞাণসুত্তং)

৬০৭. এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন বচ্ছগোত্রীয়[১] নামে এক পরিব্রাজক ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত কুশল বিনিময় করিলেন। কুশল বিনিময়ান্তে ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক (জগৎ) শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব অন্য শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! রূপে অজ্ঞান, রূপ সমুদয়ে অজ্ঞান, রূপ নিরোধে অজ্ঞান, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান হইবার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[প্রথম সুত্ত]

---

১. বচ্ছগোত্র একজন মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ পরিব্রাজক। তিনি ভগবান বুদ্ধকে জগত ও জীবন (আত্মা) সম্পর্কিত দশটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নগুলি ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থানে (দীর্ঘ নিকায়, মধ্যম-নিকায়, সংযুক্ত-নিকায়, অঙ্গুত্তর-নিকায়ে) আলোচিত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. বেদনা-অজ্ঞান সুত্ত
(বেদনা-অঞ্ঞাণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬০৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বেদনায় অজ্ঞান, বেদনা সমুদয়ে অজ্ঞান, বেদনা নিরোধে অজ্ঞান, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান হইবার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[দ্বিতীয় সুত্ত]

৩. সংজ্ঞা-অজ্ঞান সুত্ত
(সঞ্ঞা-অঞ্ঞাণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬০৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংজ্ঞায় অজ্ঞান, সংজ্ঞা সমুদয়ে অজ্ঞান, সংজ্ঞা নিরোধে অজ্ঞান, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান হইবার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[তৃতীয় সুত্ত]

৪. সংস্কার-অজ্ঞান সুত্ত
(সঙ্খার-অঞ্ঞাণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬১০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে বচ্ছ! সংস্কারে অজ্ঞান, সংস্কার সমুদয়ে অজ্ঞান, সংস্কার নিরোধে অজ্ঞান, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান হইবার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?" –[চতুর্থ সুত্ত]

৫. বিজ্ঞান-অজ্ঞান সুত্ত
(বিঞ্ঞাণ-অঞ্ঞাণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬১১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বিজ্ঞানে অজ্ঞান, বিজ্ঞান সমুদয়ে অজ্ঞান, বিজ্ঞান নিরোধে অজ্ঞান, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান হইবার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[পঞ্চম সুত্ত]

৬. রূপ-অদর্শন সুত্ত
(রূপ-অদস্সণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬১২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! রূপের প্রতি অদর্শন হেতুতে, রূপ সমুদয়ের প্রতি অদর্শন হেতুতে, রূপ নিরোধের প্রতি অদর্শন হেতুতে, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অদর্শন হেতুতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[ষষ্ঠ সুত্ত]

৭. বেদনা-অদর্শন সুত্ত
(বেদনা-অদস্‌সণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬১৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বেদনার প্রতি অদর্শন হেতুতে, বেদনা সমুদয়ের প্রতি অদর্শন হেতুতে, বেদনা নিরোধের প্রতি অদর্শন হেতুতে, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অদর্শন হেতুতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[সপ্তম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. সংজ্ঞা-অদর্শন সুত্ত
(সঞ্ঞা অদস্‌সণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬১৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংজ্ঞার প্রতি অদর্শন হেতুতে, সংজ্ঞা সমুদয়ের প্রতি অদর্শন হেতুতে, সংজ্ঞা নিরোধের প্রতি অদর্শন হেতুতে, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অদর্শন হেতুতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[অষ্টম সুত্ত]

৯. সংস্কার-অদর্শন সুত্ত
(সঙ্খার অদস্‌সণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬১৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংস্কারের প্রতি অদর্শন হেতুতে, সংস্কার সমুদয়ের প্রতি অদর্শন হেতুতে, সংস্কার নিরোধের প্রতি অদর্শন হেতুতে, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অদর্শন হেতুতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[নবম সূত্র]

১০. বিজ্ঞান-অদর্শন সুত্ত
(বিঞ্ঞাণ অদস্সণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬১৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বিজ্ঞানের প্রতি অদর্শন হেতুতে, বিজ্ঞান সমুদয়ের প্রতি অদর্শন হেতুতে, বিজ্ঞান নিরোধের প্রতি অদর্শন হেতুতে, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অদর্শন হেতুতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[দশম সুত্ত]

১১. রূপ-অনুপলব্ধি সুত্ত
(রূপ অনভিসময় সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬১৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! রূপে অনুপলব্ধির কারণে, রূপ সমুদয়ের অনুপলব্ধি কারণে, রূপ নিরোধের অনুপলব্ধি কারণে, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অনুপলব্ধি কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[একাদশ সুত্ত]

১২. বেদনা-অনুপলব্ধি সুত্ত
(বেদনা অনভিসময সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬১৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বেদনায় অনুপলব্ধি কারণে, বেদনা সমুদয়ের অনুপলব্ধি কারণে, বেদনা নিরোধের অনুপলব্ধি কারণে, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অনুপলব্ধি কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[দ্বাদশ সুত্ত]

১৩. সংজ্ঞা-অনুপলব্ধি সুত্ত
(সঞ্ঞা অনভিসময সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬১৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংজ্ঞায় অনুপলব্ধি কারণে, সংজ্ঞা সমুদয়ের অনুপলব্ধি কারণে, সংজ্ঞা নিরোধের অনুপলব্ধি কারণে, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অনুপলব্ধি কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[ত্রয়োদশ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪. সংস্কার-অনুপলব্ধি সুত্ত
(সঙ্খার অনভিসময সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬২০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংস্কারে অনুপলব্ধি কারণে, সংস্কার সমুদয়ের অনুপলব্ধি কারণে, সংস্কার নিরোধের অনুপলব্ধি কারণে, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অনুপলব্ধি কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[চতুর্দশ সুত্ত]

১৫. বিজ্ঞান-অনুপলব্ধি সুত্ত
(বিঞ্ঞাণ অনভিসময সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬২১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বিজ্ঞানে অনুপলব্ধি কারণে, বিজ্ঞান সমুদয়ের অনুপলব্ধি কারণে, বিজ্ঞান নিরোধের অনুপলব্ধি কারণে, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অনুপলব্ধি কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[পঞ্চদশ সুত্ত]

১৬. রূপ অনুবোধহীন সুত্ত
(রূপ অননুবোধ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬২২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে বচ্ছ! রূপ অনুবোধহীনতার কারণে, রূপ সমুদয়ে অজ্ঞাত হইবার কারণে, রূপ নিরোধে অজ্ঞাত হইবার কারণে, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞাত হইবার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[ষষ্ঠদশ সুত্ত]

১৭. বেদনা অজ্ঞাত সুত্ত
(বেদনা অননুবোধ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬২৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বেদনা অজ্ঞাত হইবার কারণে, বেদনা সমুদয়ে অজ্ঞাত হইবার কারণে, বেদনা নিরোধে অজ্ঞাত হইবার কারণে, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞাত হইবার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত , যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[সপ্তমদশ সুত্ত]

১৮. সংজ্ঞা অজ্ঞাত সুত্ত
(সঞ্ঞা অননুবোধ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬২৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংজ্ঞায় অজ্ঞাত হইবার কারণে, সংজ্ঞা সমুদয়ে অজ্ঞাত হইবার কারণে, সংজ্ঞা নিরোধে অজ্ঞাত হইবার কারণে, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞাত হইবার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" -[অষ্টাদশ সুত্ত]

১৯. সংস্কার অজ্ঞাত সুত্ত
(সঙ্খার অননুবোধ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬২৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংস্কারে অজ্ঞাত হইবার কারণে, সংস্কার সমুদয়ে অজ্ঞাত হইবার কারণে, সংস্কার নিরোধে অজ্ঞাত হইবার কারণে, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞাত হইবার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" -[ঊনবিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০. বিজ্ঞান অজ্ঞাত সুত্ত
(বিঞ্ঞাণ অননুবোধ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬২৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বিজ্ঞানে অজ্ঞাত হইবার কারণে, বিজ্ঞান সমুদয়ে অজ্ঞাত হইবার কারণে, বিজ্ঞান নিরোধে অজ্ঞাত হইবার কারণে, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞাত হইবার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[বিংশতি সুত্ত]

২১. রূপে-অজ্ঞতা সুত্ত
(রূপ-অপ্পটিবেধসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬২৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! রূপে অজ্ঞতার কারণে, রূপ সমুদয়ের প্রতি মূর্খতার কারণে, রূপ নিরোধের প্রতি মূর্খতার হইবার কারণে, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি মূর্খতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[একবিংশতি সুত্ত]

২২. বেদনা মূর্খতা সুত্ত
(বেদনা অপ্পটিবেধ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬২৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে বচ্ছ! বেদনার প্রতি মূর্খতার কারণে, বেদনা সমুদয়ের প্রতি মূর্খতার কারণে, বেদনা নিরোধের প্রতি মূর্খতার হইবার কারণে, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি মূর্খতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[দ্বাবিংশতি সুত্ত]

২৩. সংজ্ঞা মূর্খতা সুত্ত
(সঞ্ঞা অপ্পটিবেধ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬২৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংজ্ঞার প্রতি মূর্খতার কারণে, সংজ্ঞা সমুদয়ের প্রতি মূর্খতার কারণে, সংজ্ঞা নিরোধের প্রতি মূর্খতার হইবার কারণে, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি মূর্খতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[ত্রয়োবিংশতি সুত্ত]

২৪. সংস্কার মূর্খতা সুত্ত
(সঙ্খার অপ্পটিবেধ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৩০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংস্কারের প্রতি মূর্খতার কারণে, সংস্কার সমুদয়ের প্রতি মূর্খতার কারণে, সংস্কার নিরোধের প্রতি মূর্খতার হইবার কারণে, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি মূর্খতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[চতুর্বিংশতি সুত্ত]

২৫. বিজ্ঞান মূর্খতা সুত্ত
(বিঞ্ঞাণ অপ্পটিবেধ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৩১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বিজ্ঞানের প্রতি মূর্খতার কারণে, বিজ্ঞান সমুদয়ের প্রতি মূর্খতার কারণে, বিজ্ঞান নিরোধের প্রতি মূর্খতার হইবার কারণে, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি মূর্খতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[পঞ্চবিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৬. রূপে-অন্তর্দৃষ্টিহীনতা সুত্ত
(রূপ অসল্লক্খণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৩২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! রূপে অন্তর্দৃষ্টিহীনতার কারণে, রূপ সমুদয়ের প্রতি অবিবেচনার কারণে, রূপ নিরোধের প্রতি অবিবেচনার কারণে, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অবিবেচনার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[ষষ্ঠবিংশতি সুত্ত]

২৭. বেদনা-অবিবেচনা সুত্ত
(বেদনা অসল্লক্খণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৩৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বেদনার প্রতি অবিবেচনার কারণে, বেদনা সমুদয়ের প্রতি অবিবেচনার কারণে, বেদনা নিরোধের প্রতি অবিবেচনার কারণে, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অবিবেচনার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[সপ্তবিংশতি সুত্ত]

২৮. সংজ্ঞা-অবিবেচনা সুত্ত
(সঞ্‌ঞা অসল্লক্খণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৩৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংজ্ঞার প্রতি অবিবেচনার কারণে, সংজ্ঞা সমুদয়ের প্রতি অবিবেচনার কারণে, সংজ্ঞা নিরোধের প্রতি অবিবেচনার কারণে, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অবিবেচনার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[অষ্টবিংশতি সুত্ত]

২৯. সংস্কার-অবিবেচনা সুত্ত
(সঙ্খার অসমনুপস্সনা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৩৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত: লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংস্কারের প্রতি অবিবেচনার কারণে, সংস্কার সমুদয়ের প্রতি অবিবেচনার কারণে, সংস্কার নিরোধের প্রতি অবিবেচনার কারণে, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অবিবেচনার কারণে এবম্বিধ অনেক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" -[ঊনত্রিংশতি সুত্ত]

৩০. বিজ্ঞান-অবিবেচনা সুত্ত
(বিঞ্ঞাণ অসমনুপস্সনা সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৩৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বিজ্ঞানের প্রতি অবিবেচনার কারণে, বিজ্ঞান সমুদয়ের প্রতি অবিবেচনার কারণে, বিজ্ঞান নিরোধের প্রতি অবিবেচনার কারণে, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অবিবেচনার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" -[ত্রিংশতি সুত্ত]

৩১. রূপে-তীক্ষ্ণবুদ্ধিহীনতা সুত্ত
(রূপ অনুপলক্খণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৩৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন-

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! রূপে তীক্ষ্ণবুদ্ধিহীনতার কারণে, রূপ সমুদয়ে অপ্রভেদ করণের কারণে, রূপ নিরোধের অপ্রভেদ করণের কারণে, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদার অপ্রভেদ করণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[একত্রিংশতি সুত্ত]

৩২. বেদনা-অপ্রভেদ সুত্ত
(বেদনা অনুপলক্খণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৩৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বেদনায় অপ্রভেদ করণের কারণে, বেদনা সমুদয়ে অপ্রভেদ করণের কারণে, বেদনা নিরোধের অপ্রভেদ করণের কারণে, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদার অপ্রভেদ করণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[দ্বাত্রিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৩. সংজ্ঞা-অপ্রভেদ সুত্ত
(সঞ্ঞা অনুপলক্খণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৩৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংজ্ঞায় অপ্রভেদ করণের কারণে, সংজ্ঞা সমুদয়ে অপ্রভেদ করণের কারণে, সংজ্ঞা নিরোধের অপ্রভেদ করণের কারণে, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদার অপ্রভেদ করণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[তেত্রিংশতি সুত্ত]

৩৪. সংস্কার-অপ্রভেদ সুত্ত
(সঙ্খার অনুপলক্খণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৪০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংস্কারে অপ্রভেদ করণের কারণে, সংস্কার সমুদয়ে অপ্রভেদ করণের কারণে, সংস্কার নিরোধের অপ্রভেদ করণের কারণে, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদার অপ্রভেদ করণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[চতুর্ত্রিংশতি সুত্ত]

৩৫. বিজ্ঞান-অপ্রভেদ সুত্ত
(বিঞ্ঞাণ অনুপলক্খণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৪১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বিজ্ঞানে অপ্রভেদ করণের কারণে, বিজ্ঞান সমুদয়ে অপ্রভেদ করণের কারণে, বিজ্ঞান নিরোধের অপ্রভেদ করণের কারণে, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদার অপ্রভেদ করণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[পঞ্চত্রিংশতি সুত্ত]

৩৬. রূপে-সঠিক সংজ্ঞাহীনতা সুত্ত
(রূপ অপ্পচ্চুপলক্খণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৪২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! রূপে সঠিক সংজ্ঞাহীনতার কারণে, রূপ সমুদয়ে সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, রূপ নিরোধে সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে এবম্বিধ অনেক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[ষত্রিংশতি সুত্ত]

৩৭. বেদনা-সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতা সুত্ত
(বেদনা অপ্পচ্চুপলক্খণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৪৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বেদনায় সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, বেদনা সমুদয়ে সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, বেদনা নিরোধে সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[সপ্তত্রিংশতি সুত্ত]

৩৮. সংজ্ঞা-সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতা সুত্ত
(সঞ্ঞা অপ্পচ্ছুপলক্খণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৪৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংজ্ঞায় সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, সংজ্ঞা সমুদয়ে সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, সংজ্ঞা নিরোধে সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[অষ্টত্রিংশতি সুত্ত]

৩৯. সংস্কার-সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতা সুত্ত
(সঙ্খার অপ্পচ্চুপলক্খণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৪৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংস্কারে সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, সংস্কার সমুদয়ে সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, সংস্কার নিরোধে সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদায় সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[ঊনচত্বারিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪০. বিজ্ঞান-সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতা সুত্ত
(বিঞ্ঞাণ অপ্পচ্চুপলক্খণ সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৪৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বিজ্ঞানে সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, বিজ্ঞান সমুদয়ে সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, বিজ্ঞান নিরোধে সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদায় সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[চত্বারিংশতি সুত্ত]

৪১. রূপ-বিচারহীনতা সুত্ত
(রূপ অসমপেক্খণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৪৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! রূপে বিচারহীনতার কারণে, রূপ সমুদয়ে বিচারহীনতার কারণে, রূপ নিরোধে বিচারহীনতার কারণে, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় বিচারহীনতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[একচত্বারিংশতি সুত্ত]

৪২. বেদনা-বিচারহীনতা সুত্ত
(বেদনা অসমপেক্খণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৪৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে বচ্ছ! বেদনায় বিচারহীনতার কারণে, বেদনা সমুদয়ে বিচারহীনতার কারণে, বেদনা নিরোধে বিচারহীনতার কারণে, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় বিচারহীনতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[দ্বাচত্বারিংশতি সুত্ত]

৪৩. সংজ্ঞা-বিচারহীনতা সুত্ত
(সঞ্ঞা অসমপেক্খণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৪৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংজ্ঞায় বিচারহীনতার কারণে, সংজ্ঞা সমুদয়ে বিচারহীনতার কারণে, সংজ্ঞা নিরোধে বিচারহীনতার কারণে, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় বিচারহীনতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" – [তেচত্বারিংশতি সুত্ত]

৪৪. সংস্কার-বিচারহীনতা সুত্ত
(সঙ্খার অসমপেক্খণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৫০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত: যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংস্কারে বিচারহীনতার কারণে, সংস্কার সমুদয়ে বিচারহীনতার কারণে, সংস্কার নিরোধে বিচারহীনতার কারণে, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদায় বিচারহীনতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[চতুর্চত্বারিংশতি সুত্ত]

৪৫. বিজ্ঞান-বিচারহীনতা সুত্ত
(বিঞ্ঞাণ অসমপেক্খণসুত্তং

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৫১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বিজ্ঞানে বিচারহীনতার কারণে, বিজ্ঞান সমুদয়ে বিচারহীনতার কারণে, বিজ্ঞান নিরোধে বিচারহীনতার কারণে, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদায় বিচারহীনতার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[পঞ্চচত্বারিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৬. রূপে-অপ্রত্যবেক্ষণ সুত্ত (রূপ অপ্পচ্চুপেক্খণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৫২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! রূপে অপ্রত্যবেক্ষণের কারণে, রূপ সমুদয়ে প্রতি উপেক্ষণের কারণে, রূপ নিরোধের প্রতি উপেক্ষণের কারণে, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি উপেক্ষণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[ষচত্বারিংশতি সুত্ত]

৪৭. বেদনা-উপেক্ষণ সুত্ত (বেদনা অপ্পচ্চুপেক্খণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৫৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বেদনার প্রতি উপেক্ষণের কারণে, বেদনা সমুদয়ে প্রতি উপেক্ষণের কারণে, বেদনা নিরোধের প্রতি উপেক্ষণের কারণে, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি উপেক্ষণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[সপ্তচত্বারিংশতি সুত্ত]

৪৮. সংজ্ঞা-উপেক্ষণ সুত্ত
(সঞ্ঞা অপ্পচ্চুপেক্খণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৫৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংজ্ঞার প্রতি উপেক্ষণের কারণে, সংজ্ঞা সমুদয়ে প্রতি উপেক্ষণের কারণে, সংজ্ঞা নিরোধের প্রতি উপেক্ষণের কারণে, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি উপেক্ষণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[অষ্টচত্বারিংশতি সুত্ত]

৪৯. সংস্কার-উপেক্ষণ সুত্ত
(সঙ্খার অপ্পচ্চুপেক্খণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৫৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! সংস্কারের প্রতি উপেক্ষণের কারণে, সংস্কার সমুদয়ে প্রতি উপেক্ষণের কারণে, সংস্কার নিরোধের প্রতি উপেক্ষণের কারণে, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি উপেক্ষণের কারণে এবম্বিধ অনেক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[ঊনপঞ্চাশৎ সূত্র]

৫০. বিজ্ঞান-উপেক্ষণ সুত্ত
(বিঞ্ঞাণ অপ্পচ্চুপেক্খণসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৫৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন–

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! বিজ্ঞানের প্রতি উপেক্ষণের কারণে, বিজ্ঞান সমুদয়ে প্রতি উপেক্ষণের কারণে, বিজ্ঞান নিরোধের প্রতি উপেক্ষণের কারণে, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি উপেক্ষণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" -[পঞ্চাশৎ সুত্ত]

৫১. রূপ-অপ্রত্যক্ষ কর্ম সুত্ত
(রূপ অপ্পচ্চক্খকম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৫৭. একদা বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কুশল বিনিময় করিলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন-

"ভো গৌতম! কি হেতুতে, কি কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না?"

"হে বচ্ছ! রূপে অপ্রত্যক্ষ কর্মের কারণে, রূপ সমুদয়ে প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, রূপ নিরোধের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[একপঞ্চাশৎ সুত্ত]

৫২. বেদনা-অপ্রত্যক্ষ কর্ম সুত্ত
(বেদনা অপ্পচ্চক্খকম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৫৮. "হে বচ্ছ! বেদনার প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, বেদনা সমুদয়ে প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, বেদনা নিরোধের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[দ্বাপঞ্চাশৎ সুত্ত]

৫৩. সংজ্ঞা-অপ্রত্যক্ষ সুত্ত
(সঞ্ঞা অপ্পচ্চক্খকম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৫৯. "হে বচ্ছ! সংজ্ঞার প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, সংজ্ঞা সমুদয়ে প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, সংজ্ঞা নিরোধের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" – [তেপঞ্চাশৎ সুত্ত]

৫৪. সংস্কার-অপ্রত্যক্ষ সুত্ত
(সঙ্খার অপ্পচ্চক্খকম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৬০. "হে বচ্ছ! সংস্কারের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, সংস্কার সমুদয়ে প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, সংস্কার নিরোধের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্থিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[চতুর্পঞ্চাশৎ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৫. বিজ্ঞান-অপ্রত্যক্ষ সুত্ত
(বিঞ্ঞাণ অপ্পচ্চক্খকম্ম সুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৬১. "হে বচ্ছ! বিজ্ঞানের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, বিজ্ঞান সমুদয়ে প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, বিজ্ঞান নিরোধের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।"

বচ্ছ! এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাহাও না।" –[পঞ্চপঞ্চাশৎ সুত্ত]

বচ্ছগোত্র সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধ্যান-সংযুক্ত

১. সমাধিমূলক বিষয়ে সমাপত্তি সুত্ত (সমাধিমূলকসমাপত্তিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৬২. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিতে অদক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ। কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাপত্তিতেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাপত্তিতেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাপত্তিতেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাপত্তিতেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[প্রথম সুত্ত]

২. সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিতি সুত্ত (সমাধিমূলকঠিতিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৬৩. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[দ্বিতীয় সুত্ত]

৩. সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান সুত্ত (সমাধিমূলকবুট্‌ঠানসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৬৪. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান হইতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান হইতে দক্ষ কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান হইতেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান হইতেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান হইতেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান হইতেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[তৃতীয় সুত্ত]

৪. সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা সুত্ত (সমাধিমূলককল্লিতসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৬৫. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[চতুর্থ সুত্ত]

৫. সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণ সুত্ত
(সমাধিমূলক আরম্মনসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৬৬. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণে দক্ষ কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।” –[পঞ্চম সুত্ত]

৬. সমাধিমূলক বিষয়ে অন্বেষণ সুত্ত (সমাধিমূলকগোচরসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৬৭. “হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ নহে, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বষণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।” –[ষষ্ঠ সুত্ত]

৭. সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত (সমাধিমূলক-অভিনীহারসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৬৮. “হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[সপ্তম সুত্ত]

৮. সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত (সমাধিমূলকসক্কচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৬৯. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ নহে, সমাধিমূলক বিষয়েও আগ্রহী নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও আগ্রহী হয়।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও আগ্রহী তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও আগ্রহী তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[অষ্টম সুত্ত]

৯. সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত (সমাধিমূলকসাতচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৭০. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও অধ্যবসায়ী নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও অধ্যবসায়ী হয়।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও অধ্যবসায়ী তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও অধ্যবসায়ী তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" -[নবম সুত্ত]

১০. সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত (সমাধিমূলকসপ্পাযকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৭১. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ নহে, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" -[দশম সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে স্থিতি সুত্ত (সমাপত্তিমূলকঠিতিসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৭২. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[একাদশ সুত্ত]

১২. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে উত্থান সুত্ত (সমাপত্তিমূলকবুট্‌ঠানসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৭৩. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[দ্বাদশ সুত্ত]

১৩. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা সুত্ত (সমাপত্তিমূলককল্লিতসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৬৫. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[ত্রয়োদশ সুত্ত]

১৪. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে আরম্মণ সুত্ত (সমাপত্তিমূলক আরম্মনসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৭৫. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[চতুর্দশ সুত্ত]

১৫. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে অন্বেষণ সুত্ত (সমাপত্তিমূলকগোচরসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৭৬. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ নহে, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[পঞ্চদশ সুত্ত]

১৬. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত
(সমাপত্তিমূলক অভিনীহারসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৭৭. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[ষষ্ঠদশ সুত্ত]

১৭. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত
(সমাপত্তিমূলকসক্কচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৭৮. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ নহে, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[সপ্তদশ সুত্ত]

১৮. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত (সমাপত্তিমূলকসাতচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৭৯. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও হয়।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[অষ্টদশ সুত্ত]

১৯. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত (সমপাত্তিমূলকসপ্পাযকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৮০. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ নহে, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[ঊনবিংশতি সুত্ত]

২০. স্থিতিমূলক বিষয়ে উত্থান সুত্ত (ঠিতিমূলক-বুট্‌ঠানসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৮১. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[বিংশতি সুত্ত]

২১. স্থিতিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা সুত্ত (ঠিতিমূলককল্লিতসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৮২. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে। যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[একবিংশতি সুত্ত]

২২. স্থিতিমূলক বিষয়ে আরম্মণ সুত্ত (ঠিতিমূলকআরম্মনসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৮৩. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[দ্বাবিংশতি সুত্ত]

২৩. স্থিতিমূলক বিষয়ে অন্বেষণ সুত্ত
(ঠিতিমূলকগোচরসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৮৪. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[ত্রয়োবিংশতি সুত্ত]

২৪. স্থিতিমূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত (ঠিতিমূলকঅভিনীহারসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৮৫. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[চতুর্বিংশতি সুত্ত]

২৫. স্থিতিমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত (ঠিতিমূলকসক্কচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৮৬. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[পঞ্চবিংশতি সুত্ত]

২৬. স্থিতিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত (ঠিতিমূলকসাতচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৮৭. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও দক্ষ তিনি এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[ষষ্ঠবিংশতি সুত্ত]

২৭. স্থিতিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত (ঠিতিমূলকসপ্পাযকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৮৮. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হইতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[সপ্তবিংশতি সুত্ত]

২৮. উত্থানমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা সুত্ত (বুট্ঠানমূলককল্লিতসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৮৯. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উত্থানে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ, কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় উত্থানে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উত্থানেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয় উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উত্থানেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[অষ্টবিংশতি সুত্ত]

২৯. উত্থানমূলক বিষয়ে আরম্মণ সুত্ত
(বুট্‌ঠানমূলকআরম্মনসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৯০. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ, কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।"
–[ঊনত্রিংশতি সুত্ত]

৩০. উত্থানমূলক বিষয়ে অন্বেষণ সুত্ত (বুট্‌ঠানমূলকগোচরসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৯১. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ, কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।"
–[ত্রিংশতি সুত্ত]

৩১. উত্থানমূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত (বুট্‌ঠানমূলকঅভিনীহারসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৯২. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ, কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ নহে। কোন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।"
–[একত্রিংশতি সুত্ত]

৩২. উত্থানমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত
(বুট্‌ঠানমূলকসক্কচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৯৩. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।"
–[দ্বাত্রিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৩. উত্থানমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত (বুট্ঠানমূলকসাতচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৯৪. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর: এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[তেত্রিংশতি সুত্ত]

৩৪. উত্থানমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত (বুট্ঠানমূলকসপ্পাযকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৯৫. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের ধ্যানী কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী কিন্তু সমাধি উত্থানে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আনুকুল্যতাকারীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[চতুর্ত্রিংশতি সুত্ত]

৩৫. প্রফুল্লতামূলক বিষয়ে আরম্মণ সুত্ত
(কল্লিতমূলকআরম্মনসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৯৬. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[পঞ্চত্রিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৬. প্রফুল্লতামূলক বিষয়ে অন্বেষণ সুত্ত (কল্লিতমূলকগোচরসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৯৭. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[ষট্‌ত্রিংশতি সুত্ত]

৩৭. প্রফুল্লতামূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত (কল্লিতমূলকঅভিনীহারসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৯৮. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[সপ্তত্রিংশতি সুত্ত]

৩৮. প্রফুল্লতামূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত (কল্লিতমূলকসক্কচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৬৯৯. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[অষ্টত্রিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৯. প্রফুল্লতামূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত (কল্লিতমূলকসাতচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭০০. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[ঊনচত্বারিংশতি সুত্ত]

৪০. প্রফুল্লতামূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত (কল্লিতমূলকসপ্পায়কারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭০১. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর: এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[চত্বারিংশতি সুত্ত]

৪১. আরম্মণমূলক বিষয়ে অন্বেষণ সুত্ত (আরম্মনমূলকগোচরসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭০২. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অন্বেষণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অন্বেষণেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে ধ অন্বেষণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[একচত্বারিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪২. আরম্মণমূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত
(আরম্মনমূলকঅভিনীহারসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭০৩. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[দ্বাচত্বারিংশতি সুত্ত]

৪৩. আরম্মণমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত
(আরম্মনমূলকসক্কচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭০৪. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয় আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[তেচত্বারিংশতি সুত্ত]

৪৪. আরম্মণমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত (আরম্মনমূলকসাতচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭০৫. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[চতুর্চত্বারিংশতি সুত্ত]

৪৫. আরম্মণমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত (আরম্মনমূলকসপ্পায়কারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭০৬. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[পঞ্চচত্বারিংশতি সুত্ত]

৪৬. অন্বেষণমূলক বিষয়ে উদ্যম সুত্ত (গোচরমূলকঅভিনীহারসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭০৭. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও অদক্ষ। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[ষচত্বারিংশতি সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৭. অন্বেষণমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত
(গোচরমূলকসক্কচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭০৮. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।"
–[সপ্তচত্বারিংশতি সুত্ত]

৪৮. অন্বেষণমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত
(গোচরমূলকসাতচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭০৯. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[অষ্টচত্বারিংশতি সুত্ত]

৪৯. অন্বেষণমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী সুত্ত (গোচরমূলকসপ্পাযকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭১০. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[ঊনপঞ্চাশৎ সুত্ত]

৫০. উদ্যমমূলক বিষয়ে আগ্রহী সুত্ত (অভিনীহারমূলকসক্কচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭১১. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ নহে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[পঞ্চাশৎ সুত্ত]

৫১. উদ্যমমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত (অভিনীহারমূলকসাতচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭১২. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[একপঞ্চাশৎ সুত্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫২. উদ্যমমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত (অভিনীহারমূলকসপ্পায়কারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭১৩. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমে দক্ষ নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয় উদ্যমেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" -[দ্বাপঞ্চাশৎ সুত্ত]

৫৩. আগ্রহীমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সুত্ত (সক্কচ্চমূলকসাতচ্চকারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭১৪. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও নহে, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[তেপঞ্চাশৎ সুত্ত]

৫৪. আগ্রহীমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত (সক্কচ্চমূলকসপ্পায়কারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭১৫. "হে ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও নহে, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে জাত দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।" –[চতুর্পঞ্চাশৎ সুত্ত]

৫৫. অধ্যবসায়ীমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী সুত্ত (সাতচ্চকারীমূলকসপ্পায়কারীসুত্তং)

শ্রাবস্তী নিদানঃ

৭১৬. "হে ভিক্ষুগণ! ধ্যানী চারি প্রকারের। সেই চারি প্রকারের কাহারা?

ভিক্ষুগণ! এখানে কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী নহে। কোন কোন ধ্যানী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নহে। কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও নহে, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও নহে। এবং কোন কোন ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও।

ভিক্ষুগণ! যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে; যেমন ভিক্ষুগণ! গাভীদুগ্ধ (গাভী হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ) হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড শ্রেষ্ঠতর; এইরূপে যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকুল্যতাকারীও, তিনি এই চারি প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।"
–[পঞ্চপঞ্চাশৎ সুত্ত]

ভগবান এইরূপে বিবৃত করিলেন। আর ভিক্ষুগণ প্রসন্ন মনে ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত করিলেন।

ধ্যান-সংযুক্ত সমাপ্ত
সুত্তপিটকে সংযুক্ত নিকায়স্থ
স্কন্ধ বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com